ওঁ

গায়ত্রী-উপাসনা।

পরমহংস শ্রীমৎ প্রণবানন্দ স্বামী কৃত ও

উপদিষ্ট।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

৯ নং জয়নারায়ণ চন্দ্র লেন,

চাপাতলা-কলিকাতা।

সন ১৩২৫ সাল। শকাব্দ ১৮৪০।

মাহ অগ্রহায়ণ।

ইংরাজী ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ।

মাহ ডিসেম্বর।

মূল্য সাধারণ সংস্করণ ১৷০ টাকা। রাজসংস্করণ ১৷৷০ টাকা।

এই পুস্তক প্রাপ্তির স্থান।

কলিকাতা,

সংস্কৃতপ্রেস্ ডিপোজিটারি।

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্।

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্।

হিতবাদী পুস্তক বিভাগ।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট্।

শ্রীযুক্ত রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী জ্যোতীরত্নের নিকট।

৩৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট্।

এবং প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা,

২৮নং বৈঠকখানা রোড, বক্‌লণ্ড প্রেস্ হইতে

শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

'উপাসনা' শব্দের অর্থ।

উপাসনা অর্থে ভগবানের সমীপবর্ত্তী হওয়া। যিনি উপাসনার্থী, যাহার মনে ভগবানের উপাসনার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে, তিনি পাতঞ্জল যোগ-শাস্ত্রের নিম্নোক্ত নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপাসনা কার্য্য করিবেন।

তত্রাহহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা পরিগ্রহা যমাঃ।

সাধনপাদে সূত্র ৩০।

পরমহংস শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতীর ব্যাখ্যা;

কাহারও সহিত বৈর রাখিবেন না, সর্ব্বদা সকলের উপর প্রীতি প্রকাশ করিবেন, সত্য কহিবেন, মিথ্যা বলিবেন না, চোর্য্য করিবেন না, সত্য ব্যবহার করিবেন, জিতেন্দ্রিয় হইবেন, লম্পট হইবেন না, এবং কখনও অভিমান করিবেন না। এই পঞ্চ প্রকার যম বলিয়া উপাসনা যোগের প্রথম অঙ্গ হইয়া থাকে।

যিনি উপাসনা করিতে ইচ্ছুক, যিনি ভগবানের উপর শ্রদ্ধা ও মতি রাখিয়া সমস্ত জাগতিক ও পারমার্থিক কার্য্য করিতে চাহেন, তিনি গীতার নিম্নোক্ত বচনটীর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢচেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ ২ অঃ ৭।

কুলক্ষয় ও লোকক্ষয়াদি হইবার ভয়ে ভীত সমরপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ অর্জ্জুন ভগবানকে বলিতেছেন, আমার মন অতিশয় সংকীর্ণ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বিমূঢ়, তজ্জন্য আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি যাহা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ আমাকে তাহা নিশ্চয় করিয়া বল। আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাপন্ন, আমাকে শিক্ষা দাও।

যাঁহারা ধর্ম্ম-পথের পথিক হইতে চাহেন, যাঁহারা সাধন-পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ভগবানের পদতলে কাতরভাবে এইরূপে লুটাইয়া পড়িতে শিক্ষা করুন।

ইহার বিস্তৃত ভাবার্থ এই :—

তরঙ্গাকুল ও ঝঞ্ঝাবাত সমন্বিত সংসারের মধ্যে নানা উত্তেজনার অবস্থায় ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারেন, যে তাঁহার চিত্ত ধর্ম্মসংমূঢ় হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম কি? অধর্ম্ম কি? বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া নিজ ক্ষুদ্র শক্তিকে হারাইয়া ফেলেন। নিজশক্তি সংকীর্ণতা দোষে সতত দূষিত হেতু নিজের উপর নির্ভর চলে না। তখন ভগবদ্‌শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে। বিষাদ না আসিলে নির্ভরতাও আসে না। বিষ মধ্যে যেরূপ অমৃত, সমুদ্র মধ্যে যেরূপ বাড়বানল, অরণ্য মধ্যে যেরূপ দাবানল, বিপদ ও বিষাদের মধ্যে সেইরূপ মহাসম্পদ প্রচ্ছন্ন ভাবে সন্নিহিত। সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে গুরুর আবশ্যক। অনেক সময় সৎগুরুরও অভাব হইয়া থাকে। এজন্য নিজ ব্রহ্ম-সত্বায় গুরুবোধ যত দিন না আসে, ততদিন সাধনার দ্বিতীয় স্তরে আরোহণ করা যায় না। অতএব নিজের জীবভাবকে নিজের ব্রহ্মভাবের শিষ্যত্বে নিয়োগ করিতে পারিলে সাধনার পথ পরিষ্কৃত হইয়া যায়।

সাধনার জন্য গুরু অন্বেষণের বলবতী ইচ্ছা মনে জাগিলে অনেক সময় গুরু আসিয়া উপস্থিত হন। অথবা হৃদয়স্থ গুরু প্রেরণার দ্বারা মনের সমস্ত সংশয় ছিন্ন করিয়া দেন। এই প্রেরণার বিষয় আমরা পশ্চাৎ গায়ত্রী-তত্ত্বে দেখিতে পাইব। অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত বেদে এবং দর্শনশাস্ত্রে সংশয় ও সন্দেহের যেরূপ মীমাংসা আছে, আমাদের মত ক্ষুদ্র প্রাণীর অন্তরেও সেই মীমাংসা স্বতঃ উদ্ভূত হইতে পারে। এই জন্য গায়ত্রী উপাসনার প্রয়োজন। গায়ত্রী উপাসনা করিলে হৃদয়স্থ দেবমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়, এবং মন্দিরাভ্যন্তরস্থ দেব দর্শন হয়।

তদনন্তর প্রাণের ভিতর যখন কোন সৎচিন্তার উদয় হইবে তখনই তাহা হৃদয়স্থ গুরুর চরণে সমর্পণ করিবে, —দেখিবে তাহা সুধাময় হইয়া গিয়াছে। আবার যখন কোন অসৎ চিন্তার উদয়, মনোমধ্যে দেখিবে তখনই গুরুসন্নিধানে লইয়া যাইবে, দেখিবে গুরুকৃপায় তাহা খণ্ডিত ও চূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অভ্যাস করিলে উপাসনার সাফল্য লাভ হইবে। এই রূপ ভাবে মনটীকে গঠন করিতে পারিলে, ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবেন।

সূর্য্যরশ্মি অয়স্কান্ত মণির উপর পতিত হইলে যেমন উহা কেন্দ্রীভূত হইয়া অগ্নি উৎপাদন করে, আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিও হৃদয়স্থ গুরুরূপ অয়-স্কান্তমণির উপর পতিত হইয়া (অর্থাৎ আমরা যদি নির্ভর করিতে শিক্ষা করি তবে ঐ ক্ষুদ্রশক্তি) জ্বালাময়ী অগ্নিশিখা সদৃশ ঝলসিয়া উঠিবে। বিশ্বাস ও নির্ভরতা না আসিলে গুরুর সন্ধান পাওয়া যাইবে না, এবং সাধনপথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা ও উদ্যম জন্মিবে না। সাধারণ মনুষ্য এবং ভগবৎসত্ত্বার মধ্যস্থলে "মিডিয়ম্" বা গুরুরূপে মহাপুরুষের অবস্থিতি। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ সৎগুরুরূপে ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া আবির্ভূত হন। মানবজগৎ মলিনতা প্রাপ্ত হইলে মধ্যে মধ্যে মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়া মানবজগতের মনের অন্ধকার দূর করিয়া দেন। যে সকল মানব তাঁহাদের চরণে **"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"** বলিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারেন, তাঁহারাই চিত্ত প্রসাদরূপ অলৌকিক আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হন। অভাব ও কাতরতার অনুপাতে গুরুলাভ হইয়া থাকে।

বেদই ভগবান, বেদই গুরু। বেদ যেরূপ ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন, ঋষিরা যাহার সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন, তাহার অনুশীলন কর, কাতর প্রাণে তাহার আলোচনা কর, গুরু দর্শন হইবে।

ভগবৎ-শক্তি ও ভগবৎ-কৃপা প্রাপ্তির জন্য প্রাণ কাঁদিলেই গুরুলাভ

অবশ্যম্ভাবী। উপাসনার দ্বারাই ভগবানের নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় নতুবা অনেক দূরে পড়িয়া থাকিতে হয়।

ওঁ এই শব্দটী বৈদিক আদি বীজ মন্ত্র।

বীজ বলিলে আমরা কি বুঝিয়া থাকি? অশ্বত্থ ফলের বীজ, বটবৃক্ষ ফলের বীজ সকলেই দেখিয়াছেন। বীজগুলি কত ক্ষুদ্র। পরমাণু বলিলেও চলে। কিন্তু সেই অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে কত বড় প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। (বীজ—বি। জন ধাতু কর্ম্মবাচ্যে ড প্রত্যয়) সেইরূপ ওঁ কার প্রণব মন্ত্র হইতে সমষ্টিরূপে এই চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন এবং ইহাতেই এই চরাচর বিশ্ব সন্নিহিত। এই ব্রহ্মাণ্ড-তরুর বীজ প্রণবে নিহিত ছিল বলিয়া প্রণব ধ্যেয় বস্তু। এবং ইহাই ব্যষ্টিরূপে জীবদেহে বিরাজমান।

মন্ত্র—অর্থে মনকে যে ত্রাণ করিয়া থাকে। মনকে ত্রাণ করার অর্থ—যে সকল বাক্য, শব্দ বা পদ বা পদাবলি ভক্তি পূর্ব্বক সংযত চিত্তে পাঠ বা উচ্চারণ করিলে মন হইতে অসৎ ও কলুষ চিন্তা সকল দূরীভূত হয় এবং অসৎ চিন্তার আক্রমণ হইতে মনকে রক্ষা করিয়া থাকে।

নভোমণ্ডলস্থ বিরাট সূর্য্যমণ্ডলে প্রণব-বীজ সন্নিহিত। সূর্য্যরশ্মি সহ সেই প্রণব-বীজাণু চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। সেই সকল নিক্ষিপ্ত প্রণব বীজাণু হইতে জীব সৃষ্টি হইতেছে, সুতরাং এই যে মানব দেহ ইহাও প্রণবের স্বরূপ। প্রণব সাধন করিতে করিতে তাহা উপলব্ধি হইয়া থাকে। পরপৃষ্ঠায় প্রদর্শিত চিত্র হইতে তাহার কথঞ্চিৎ অনুভূতি হইতে পারিবে।

প্রণব চিত্র।

নভোমণ্ডলস্থ বিরাট সূর্য্যমণ্ডলই প্রণব-বীজের আকর।

ওঁ
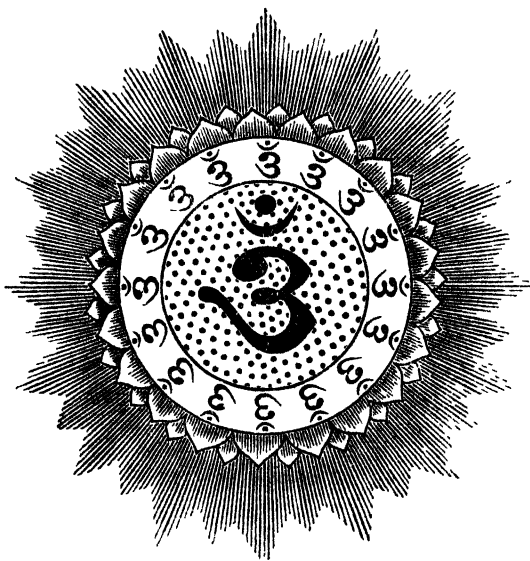
গায়ত্রী-উপাসন।

প্রথম অঙ্গ—প্রণবতত্ত্ব।

ওঙ্কারকে প্রণব কহে। প্রণবের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ :—

প্র পূর্ব্বক ণু ধাতু (ধে) অল। অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী ণু ধাতুর অর্থ স্তুতি। (ণোপ আদেশ) প্রনূয়তে প্রকর্ষেণ স্তূয়তে পরব্রহ্ম অনেন ইতি প্রণবঃ। পরব্রহ্মের স্তুতিকে প্রণব বলে। প্র = উত্তম।

প্রণবের উৎপত্তি—অ, উ, ম।

ওঁ এই শব্দের মধ্যে কেন অ, উ, ম্. আছে, তাহা জানিতে হইলে ব্যাকরণের সূত্রের সাহায্য আবশ্যক হইয়া থাকে। শব্দের রূপ বিশ্লেষণ দ্বারা অর্থজ্ঞান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ব্যাকরণও বেদের অন্যতম অঙ্গ। প্রকৃত পক্ষে স্বর পাঁচটী। হ্রস্বদীর্ঘ ভেদে দশটী এবং যুক্তস্বর লইয়া চৌদ্দটী। চৌদ্দটী স্বরবর্ণের মধ্যে অ হইতে ৯ পর্য্যন্ত দশটী স্বাধীন বা অসংযুক্ত স্বর বা অক্ষর এবং এ হইতে ঔ পর্য্যন্ত চারিটী সংযুক্ত স্বর বা সন্ধ্যক্ষর। প্রমাণ যথা,—

একারাদীনি সন্ধ্যক্ষরাণি। ইতি কলাপে।

এ, ঐ, ও, ঔ সন্ধ্যক্ষর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কারণ ;—

অ + ই = এ ;   অ + ঈ = ঐ

অ + উ = ও ;   অ + ঊ = ঔ

ব্যাকরণের এই সূত্র ও নিয়ম জানা থাকিলে বীজ মন্ত্র সকল বিশ্লেষণ পূর্ব্বক সহজে অর্থ নির্ণয় করা যায়। কোন মন্ত্রের অর্থ না জানিয়া তাহা জপ করা বৃথা।

তন্ত্রে ক্রীং, ঐঁ, হ্রীঁ প্রভৃতি যে সকল মন্ত্র দৃষ্ট হয়, তাহা বীজমন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে একাক্ষর অভিধান হইতে তত্তৎ বীজ মন্ত্রের বর্ণ সকলের অর্থ গ্রহণে মন্ত্র সকলের গূঢ়ার্থ উপলব্ধি করা যায়। যথা,—

ক্রীং = ক + র + ঈ + ম

ক = আত্মা ; র = অগ্নি ; ঈ = লক্ষ্মী ; ম = শিব।

ঐঁ = অ + ঈ + ম

ওহ্ম্ যেমন একটী জপ্য বীজ মন্ত্র, "রাম" এই বাক্যটীও জপ্য বীজ মন্ত্র। র + আ + ম এই তিন অক্ষরের সম্মিলন। র = অগ্নি বা তেজঃ। আ = ব্রহ্মা বা অনন্ত। ম = ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। "হরি" শব্দও একটী মন্ত্র বিশেষ এবং ভগবানের বাচক। হরি = হ + র + ই। হ = বিষ্ণু, শিব, আকাশ, হেতু বা নিমিত্ত কারণ। র = তেজ, শক্তি। ই = কন্দর্প, বা ভগবানের ইচ্ছা শক্তি। ওঁ যেরূপ বৈদিক যুগের মন্ত্র, রাম ও হরি

সেইরূপ পৌরাণিক যুগের মন্ত্র এবং হ্রীং, ক্লীং প্রভৃতি সেইরূপ তান্ত্রিক যুগের মন্ত্র। রামকে উপনিষদে পরম ব্রহ্ম বলা হইয়াছে,—

রাম এব পরং ব্রহ্ম রাম এব পরং তপঃ।
রাম এব পরং তত্ত্বং শ্রীরামো ব্রহ্ম তারকম্ ॥

শ্রীরামোপনিষৎ। ৫।

প্রজাপতি ব্রহ্মা ঋক্ যজু ও সাম বেদত্রয় হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক অ, উ, ম্ অক্ষর ত্রয় উদ্ধার কবিয়াছেন। এই তিনটী অক্ষর মিলিত হইয়া এক ওঁ পদ হইয়াছে। এই একাক্ষর মন্ত্র মধ্যে পরমেশ্বরের বিবিধ নাম পাওয়া যায়। যথা :—

অকার হইতে অগ্নি, বিরাট্ এবং বিশ্বাদি দেবতা। উকার হইতে তৈজস, বায়ু ও হিরণ্যগর্ভাদি দেবতা। মকার হইতে আদিত্য, ঈশ্বর এবং প্রাজ্ঞাদি দেবতা নামেব বাচক হইয়া থাকে।

বেদাদি শাস্ত্র গ্রন্থে ঐ সকল বিষয় স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ সকল দেবতা নামের ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

ঋগ্বেদোক্ত "অ" কার হইতে ;—

১। অগ্নি দেবতা। অগ্নিকে বৈদিক কালে দেবতা বলিয়া পূজা করা হইত। ঋগ্বেদে ইহার ভূরি প্রমাণ দেখা যায়। অগ্ ও অগি ধাতু ইন্ প্রত্যয় করিয়া অগ্নিপদ সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ ধাতু গত্যর্থক। গতির তিনটী অর্থ, যথা ;—জ্ঞান, গমন, প্রাপ্তি (পূজা)। যিনি জ্ঞানস্বরূপ ও সর্ব্বজ্ঞ, যিনি জানিবার, প্রাপ্ত হইবার যোগ্য এবং পূজার্হ, সেই পরমেশ্বরই বেদে অগ্নি দেবতা নামে অভিহিত। ঋগ্বেদের প্রথম ঋকেই 'অগ্নিমীড়ে' ইত্যাদি দৃষ্ট হয়।

অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্
হোতারং রত্নধাতমম্ ॥ ঋগ্বেদ ১ম ঋক্।

অগ্নি দেবতাকে আমরা স্তব করিতেছি; কিরূপ অগ্নি? সম্মুখে স্থাপিত হোমাগ্নি, যজমানের মঙ্গলকারী ধন (বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি) দাতা ইত্যাদি।

আমরা অগ্নি বলিলে পাকশালার উনুনের অগ্নি, রাত্রিকালে গৃহের দীপাগ্নি প্রভৃতি বুঝিয়া থাকি, এবং জঠরাগ্নিটাও বেশ অনুভব করিতে পারি। কিন্তু প্রকৃত অগ্নি সর্ব্বত্র বিরাজমান। কোথাও স্থূলভাবে কোথাও সূক্ষ্মভাবে কোথাও সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে অগ্নি বিরাজ করিতেছেন। অন্তরীক্ষে, জলে, স্থলে, জীবদেহে, বৃক্ষলতাদিতে সর্ব্বত্র অগ্নি বিরাজিত। এই অগ্নির খনি বিমানস্থ বিরাট বিবস্বত মণ্ডলে।

২। বিরাট দেবতা।

বি পূর্ব্বক রাজ্ ধাতু ক্বিপ প্রত্যয় করিয়া বিরাট শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। রাজ্ ধাতুর অর্থ দীপ্তি। স্বকীয় দীপ্তির দ্বারা যিনি স্বকীয় বিশ্বের প্রকাশ করিযাছেন, তিনিই **বিরাট** নামক দেবতা।

ভগবানের এই বিরাট রূপের ভাবনা ও উপাসনা এবং ধারণা নিম্নোক্ত প্রকারে করিতে শাস্ত্র বলিয়া দিতেছেন।

অণ্ডকোষে শরীরেঽস্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে।
বৈরাজঃ পুরুষো যোঽসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ ॥

ভাগবত ২।১।২৫।

সপ্ত আবরণ অর্থাৎ জগতের সপ্ত মূল তত্ত্ব যথা,—১। ক্ষিতি, ২। অপ্, ৩। তেজঃ, ৪। বায়ু, ৫। আকাশ, ৬। অহঙ্কার এবং ৭। মহত্তত্ত্ব। এই সপ্ত আবরণে আবৃত ব্রহ্মাণ্ড-শরীরে যে

বিরাট পুরুষ বিরাজিত তাহাকে ধারণা করিতে হয়। সপ্ত পাতাল ও সপ্তলোক তাঁহার শরীব —তাহার বিরাট দেহ। ধ্যানযোগে নিম্নোক্ত প্রকারে বিশ্বরূপের বিরাট দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ধারণা করিতে হয়।

বিরাট পুরুষের অঙ্গবিন্যাস।

১। পাতাল—পদতল।
২। রসাতল—চরণাগ্র।
৩। মহাতল—গুল্‌ফ।
৪। তলাতল—জঙ্ঘা।
৫। সুতল—জানু।
৬। বিতল—উরু।
৭। অতল —গুহ্যদেশ।
৮। ভূর্লোক জঘন।
৯। ভূবর্লোক—নাভি।
১০। স্বর্লোক—বক্ষ।
১১। মহর্লোক—গ্রীবা।
১২। জনঃলোক—বদন।
১৩। তপঃলোক—ললাট।
১৪। সত্যলোক—শীর্ষ।
১৫। হুতাশন—মুখ।
১৬। বায়ু—নিশ্বাস।
১৭। সূর্য্য—নয়ন।
১৮। দিবারাত্রি—অক্ষিপত্র।
১৯। যম—দংষ্ট্রা।
২০। মায়া—হাস্য।
২১। সংসার—কটাক্ষ।
২২। অশ্বিনীকুমারদ্বয়—নাসাপুট।
২৩। রস—জিহ্বা।
২৪। দিক সমূহ—প্রাণ।
২৫। ইন্দ্রাদিদেবগণ—বাহু।
২৬। সমুদ্র - কুক্ষি।
২৭। পর্ব্বত সমূহ—অস্থি।
২৮। নদীসমূহ —নাড়ী।
২৯। বৃক্ষলতা - রোম।
৩০। মেঘ সকল—কেশগুচ্ছ।
৩১। কাল গতি।
৩২। সন্ধ্যা- বস্ত্র।
৩৩। প্রকৃতি—হৃদয়।
৩৪। চন্দ্র—মন।

৩। বিশ্ব দেবতা। বিশ্‌ ধাতু কন্‌ প্রত্যয় করিয়া বিশ্ব শব্দ নিষ্পন্ন। বিশ ধাতুর অর্থ প্রবেশ। "বিশন্তি প্রবিষ্টানি সর্ব্বাণ্যাকাশাদীনি ভূতানি যস্মিন বা আকাশাদিষু সর্ব্বেষু ভূতেষু প্রবিষ্ট স বিশ্ব ঈশ্বরঃ।" যাহার

মধ্যে আকাশাদি ভূত সকল প্রবিষ্ট আছে অথবা যিনি সমস্ত আকাশাদি ভূতগণের মধ্যে প্রবিষ্ট, সেই ঈশ্বরের নাম বিশ্ব। পূর্ব্বোক্ত নাম তিনটী "অ"কার হইতে প্রাপ্ত। বিশ্ব, বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বদেব শব্দের অর্থ নিম্নোক্ত শ্লোকের দ্বারা পাঠকগণ কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

লক্ষ্যন্তেঽন্তগতাশ্চান্যে কোটিশোঽণ্ডরাশয়ঃ।

ভাগবত। ৩।১১।৪১।

বিশ্বের মধ্যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডরাশি পরিলক্ষিত হইতেছে।

যজুর্ব্বেদোক্ত "উ" কার হইতে :-

১। তৈজস দেবতা।

তিজ ধাতু অস প্রত্যয় করিয়া তেজস, তাহাতে তদ্ধিত প্রত্যয়ান্তে তৈজস শব্দ নিষ্পন্ন। যিনি স্বপ্রকাশ এবং সূর্য্যাদি লোক সকলের প্রকাশক তিনিই তৈজস নামক ঈশ্বর নামে বিদিত।

গীতায় ভগবান বলিতেছেন :—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়েতেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥

গীতা ১৫ অঃ, ১২ শ্লোক।

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগত যে জ্যোতিঃ বা তেজ চরাচর বিশ্বকে উদ্ভাসিত করিতেছেন, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজঃ সন্নিহিত, সে তেজঃ আমারই (ভগবানেরই)। ভগবানেরই জ্যোতিঃতে সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছেন।

পরমাত্মা-পরব্রহ্মকে জ্যোতিষ্ময় সূর্য্যাদি গ্রহ নক্ষত্রগণ উদ্ভাসিত করিতে পারেন না, ইহা বুঝাইবার জন্য কঠোপনিষদে যম নাচিকেতাকে বলিতেছেন ;—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

কঠোপনিষৎ ২ অঃ ২বঃ ১৫ শ্লোক।

সে স্থানে সূর্য্য আলোক প্রদানে অক্ষম, অর্থাৎ পরমাত্মাকে সূর্য্য স্বকীয় জ্যোতিঃর দ্বারা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। চন্দ্র-নক্ষত্রগণও সেই পরম পুরুষ পরমাত্মাকে আলোক দ্বারা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। তীক্ষ্ণ ও তীব্র জ্যোতিঃ তড়িৎও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। আমাদের সম্মুখবর্ত্তী অগ্নি সেখানে কি করিতে পারিবেন? এই সমস্ত জগৎ সেই স্বপ্রকাশ পরমাত্মার জ্যোতির্দ্বারা প্রকাশ পায়, তাঁহার প্রকাশে সমস্ত প্রকাশিত (তাঁহার অপ্রকাশে এ সকলের জ্যোতিঃ থাকিবে না)।

২। বায়ু দেবতা। বা ধাতু উণ্ প্রত্যয় করিয়া বায় শব্দ নিষ্পন্ন। বা ধাতুর অর্থ গতি, গন্ধ, সুখাপ্তি, বধ ও সেবা।

"যো বাতি চরাচরঞ্জগদ্ধরতি বলিনাং বলিষ্ঠঃ সঃ বায়ুঃ।"

যিনি চরাচর জগতের ধারণ জীবন ও প্রলয় কর্ত্তা এবং সমস্ত বলবান্ হইতেও যিনি বলবান্ সেই দেবতার নাম বায়ু। বায়ু এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। অর্থাৎ বায়ুর চাপে পৃথিবী সংধৃত। যদিও সূর্য্যাকর্ষণে পরিভ্রাম্যমান তথাচ বায়ুর চাপে সংধৃত না হইলে ভগবতী স্বীয় কক্ষায় ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইতেন না। বায়ুর বিবিধ অবস্থা ও বিবিধ ক্ষমতা আছে, তাহা এস্থলে আলোচ্য নহে। আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্রের দ্বারা সংপ্রমাণিত যে, বায়ু মূল পদার্থ (Element) নহে। দুইটী মূল পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত অম্লজান (Oxygen) ও যবক্ষার জান (Nitrogen)। এই বায়ু পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া মনুষ্যদেহে বিরাজিত। হৃদয়ে

প্রাণ বায়ু, গুহ্যে অপান বায়ু, নাভিতে সমান বায়ু, কণ্ঠে উদান বায়ু এবং সর্ব্বাঙ্গে ব্যান বায়ু অবস্থিত। যথা ;

"হৃদি প্রাণো গুহ্যেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশে চ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥"

এই বায়ুর ক্রিয়া নিরন্তর জীবদেহে সঞ্চালিত হইয়া জীবনিশক্তি প্রদান পূর্ব্বক জীবকে কার্য্যক্ষম রাখিয়াছে। বায়ুর আরও একটী গুণ শব্দ প্রকাশ করা। আকাশের গুণ শব্দ, কিন্তু বায়ুর গুণ শব্দ প্রকাশ করা। "আকাশাজ্জায়তে শব্দো বায়ঃ শব্দ প্রকাশকঃ"। শব্দ দুই প্রকার যথা,-

বর্ণাত্মকো ধ্বন্যাত্মকশ্চেতি। ইতি গান্ধর্ব্য কলাপে।

কণ্ঠোত্থিত "ক" আদি বর্ণাত্মক শব্দ ও মৃদঙ্গাদি উদ্ভূত ধ্বনি।

বায়ু আলোকের আধার বা উপাধি (Medium) স্বরূপ। বায়ু না থাকলে আমরা সূর্য্যালোক পাইতাম না। সূর্য্যমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী স্থান নিবিড় অন্ধকারে পরিপূর্ণ।

৩। হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভের সাধারণ অর্থ ব্রহ্মা, সুবর্ণ অণ্ড হইতে সমুদ্ভূত বিরাট মহাপুরুষ। ঐতরেয় শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে ;—

"জ্যোতি বৈ হিরণ্যং তেজো বৈ হিরণ্যং।"

জ্যোতিঃস্বরূপ তেজোময় বস্তুই হিরণ্য।

"যো হিরণ্যানাং সূর্য্যাদীনাং তেজসাং গর্ভ উৎপত্তি নিমিত্তমধিকরণং স হিরণ্যগর্ভঃ।"

অর্থাৎ যাঁহা হইতে ভাস্করাদি তেজোময় লোক সকল উৎপন্ন হইয়া যাঁহার আধারে অবস্থান করিতেছেন, বা যিনি সূর্য্যাদি তেজঃস্বরূপ পদার্থ সকলের উৎপত্তি ও আবাসস্থান তিনিই **হিরণ্যগর্ভ** নামক ঈশ্বর।

আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রে সূর্য্য ও তাহার চতুর্দ্দিকে নক্ষত্রপথে পরিভ্রমণশীল গ্রহগণ এইরূপ অসংখ্য সূর্য্য ও অসংখ্য সৌর জগৎ আর্কটাবস নামক এক মহাসূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই মত আমেরিকার সুবিখ্যাত এষ্ট্রোণমার অধ্যাপক লিবয় টোবে আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মত অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। যে হেতু আমাদের প্রাচীন আর্য্য গ্রন্থে এইরূপ বিষয়ের আভাস আছে।

"এবং ডিম্বোদরস্থঞ্চ বিশ্বং বিশ্বসৃজাকৃতম্।
ডিম্বোস্তল্লোমকূপে চ মহাবিষ্ণুশ্চ নারদ॥
যাবন্তি রোমকূপানি বিস্তৃতানি হরেরহো।
তাবন্ত্যেব হি বিশ্বানি চাসংখ্যানি চ নারদ॥"

হে নারদ! সেই ডিম্বই (গোলাকার পরিদৃশ্যমান অনন্ত আকাশ) মহাবিষ্ণু, ব্রহ্মা তাহার লোমকূপে ডিম্বোদরস্থিত নিখিল বিশ্ব (অসংখ্য সৌর-জগৎ) সৃজন করিলেন। হরির যত সংখ্যক লোমকূপ প্রকাশিত হইল তাবৎ প্রমাণ অসংখ্য বিশ্ব সৃষ্ট হইল। পুরাণে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে।

সামবেদোক্ত "ম" কার হইতে :

১। ঈশ্বর। ঈশ (অদাদি গণীয় আত্মনেপদী) ধাতুর অর্থ ঐশ্বর্য্য। কর্ত্তৃবাচ্যে বর প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন।

"য ঈষ্টে সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান্ বর্ত্ততে স ঈশ্বরঃ।

যাঁহার সত্য ও ন্যায়-বিচারশীল জ্ঞান আছে এবং যিনি অনন্ত ঐশ্বর্য্যবান্ সেই পরমাত্মার নাম ঈশ্বর।

বিশেষ বিবরণ অনন্তগরুড রহস্য নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বর, ঈশ, ঈশান, মহেশ্বর, পরমেশ্বর প্রভৃতি সংজ্ঞায় সগুণ ব্রহ্মকে সংজ্ঞিত করিয়া উপনিষদে অনেক বর্ণনা আছে।

২। আদিত্য। দো ধাতুর (পরস্মৈপদী দিবাদিগণীয়) অর্থ ছেদন বা অবখণ্ডন। এই ধাতু হইতে অদিতি শব্দ নিষ্পন্ন এবং ইহাকে তদ্ধিত করিয়া আদিত্য শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। দো ধাতু হইতে দিতি ও অদিতি এই দুইট শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। (দো ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে তিক্ প্রত্যয় দ্বারা দিতি শব্দ নিষ্পন্ন) ঐ দুইটী শব্দের নিরুক্তগত অর্থ দ্বারা বুঝা যায় যে পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ চক্রবাল (Horizon) সন্নিধানে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে; ঊর্দ্ধতন খণ্ড আলোকিত এবং অধস্তন খণ্ড তমসাচ্ছন্ন। অথবা উত্তর ক্রান্তিবৃত্ত ও দক্ষিণ ক্রান্তিবৃত্ত।

"ন বিদ্যতে বিনাশো যস্য সোঽয়মদিতিঃ। অদিতিরেব আদিত্যঃ।"

যাঁহার কখনও বিনাশ নাই, সেই ঈশ্বরের নাম আদিত্য। অ + দিতি = অখণ্ডিত, অর্থাৎ অখণ্ডিত কালচক্র।

দক্ষ হইতে অদিতি এবং অদিতি হইতে আদিত্যের জন্ম।

অনন্তগরুড় রহস্য ৪৫ পৃষ্ঠা।

সুতরাং দক্ষকে সূর্য্যপথ (Orbit of the Sun) মনে না করিলে ইহার সঙ্গত অর্থ হয় না। দক্ষ প্রজাপতি (সংবৎসরাত্মক কালচক্র বা ক্রান্তিবৃত্ত)। রবি মার্গে আদিত্যের ভ্রমণানুসারে উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও নাশ অথবা সৃষ্টি-স্থিতি ও লয় রূপ কার্য্য সংসাধিত হইতেছে। আদিত্যই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রের কার্য্য করিতেছেন। ২৩১ পৃঃ "আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী" পাঠে এ বিষয়ের সম্যক্ ধারণা হইবে।

অগ্নি রাশিতে (মেষ, সিংহ, ধনু) সূর্য্যের (প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীর) আগমন কালে বিকাশ, পৃথ্বি-রাশিতে (বৃষ, কন্যা, মকর) সূর্য্যের আগমনে বৃদ্ধি, বায়ু-রাশিতে (মিথুন, তুলা, কুম্ভ) ক্ষয় এবং জল-রাশিতে (কর্কট, বিছা, মীন) নিধন। জ্যোতিষের সাহায্যে জাগতিক সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে ইহা অবগত হওয়া যায়।

৩। **প্রাজ্ঞ।** জ্ঞা অববোধনে। ক্র্যাদিগণীয় পরস্মৈপদী জ্ঞা ধাতুর অর্থ বোধ। "প্র" পূর্ব্বক এই ধাতু হইতে "প্রজ্ঞ" এবং ইহাকে তদ্ধিত করিয়া "প্রাজ্ঞ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে।

"যঃ প্রকৃষ্টতয়া চরাচরস্থ জগতো ব্যবহারং জানাতি স প্রজ্ঞঃ, প্রজ্ঞ এব প্রাজ্ঞঃ।" যিনি অভ্রান্ত জ্ঞান দ্বারা সমস্ত চরাচর জগতের ব্যবহার যথাবৎ অবগত হইতেছেন সেই ঈশ্বরের নাম "প্রাজ্ঞঃ"।

তজ্জন্য তাঁহাকে অন্তর্যামী আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়।

যাঁহার অজানিত কিছু নাই তিনিই প্রাজ্ঞ নামক ঈশ্বর।

এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা করিলে তাঁহার প্রাজ্ঞত্বের বিষয় কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। কিরূপ নিয়মে ও প্রণালীতে জীব-দেহ গঠিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংরক্ষিত তাহা মানব-বুদ্ধি চিন্তা করিয়া ইয়ত্তা করিতে অক্ষম। কি সুপ্রণালীতে আকাশ মধ্যে অনন্ত সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও পৃথিবী ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন !!!

স্তিমিত নেত্রে একবার অনন্ত আকাশ পানে চাহিয়া থাকুন, নয়ন মুদ্রিত করিয়া একবার হৃদয়াকাশে মনঃ সংলগ্ন করিয়া চিন্তা করিতে অভ্যাস করুন, দেখিবেন হৃদয়-সমুদ্রে আনন্দ-লহরী প্রবাহিত; হৃদয়াকাশে তপন-বিস্ফুলিঙ্গ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ।

ওহম্। ওঁ। ত্রিমূর্ত্তি।

"অ"। "উ"। "ম"।

ওঁঙ্কারের ত্রি পাদ বা তিন মাত্রা।

=অর্দ্ধমাত্রা।

ত্রিমাত্রা ওঁঙ্কার বিবরণ।

পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদাঃ। অকার উকার মকার ইতি॥ মাণ্ডুক্য ৮।

অ, উ, ম এই তিনটীকে ওঁ কারের তিন পাদ বা মাত্রা বলে।

অর্দ্ধমাত্রা,—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিরর্দ্ধ মাত্রা (˘)।

অমাত্রশ্চতুর্থঃ অব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈতঃ। মাঃ ১২।

ওঙ্কারের যে চতুর্থ মাত্রা তাহা অমাত্র—অব্যবহার্য্য, সেখানে প্রপঞ্চের উপশম, তিনি অদ্বৈত শিব। অর্দ্ধ মাত্রার অপর নাম অনুচ্চর্য্যা, তুরীয়া এবং পরা।

ত্রিমাত্রার ব্যাখ্যা।

জাগরিত স্থান বৈশ্বানর "অ"কার প্রথম মাত্রা—স্থূলভূক। স্বপ্নস্থান তৈজস "উ"কার দ্বিতীয় মাত্রা—সূক্ষ্ম-ভূক। সুষুপ্তিস্থান প্রাজ্ঞ "ম"কার তৃতীয় মাত্রা আনন্দ-ভূক। জাগরিত অবস্থায় আমরা যে জগৎ দেখি তাহা স্থূল জগৎ। স্বপ্নাবস্থায় বা ধ্যানাবস্থায় মানব যে জগৎ দেখেন তাহা সূক্ষ্ম-জগৎ। সুষুপ্তি অবস্থায় বা সমাধি অবস্থায় যে জগৎ ব্যক্তি বিশেষের অনুভব্য তাহা কারণ-জগৎ। মনুষ্যের মন ও দেহ নিষ্পাপ ও পবিত্র হইলে তিনি বুঝিতে পারেন, যে এই দেহেই ত্রিমাত্রা ওঙ্কার বিরাজিত।

প্রণবের বর্ণগত উৎপত্তি।

সোহং = সোঽহম্ = সঃ + অহম্ = তিনি + আমি = তিনিই আমি। সোঽহম্—(স + হ) = ে। হম্ = ওহম্ = অ + উ + ম = ওঁ। স = পুরুষ, চৈতন্য, জ্ঞান। হ = আকাশ, প্রকৃতি।

মানবের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে যে "হংস" মন্ত্র জপ হইতেছে, তাহাকে অজপা কহে। "হং"কার বাহিরে আসিতেছে আর বাহ্যিক প্রকৃতি সহ নৃত্য করিতেছে। "স"কার প্রকৃতি উপহত পুরুষ বা চৈতন্য অন্তরে স্থির আছেন। চপলা প্রকৃতি মেঘের কোলে সৌদামিনীর ন্যায় লীলা করিতেছেন। অজ্ঞান মোহাচ্ছন্ন মানব তাহা জানিতে পারিতেছে না। "হং কারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ।" ইহাই অজপা নামক মন্ত্র। "অজপা" কেন বলে? অজ = যাঁহার জন্ম নাই অর্থাৎ ব্রহ্ম। এখানে আত্মা বা জীবাত্মা, তাঁহাকে যিনি পালন বা রক্ষা করেন, তিনিই অজপা। অর্থাৎ দেহ মধ্যস্থ চৈতন্য পুরুষকে অজপা মন্ত্র দ্বারা রক্ষা করা হইতেছে। দেহীর শরীর মধ্যস্থ আত্মা-রূপ হংস এই বীজমন্ত্র জপ করিয়া থাকেন। ইহারই একস্তর উপরে প্রণব ওঁ অবস্থিত। যিনি এই হংসরূপী আত্মাকে জ্ঞাত হয়েন তিনিই "পরমহংস" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

"অ"কার অর্থে ব্রহ্মা = সৃষ্টিকর্ত্তা = ক্রিয়াশক্তি = রজোগুণ।
"উ"কার অর্থে বিষ্ণু = পালনকর্ত্তা = জ্ঞানশক্তি = স্বত্বগুণ।
"ম"কার অর্থে রুদ্র = সংহারকর্ত্তা = ইচ্ছাশক্তি = তমোগুণ।

ব্রহ্মার সৃষ্ট পরিদৃশ্যমান জগৎ অণ্ডসদৃশ গোলাকার বলিয়া তাহা ব্রহ্মাণ্ড নামে কথিত হয়।

ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য তাহা প্রাচীন আর্য্যগ্রন্থ নিচয় হইতে অবগত হওয়া যায়। এক এক ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক এক এক ত্রিমূর্ত্তি ব্রহ্ম।

অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্যাধিপতি ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের উপর যিনি বা যাহার আধিপত্য, তিনিই মহেশ্বর নামে উপনিষদাদি প্রাচীন গ্রন্থে বিদিত।

"ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ।"

এই যে মহেশ্বর, ইনিই সগুণ ব্রহ্ম। এই সগুণ ব্রহ্মের উপর এক নির্গুণ ব্রহ্ম আছেন। এই সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা উপনিষদাবলীতে দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মের দুইটী ভাব। যথা—

প্রথম—	দ্বিতীয়—
সবিশেষ ভাব।	নির্ব্বিশেষ ভাব।
১। অপর ব্রহ্ম।	১। পর ব্রহ্ম।
২। শব্দ ব্রহ্ম।	২। অশব্দ ব্রহ্ম।
৩। সগুণ ব্রহ্ম।	৩। নির্গুণ ব্রহ্ম।
৪। সোপাধি ব্রহ্ম।	৪। নিরুপাধি ব্রহ্ম।
৫। সবিকল্প ব্রহ্ম।	৫। নির্ব্বিকল্প ব্রহ্ম।

ইত্যাদি। নির্গুণ পরব্রহ্মই মায়া উপাধি ধারণে সবিশেষ ও সগুণ হয়েন। একই বস্তু কেবল ভাবের প্রভেদ।

এই প্রণব মন্ত্র জপ এবং প্রাণায়াম দ্বারা সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়।

ধ্যানের দ্বারা জানা যায় যে এই আদি মন্ত্র—ওঁ অক্ষর ব্রহ্ম। যাহাতে বেদত্রয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যিনি এই ওঁকারের বিষয় এবং গুণ অবগত হইয়াছেন, তিনিই বেদজ্ঞ।

এক মাত্র এই প্রণবই যোগসাধনের—সুতরাং মোক্ষের—প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া জানিবে। সমস্ত সিদ্ধান্ত এবং সকল ব্রহ্মবাদির দ্বারা ইহা গৃহীত হইয়াছে।

সমস্ত মন্ত্রের আদিতে এই ওকার প্রযোগ করিতে হয়। এবং তদ্দারা সেই মন্ত্র ফলপূর্ণ হয়।

ঁ ইহারই নাম অর্দ্ধমাত্রা, ইহাই চন্দ্রবিন্দু। ‿ এইটীকে চন্দ্র কহে। ০ এইটী বিন্দু; উভয়ে মিলিত হইয়া চন্দ্রবিন্দু হইযাছে। বিন্দু কাহাকে বলে, জ্যামিতি হইতে তাহা এক প্রকার অবগত হইয়াছেন। ব্যাপ্তিশূন্য অস্তিত্ব। যাহার কোন আয়তন নাই। আয়তন শূন্য বা ব্যাপ্তিশূন্য বিন্দু অসম্ভব। যাহার অস্তিত্ব আছে তাহারই স্থান ব্যাপকতা অবশ্যম্ভাবী এবং ব্যাপকতা যাহার আছে তাহা বিভাজ্য। অতএব ব্যাপ্তিশূন্য অবিভাজ্য অস্তিত্ব কি প্রকারে স্বসিদ্ধ হইতে পারে? অথচ বিন্দুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে বস্তু মাত্রেরই অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হয়। বিন্দুর অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ। বিন্দুর অস্তিত্বে বস্তু মাত্রেরই অস্তিত্ব। এ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্বের মূল উপাদান সেই বিন্দু। সকল দ্রব্যেরই যে কোন স্থলে ও যে কোন অবস্থায় বিন্দু উপলব্ধি হয় বা উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং বিন্দুকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, অথবা বিন্দু সর্ব্বব্যাপী বলিয়া অনুমেয়। চৈতন্য শক্তিকে তদ্রূপ বিন্দু অথচ মহান্, ব্যাপকতা শূন্য অথচ সর্ব্বব্যাপী, গুণশূন্য অথচ গুণময় বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। এই যে ব্যাপ্তি ও গুণ বিশিষ্ট ভাব ইহাই চন্দ্র বা দেহ, বা আধার বা বিরাট ব্রহ্ম, আর ঐ ব্যাপ্তি শূন্য অস্তিত্বই বিন্দু, দেহীর আধেয় বা নিগুর্ণ ব্রহ্ম।

প্রণব মাহাত্ম্য।

প্রণবের দ্বারা সাধকের বা অর্চ্চকের কি উপকার সাধিত বা কি ফল লাভ হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি বলিতেছেন,—

"বাচ্যঃ স ঈশ্বরঃ প্রোক্তো বাচকঃ প্রণবস্মৃতঃ।
বাচকেপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্য এব প্রসীদতি॥"

ঈশ্বর বা পরমাত্মা প্রতিপাদ্য বলিয়া উক্ত এবং প্রণব প্রতিপাদক। পরমাত্মার বাচক বা প্রতিপাদককে জানিতে পারিলে প্রতিপাদ্য পরমাত্মা প্রসন্ন হয়েন।

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরম্পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরম্ জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

কঠ ১ম অঃ ২ বল্লী ১৫।১৬।১৭।

নাচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে যম বলিতেছেন—সমস্ত বেদ যে "পদ" আমনন অর্থাৎ প্রাপ্তব্য বলিয়া উপদেশ করেন, সর্ব্ববিধ তপস্যা যে "পদ" প্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যে "পদ" প্রাপ্তির জন্য গুরুগৃহে বাসরূপ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, সেই ব্রহ্মপদ আমি তোমায় সংক্ষেপে বলিতেছি। এই ব্রহ্ম ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য বস্তু জানিবে। অর্থাৎ ওঙ্কার উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মবস্তু লাভ ও ব্রহ্মজ্ঞান হইবে।

এই ওঙ্কারই অপর-ব্রহ্ম স্বরূপ এবং ইহাই পর-ব্রহ্ম স্বরূপ। এই ওঙ্কার স্বরূপ অক্ষরের উপাসনা করিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন অর্থাৎ পর-ব্রহ্ম বা অপর-ব্রহ্ম পাইতে ইচ্ছা করেন তিনি তাহাই প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহাই ব্রহ্ম-প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠতম অবলম্বন; এই ওঙ্কাররূপ আলম্বনকে জানিতে পারিলে সাধক ব্রহ্মধামে পূজিত হইয়া থাকেন।

প্রণবস্য ঋষির্ব্রহ্মা গায়ত্রং ছন্দ এবহি।
দেবোঽগ্নির্ব্ব্যাহৃতিষু চ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ব্যাসঃ।

প্রণবের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা অগ্নি এবং ইহা সপ্ত ব্যাহৃতিতে প্রযুজ্য। অগ্নিপুরাণে লেখা আছে সর্ব্ব কর্ম্মে ইহার বিনিয়োগ বিধেয়।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। যোগসূত্র ১।২৫

ব্রহ্মের বাচক বা প্রতিপাদক প্রণব।

সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম প্রপাঠকের প্রথম খণ্ডের দশটী শ্লোকে প্রণবের সম্যক্ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত,
ওমিতি হ্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানম্।

অন্বয়। ওঁ ইতি এতৎ উদ্গীথং (যুয়ং) উপাসীত, হি ওঁ ইতি (সামগঃ) উদ্গায়তি, (অতঃ) তস্য উপব্যাখ্যানং (ভবতি)।

ওঁ পরব্রহ্মের বীজ-মন্ত্র বা প্রতীক অর্থাৎ প্রতিমূর্ত্তি বিশেষ এবং ইহা তাঁহার প্রিয় নাম। উদ্গীথ অর্থে গানের বিষয়। সামবেদ গান করিতে হইলে এই ওঁকারকে প্রথম গান করিতে হয় বলিয়া উদ্গীথ শব্দের অর্থ ওঁকার। উপাসীত অর্থে দৃঢ় ভক্তি দ্বারা একাগ্র চিত্ত হও। উদ্গায়তি অর্থে গান করে, সকল কর্ম্মের প্রারম্ভে যথাস্বরে উচ্চারণ করে। উপব্যাখ্যানম্ অর্থে উপাসনা, গুণ ও ফলাদির ব্যাখ্যা।

"ওঁ" এই উদ্গীথটীকে উপসনা কর। ও এই অক্ষরটী উদ্গীথ নামক সামাবয়ব। এই ওঁ কারের উপাসনায় পরমাত্মা প্রসন্ন হয়েন। ওঁকারের উচ্চারণ না করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, সে কর্ম্ম বিফল হইয়া থাকে। ঐই জন্য উপাসনা, শয়ন, ভোজন, গমন, দান আদান প্রভৃতি সর্ব্ব কর্ম্মে

ওঁ কার উচ্চারণ বিধেয়। ওঁ কারের বিভূতি ও গুণ কথনই ওঁ কারের উপাসনা।

২। এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যাঃ আপোরসঃ। অপামোষধয়ো রস ওষধীনাং পুরুষো রসঃ, পুরুষস্য বাগ্রসো বাচো ঋগ্রস, ঋচঃ সাম রসঃ সাম্ন উগদীথোরসঃ।

বস শব্দের অর্থ সার বস্তু (Essence); এই মন্ত্রে সার-শব্দে বস্তুর কার্য্য-কারণভূত উভয় পদার্থের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। যাহা হইতে উৎপন্ন তাহা কারণ এবং যাহা উৎপন্ন তাহা কর্ম্ম।

আকাশ হইতে বায়ু, আকাশ-বায়ু হইতে তেজঃ, আকাশ-বায়ু-তেজঃ হইতে জল এবং ঐ চারিটী হইতে পৃথিবী।

"স্যাদাকাশাৎ বায়ুঃ বায়ুরাকাশাদগ্নিঃ সম্ভবঃ।
খবাতাগ্নেঃ জলং ব্যোমবাতাগ্নিবারিতো মহী॥"

চরাচর সর্ব্বভূতের উৎপত্তি-স্থিতি-লয়-নিদানভূতা পৃথিবী স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের সার। জল পৃথিবীর সার, যে হেতু পৃথিবী জল হইতে উৎপন্ন এবং জলেই ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে। জলের সার ওষধি সকল (ধান্য ব্রীহি আদি যে সকল বৃক্ষ-লতা ফল পাকিলে মরিয়া যায়) জলাভাবে ওষধি সকল বাচিতে পারে না, এই জন্য ওষধি সকলকে জলের সার বলা হইয়াছে। ওষধি বা শস্যাদি আহার করিয়া মানব বা পুরুষ বাঁচিয়া থাকে বলিয়া পুরুষকে ওষধির সার বলা হইয়াছে। বাক্যের দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে বলিয়া পুরুষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই জন্য পুরুষের সার বাক্য। ঋক্ বা বেদমন্ত্র সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ তজ্জন্য ঋক্ বাক্যের সার। পদ্যময় দ্বিবিধ (গেয় ও উচ্চার্য্য) বেদমন্ত্র বা ঋকের মধ্যে গেয় বা সামই সার। এবং সামের সার উদ্গীথ বা ওঁ কার।

৩। স এষ রসানাং রসতমঃ, পরমঃ পরার্দ্ধোঽষ্টমো যদুদ্গীথঃ।

অন্বয়। অষ্টমঃ যৎউদ্গীথঃ সঃ এষঃ রসানাং রসতমঃ পরম পরার্দ্ধ্যঃ।

উক্ত পৃথিবী হইতে গণনায় অষ্টবিধ সার বস্তুর মধ্যে উদ্গীথ বা ওঁকার অষ্টম স্থানীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট সার এবং সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য।

৪। কতমা কতমর্ক্ কতমৎ কতমৎ সাম, কতমঃ কতম উদ্গীথ ইতি বিমৃষ্টং ভবতি।

অন্বয়। কতমা কতমা ঋক্ কতমৎ কতমৎ সাম,
কতমঃ কতমঃ উদ্গীথ ইতি বিমৃষ্টং ভবতি।

কতম অর্থে পৃথিব্যাদি রস গণনায় কত সংখ্যক ; পূর্ব্বোক্ত রস বা সারের মধ্যে ঋক্ প্রভৃতির স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যথা—

১ম পৃথিবী, ২য় জল, ৩য় ওষধি, ৪র্থ পুরুষ, ৫ম বাক্, ৬ষ্ঠ ঋক্, ৭ম সাম এবং ৮ম উৎগীথ বা ওঁকার।

৫। বাগেবর্ক্ প্রাণঃ সামোমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথঃ, তদ্ বা এতন্মিথুনং যদ্ বাক্ চ প্রাণশ্চর্ক্ চ সাম চ।

অন্বয়। বাক্ এব ঋক্ প্রাণঃ সাম ওঁ ইতি এতৎ অক্ষরং উদ্গীথঃ, বা যৎ বাক্ চ প্রাণশ্চ ঋক্ চ সাম, তৎ এতৎ মিথুনম্।

কারণ ও কার্য্যের অভেদ হেতু বাক্যই ঋক্, প্রাণই সাম, ওঁ এই অক্ষর উদ্গীথ (গানের বিষয়) অথবা যাহা বাক্ ও প্রাণের এবং ঋক্ ও সামের মিথুন ভাব তাহা এই মিথুন।

৬। তদেতন্ মিথুনমোমিত্যে তস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে, যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছত, আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য কামম্।

অন্বয়। তৎ এতৎ মিথুনম্ ওঁ ইতি এতস্মিন্ অক্ষরে সংসৃজ্যতে, যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছতঃ (তদা) বৈ তৌ অন্যোন্যস্য কামম্ আপয়তঃ।

আপয়তঃ = যে প্রাপ্ত করিয়াছে তাহার।

সংসৃজ্যতে = মিলিত হইয়া বর্ত্তমান থাকে। কামম্ = ইচ্ছা বা প্রয়োজন।

মিথুনম্ = মিলিত বা যুগ্মাবস্থা। অন্যোন্যস্য = পরস্পরের।

সেই এই (বাক্ ও প্রাণের এবং ঋক্ ও সামের) মিথুন ভাব, ঐ মিথুনীভূত বাক্ ও প্রাণ ওঁ এই অক্ষরে মিলিত হইয়াছে। ঐ বাক্ ও প্রাণ রূপ মিথুন যখন পরস্পর সংযুক্ত বা মিথুন সমাগত হন, তখন পরস্পর পরস্পরের কামনা পূরণ করিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য।—ঋক্ নামক যে ছন্দোবন্দ বেদ মন্ত্র তাহার মূল কারণ বাক্য এবং সাম নামক যে বেদগান তাহার মূল কারণ প্রাণ-বায়ু। প্রাণ-বায়ুর আধিক্য না থাকিলে কখন উত্তম গান হইতে পারে না। এই জন্য বাক্যকে ঋকের ও প্রাণকে সামের কারণ বলা হইয়াছে। তাহার পর ঋক্ উচ্চারণে প্রাণ-বায়ুর এবং সামগানে বাক্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে বলিয়া উভয়ের মিথুন বা একত্র ভাবকেই উদ্গীথ বলা হইল। উদ্গীথ বাক্ ও প্রাণের একত্র ভাব হওয়ায় ইহাদের কার্য্যভূত ঋক্ ও সামের একত্রভাবও উদ্গীথ পদ বাচ্য হইল।

৭। আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে।

অন্বয়। যঃ বিদ্বান্ এতদ্ উদ্গীথম্ অক্ষরম্ এবম্ উপাস্তে, (সঃ) কামানাম্ আপয়িতা হ বৈ ভবতি। আপয়িতা = যে প্রাপ্তি করায়। উপাস্তে = উপাসনা করে।

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি ওঁকারের পূর্ব্বোক্তরূপ গুণ ও শক্তি জানিয়া উদ্গীথাক্ষরের এবম্প্রকার উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত কামনার বিষয়

প্রাপ্ত হইয়া থাকেন*। ইহা দ্বারা সূচিত হইতেছে যে ওঁকারই সকল বেদ মন্ত্রের বীজ স্বরূপ।

৮। তদ্বা এতদনুজ্ঞাক্ষরং, যদ্ধি কিঞ্চানুজানাত্যো-মিত্যেব, তদা হৈষো এব সমৃদ্ধি যদনুজ্ঞা, সমর্ধয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি, য এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে।

অন্বয়। বা তৎ এতৎ অনুজ্ঞাক্ষরং হি যৎ কিং চ অনুজানাতি, ওঁ ইতি এব (বদতি) তদা হ এষঃ এব সমৃদ্ধিঃ যৎ অনুজ্ঞা, যঃ বিদ্বান্ এতৎ অক্ষরম্ উদ্গীথম্ এবম্ উপাস্তে (সঃ) হ বৈ কামানাং সমর্ধয়িতা ভবতি। সমর্ধয়িতা = সমৃদ্ধির বৃদ্ধি কারক।

অথবা ইহা অর্থাৎ এই ও কার অনুমতি জ্ঞাপক অক্ষর। যাহা কিছু প্রাপ্ত হয় তাহা ওঁ উচ্চারণ পূর্ব্বকই। সমৃদ্ধির মূলীভূতা অনুজ্ঞাই সমৃদ্ধি। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি এবম্প্রকারে এই উদ্গীথ অক্ষরের উপাসনা করেন তিনি কামনার বিষয়ীভূত ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

৯। তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ত্ততে, ওমিত্যাশ্রাবয়ত্যোমিতি শংসত্যোমিত্যুদ্গায়ত্যেতস্যৈবাক্ষরস্যাপচিত্যৈমহিম্নারসেন।

অন্বয়। তেন ইয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ত্ততে, এতস্য এব অক্ষরস্য অপচিত্যৈ মহিম্না রসেন ওঁ ইতি আশ্রাবয়তি, ও ইতি শংসতি, ওঁ ইতি উদ্গায়তি।

শব্দার্থ। ত্রয়ী বিদ্যা = ঋক্, যজু ও সাম বেদ সম্বন্ধীয় বিদ্যা। আশ্রাবয়তি = শ্রবণ করায়। শংসতি = স্তব করে। উদ্গায়তি = গান করে। অপচিত্যৈ = পূজা বা জ্ঞানের জন্য। মহিম্না = মহিমা স্মরণ পূর্ব্বক। রসেন = ধান্য যবাদি সার বস্তু দ্বারা।

তাহা দ্বারা অর্থাৎ ওঁকার দ্বারা এই ত্রিবেদ নিহিত বিদ্যা বর্ত্তমান রহিয়াছে। (যাজ্ঞিক বা সাধক) এই ওঁকে শ্রবণ করান এই ওঁকে

স্তব করেন, এই ওঁকে গান করেন। এই (ওঁ) অক্ষরেরই জ্ঞানের জন্য (এই অক্ষরেরই) মহিমার দ্বারা এবং (ধান্য যব ঘৃতাদি) রসের দ্বারা (ইহার গান করিতে হয়)।

পুরা কালে সোমাদি বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞে তিনজন ব্যক্তি নিযুক্ত হইতেন। একজন হোতা, একজন ঋত্বিক এবং একজন উদ্গাতা থাকিতেন। হোতার কার্য্য যজ্ঞে আহুতি দেওয়া, ঋত্বিকের কার্য্য স্তব পাঠ করা, এবং উদ্গাতার কার্য্য বেদমন্ত্র গান করা। ইহারা সকলেই ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক নিজ নিজ কার্য্য করিতেন। যে হেতু ওঁকার ব্যতীত যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না।

যজ্ঞের হুত দ্রব্য সূর্য্য মণ্ডলে নীত হইয়া তাহাতে মেঘ উৎপন্ন হয়। মেঘ হইতে বৃষ্টি এবং বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়। অতএব ধান্য যব ঘৃত প্রভৃতি যজ্ঞীয় বস্তু সমূহের মূল কারণ ওঁকার। সেই অন্ন ভক্ষণে মনুষ্যগণ জীবিত থাকে। ওঁকারের এই প্রকার মহিমা জানিয়া এই ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রীহি যবাদির দ্বারা ইহার পূজা করিতে হয়।

১০। তেনোভৌ কুরুতো, যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ, নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ, যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীতি খল্বেতস্যৈবাক্ষরস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি।

যিনি এই (ওঁকারের স্বরূপ) জানেন এবং যিনি (ইহা) জানেন না (তাঁহারা) উভয়েই তাহার দ্বারা (অর্থাৎ ওঁকারের দ্বারা) কর্ম্ম করেন। বিদ্যা এবং অবিদ্যা নানা প্রকার। যিনি বিদ্যা ও উপনিষদ্ উপদিষ্ট শ্রদ্ধার সহিত কর্ম্ম করেন (তাঁহার কার্য্য) নিশ্চয়ই অত্যন্ত বলবান হয়। এই অক্ষরের (ওঁকারের) ব্যাখ্যা হইল।

দেহ মধ্যে ওঙ্কারের অবস্থিতি স্থান।

"অ" এর অবস্থিতি স্থান নাভিদেশে।
"উ" এর অবস্থিতি স্থান হৃদয়ে।
"ম" এর অবস্থিতি স্থান ললাটে।

ওঁ উচ্চারণ সময়ে অউম এই ভাবে উচ্চারণ করা বিধেয়। নাভিদেশ হইতে "অ" কে লইয়া হৃদয়ে "উ" এর সহিত সম্মিলিত করিয়া কণ্ঠদেশে "ও" উচ্চারণ পূর্ব্বক "ম" উচ্চারণ করতঃ মুখবন্ধ করিয়া নাসিকা পথ দিয়া ললাটে ও মূর্দ্ধায় বেশ চলিয়া যাইবে।

ওঙ্কার মাহাত্ম্য।

১। প্রণবাদ্যাঃ স্মৃতা মন্ত্রাশ্চতুর্বর্গ ফলপ্রদাঃ।
তস্মাশ্চ নিঃসৃতাঃ সর্ব্বে প্রলীয়ন্তে চ তত্র বৈ॥

২। মঙ্গল্যং পাবনং ধর্ম্ম্যং সর্ব্বকামপ্রসাধনম্।
ওঙ্কারং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বমন্ত্রেষু নায়কম্।
প্রজাপতের্মুখোৎপন্নং তপঃসিদ্ধস্য বৈ পুরা॥

৩। যথা পর্ণং পলাশস্য শঙ্কুনৈকেন ধার্য্যতে।
তথা জগদিদং সর্ব্বমোঙ্কারেনৈব ধার্যতে॥

৪। জপেন দহতে পাপং প্রাণায়ামৈস্তথা সমম্।
ধ্যানেন জন্মনির্জ্জাতধারণাশক্তিরুচ্যতে॥

৫। আদ্যং মন্ত্রাক্ষরং ব্রহ্ম ত্রয়ী যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা।
স গুহ্যোঽন্যস্ত্রিবিদ্বেদো যো বেদৈনং স বেদবিৎ॥

৬। এক এবতু বিজ্ঞেয়ঃ প্রণবো যোগসাধনঃ।
গৃহীতঃ সর্ব্বসিদ্ধান্তৈরিতরৈর্ব্রহ্মবেদিভিঃ॥

৭। সর্ব্বমন্ত্রপ্রয়োগেষু ওমিত্যাদৌ প্রযুজ্যতে।
তেন সংপরিপূর্ণানি যথোক্তানি ভবন্তি হি॥

৮। সর্ব্বমন্ত্রাধিযজ্ঞেন ওঙ্কারেণ ন সংশয়ঃ।
যন্ন্যূনমতিরিক্তঞ্চ যচ্ছিদ্রং যদযজ্ঞিয়ম্॥

৯। যদমেধ্যমশুদ্ধঞ্চ যাতযামঞ্চ যদ্ভবেৎ।
তত্তদোঙ্কারযুক্তেন মন্ত্রেণাবিফলং ভবেৎ॥

১০। ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥

১১। ত্রিমাত্রস্তু প্রয়োক্তব্যঃ কর্ম্মারম্ভেষু সর্ব্বস্তু।
তিস্রঃ সার্দ্ধাস্তু কর্ত্তব্যা মাত্রাস্তত্ত্বানুচিন্তকৈঃ॥

যোগিযাজ্ঞ বল্ক্যঃ।

প্রণব যুক্ত ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী আদি মন্ত্র চতুর্বর্গ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। প্রণব হইতেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন এবং প্রণবেই লীন হইবে। ওঁকার মঙ্গলময়, পবিত্র, ধর্ম্মকার্য্য স্বরূপ, সর্ব্ব কামনা সিদ্ধির হেতু, পরম ব্রহ্ম এবং সমস্ত মন্ত্রের নায়ক স্বরূপ, তপস্যায় সিদ্ধ প্রজাপতির মুখ হইতে প্রথমে এই ওঙ্কার উৎপন্ন অর্থাৎ উচ্চারিত হইয়াছে। একটী শঙ্কু বা কীলক দ্বারা পলাশ পত্র ধারণের ন্যায় এই জগৎ ওঁকারের দ্বারায় ধৃত রহিয়াছে। ওঁকার জপ ও প্রাণায়াম দ্বারা পাপ সকল দগ্ধ হয়। ধ্যানের দ্বারা জন্মান্তরীণ ধারণা শক্তি লাভ হয়। আদ্য মন্ত্র ওঁকার ব্রহ্ম, যাহাতে বেদত্রয় প্রতিষ্ঠিত। যিনি এই গুহ্য ওঁকার মন্ত্র সম্যকরূপে অবগত তিনিই বেদজ্ঞ। ওঁ ব্রহ্মবাদিগণের দ্বারা সমস্ত সিদ্ধান্তে যোগ সাধনার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া নির্ণীত। সমস্ত মন্ত্রের পূর্ব্বে ওঁ প্রয়োগ না করিলে মন্ত্র সম্পূর্ণ হয় না। এই প্রণব মন্ত্র প্রয়োগে মন্ত্রের বর্ণ হানি, উচ্চারণ দোষ

প্রভৃতি সমস্ত নষ্ট হয়। একমাত্র (ওঁ) স্মরণ ও উচ্চারণ করিয়া যে ব্যক্তি দেহ ত্যাগ করেন তিনি পরম গতি লাভ করেন। সমস্ত কর্ম্মারম্ভে ইহার প্রয়োগ বিধেয়।

ওঙ্কারং স্বর্গদারং তস্মাৎ সর্ব্বেষ্বেব কর্ম্মস্বাদৌ প্রযুঞ্জীত।

ইতি ব্যাসঃ।

মহর্ষি ব্যাস বলেন—ওঁকার স্বর্গের দ্বার স্বরূপ তজ্জন্য সমস্ত কার্য্যের প্রথমে ওঁকার শব্দ প্রয়োগ করিবে। সমস্ত কার্য্য অর্থাৎ যোগ, উপাসনা, দান, যজ্ঞ, তপ, স্বাধ্যায়, জপ, ধ্যান, প্রাণায়াম, হোম, দৈব কার্য্য, পিতৃ-কার্য্য, মন্ত্রোচ্চারণ, প্রভৃতি শ্রেয়ঃ কার্য্য ; এই সকল কার্য্য প্রণব উচ্চারণ করিয়া আরম্ভ ও প্রণব উচ্চারণ করিয়া সমাপন করিবে। ছান্দোগ্য পরি-শিষ্টে ইহা বিস্তৃত ভাবে বাখ্যাত।

ওঙ্কারং যো বিজানাতি স যোগী স হরিঃ পুমান্।
ওঙ্কারমভ্যসেৎ তস্মান্মন্ত্র সারস্তু সর্ব্বদম্॥
সর্ব্বমন্ত্রপ্রয়োগেষু প্রণবঃ প্রথমঃ স্মৃতঃ।
তেন সম্পরিপূর্ণং যৎ তৎপূর্ণং কর্ম্মনেতরৎ॥

অগ্নিপুরাণ ২১৫ অঃ ১।২

অগ্নি বলিতেছেন ;—যিনি ওঁকারের বিষয় সম্যগ্ অবগত আছেন, তিনিই যোগী এবং তিনি হরি। এই ওঙ্কার সমস্ত মন্ত্রের সার, সেই হেতু ইহা সর্ব্বদা অভ্যাস করা উচিত। সমস্ত মন্ত্র প্রয়োগ কালে ওঁকারের প্রয়োগ প্রথমে করিবে। যে কার্য্য বা মন্ত্র ওঁকার বিহীন তাহা সম্পূর্ণ হয় না। ওঁ কারযুক্ত মন্ত্র ও কার্য্য পূর্ণত্ব লাভ করে।

অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত কোটী সৌর জগৎ, অনন্ত কোটী সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ব্যোম মণ্ডলে বিরাজিত। প্রণব অনন্ত আকাশের অনন্ত জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের প্রাণ এবং সূর্য্য-চন্দ্র-তারকাপুঞ্জ সেই প্রণবরূপ প্রাণ

শক্তির ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিকাশ মাত্র শরীর। ইহা যোগী পুরুষগণ যোগনেত্রে অবলোকন করিয়া বিভোর হইয়া থাকেন। প্রণব শক্তিই এই ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সুতরাং প্রণবই ধর্ম্ম। প্রণব-জ্ঞান হইলেই ধর্ম্ম জ্ঞান হয়।

ওঙ্কার হইতে চতুর্বিংশাক্ষর গায়ত্রীর ও অষ্টচত্বারিংশৎ বর্ণের উৎপত্তি।

"অ, উ, ম একত্র করিলে ওঁ হয়, ওঁ এর বিষয় একবার চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, ক্ষীর সমুদ্রশায়ী লক্ষ্মী সমন্বিত নারায়ণকেই প্রকান্তরে ওঁ বলা হইয়াছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ অনন্তের শয্যায় শায়িত, অনন্ত আপন ফণা দিয়া তাঁহাদিগকে ঢাকিয়া আছেন, লেজ দিয়া চারিদিক বেষ্টন করিয়াছেন, দেখ, পুরুষ প্রকৃতির চারিদিকে, উপরে নীচে অনন্ত ; অনন্ত পরমাণু রাশির মধ্যে সংকর্ষণ ও অপকর্ষণ শক্তিদ্বয় বিরাজিত। ওঁ হইতে অ, উ, ম এবং অ, উ, ম প্রত্যেক বৃদ্ধি পাইয়া চতুর্বিংশাক্ষর গায়ত্রী এবং গায়ত্রী হইতে অষ্ট চত্বারিংশৎ অক্ষর উৎপন্ন হইয়াছে, যতদিন ব্যোম থাকিবে, ততদিন অক্ষরগুলি থাকিবে, পরন্তু ব্যোম গিয়া মহত্তত্ত্বে, লীন হইলে অক্ষরও গিয়া ওঙ্কার ব্রহ্মে লীন হইবে।")

মানবদেহে ওঙ্কারের স্থিতি ও তৎ পরিণাম।

"পুরুষের বীর্য্য ও প্রকৃতির রজঃ বায়ুর প্রকোপে জঠরে একত্র মিলিয়া একটী বিন্দুর আকার ধারণ করে ; পরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া একটী গোলাকার ভাঁটার মত হয় ; এই ভাঁটা বাড়িতে বাড়িতে ইহা হইতে মাথা হাত ও পা বাহির হয় ; এবং মাথা, হাত ও পা এই তিন অংশ পরিণাম পাইয়া চব্বিশ অংশ হইয়া পড়ে। তোমার আমার আকার মাতার জঠরে প্রথমে ওঁকারের মত গেলোকার ছিল ; ক্রমে বাড়িয়া মাথার দুই অংশ—মুখ হইতে ওষ্ঠাদি উপরে এক অংশ এবং নীচে অধরাদি এক

অংশ—হাতে পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি লইয়া দশ অংশ, তদ্রূপ পায়ে পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি লইয়া দশ অংশ এবং অধোদেশে জননেন্দ্রিয় ও মলদ্বার লইয়া দুই অংশ,—সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশ অংশ হইয়াছে। এই এত বড় মনুষ্য দেহটা মৃত্যুর পরে পোড়াইয়া ফেল, দেখিবে হাড় মাংস সমস্ত জ্বলিয়া ছাই হইয়া যাইবে; কিন্তু যে গোলাকার নাভি হইতে দেহটা বাড়িয়া এমন বড় হইয়া ছিল, সেই গোলাকার নাভি মাত্র থাকিবে; শত শত মণ কাষ্ঠ দিয়া সেই গোলাকার ওঁকার রূপী নাভিকে তুমি ভষ্ম করিতে পারিবে না। তবেই দেখ মনুষ্য মাতার জঠরে বিন্দুরূপে সঞ্চারিত হইয়া আবার বিন্দুতে পরিণত হইতেছে; এই প্রকার তুমি আমি নিরত রজঃ সত্ত্ব ও তমঃ এই তিন গুণের চক্রে ঘুরিতেছি; কেবল তুমি আমি নয়, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ এই নিয়মে কাল-চক্রে ঘুরিতেছে।"

বেদান্তের আমি।

প্রণব সাধনা ও তাহার ফল।

আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥
তিলেষু তৈলং দধনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরণিষু চাগ্নি।
এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোঽনু
পশ্যতি॥ ব্রহ্মোপনিষৎ।

বুদ্ধিকে অরণি এবং প্রণবকে (ওঁকারকে) উত্তরারণি করিয়া ধ্যান রূপ মন্থন অভ্যাস দ্বারা প্রকাশমান আত্মাকে নিগূঢ় ভাবে দর্শন করিতে পারা যায়। পুরাকালে যজ্ঞাদি স্থানে কাষ্ঠে ২ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করা হইত। অধোবর্ত্তী কাষ্ঠকে অরণী এবং উপরিভাগস্থ কাষ্ঠকে উত্তরারণি বলে। যেমন অরণিদ্বয়ের ঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি বা সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সেই রূপ বুদ্ধি সহকারে অর্থ উপলব্ধি করতঃ

প্রণবের ধ্যানরূপ মন্থন দ্বারা আত্মা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যেমন তিলের মধ্যে তৈল, দধির মধ্যে ঘৃত, স্রোতোবারির মধ্যে জল, এবং অরণি (কাষ্ঠের) মধ্যে অগ্নি থাকে, তদ্রূপ আত্মা বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া থাকেন অর্থাৎ বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া আত্মার প্রকাশ। এই আত্মাকে মৌন ও তপস্যা দ্বারা যাঁহারা দর্শন করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত পণ্ডিত।

অপরঞ্চ। আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
কৈবল্যে। জ্ঞাননির্মথনাভ্যাসাৎ পাশং দহতি পণ্ডিতঃ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকার জ্ঞানার্চ্চনা করিয়া, "আমার আত্মাই ব্রহ্ম", ইহা স্থির করিতে পারিলে, সেই পণ্ডিত ব্যক্তিই আত্মার বন্ধনরূপ অজ্ঞানমোহ-পাশ দগ্ধ করিতে সক্ষম হয়েন। মনঃ হইতে কিরূপে আত্মা বা ব্রহ্মকে লাভ করিতে হয়, ঋষি তাহারই বিধি উপদেশ দিয়েছেন।

ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে চ বসতি বিজ্ঞানম্।
সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থনভূতেন॥ ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ

দুগ্ধের মধ্যে অদৃশ্যভাবে যেমন ঘৃত বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ নিগূঢ় ভাবে প্রত্যেক ভূতেই জ্ঞানময় আত্মা বিদ্যমান আছেন। মন্থন-দণ্ড দ্বারা দুগ্ধ মন্থন করিলে যেরূপ ঘৃত উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ মন দ্বারা ওঙ্কাররূপ মন্থন দণ্ড পরিচালনা করিয়া ব্রহ্ম স্বরূপ আত্মবস্তু লাভ করিতে পারা যায়।

ওঙ্কার-ধ্যান প্রণালী।

মনঃ সর্ব্বত্র সংন্যস্য ওঁকারং তত্র চিন্তয়েৎ।
ধ্যায়েত সততং প্রাজ্ঞো হৃৎকৃত্বা পরমেষ্ঠিনম্॥ যোগশিখা

সমস্ত বিষয় হইতে মনকে সংযত করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি বা সাধক মনো-মধ্যে ওঁকার চিন্তা করিবেন এবং পরমাত্মাকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া নিয়ত ধ্যান করিবেন। ঋগ্বেদোক্ত "অ" কার, যজুর্ব্বেদোক্ত "উ" এবং

সামবেদোক্ত "ম" কার এই বর্ণত্রয়াবলম্বনে "ওঁ" কার সমুৎপন্ন এবং উহাই পরমেশ্বরের প্রিয়নাম। তজ্জন্য ঐ নাম ধ্যেয় বস্তু।

ধ্যান কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর গারুড়ে উক্ত হইয়াছে।

"ধ্যেয়ে সক্তং মনো যস্য ধেয়মেবানুপশ্যতি।
নান্যং পদার্থং জানাতি ধ্যানমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥"

ধ্যেয় বস্তুতে যাঁহার মনঃ সম্যক আসক্ত, যিনি ধ্যেয় বস্তুই দেখিতেছেন এবং ধ্যেয় বস্তু ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের জ্ঞান তৎকালে তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয় না, এই প্রকার চিন্তামগ্ন অবস্থাকে ধ্যান কহে। নতুবা মুখে ধ্যানের মন্ত্র আওড়াইতে লাগিলেন, আর মনঃ চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতে লাগিল, সে অবস্থাকে ধ্যান বলে না।

ওঙ্কার-মাত্রা চতুষ্টয়ের দেবতা।

১। আগ্নেয়ী প্রথমা মাত্রা বায়ব্যৈষা বশানুগা।
ভানুমণ্ডলসঙ্কাশা ভবেন্মাত্রা তথোত্তরা।
পরমা চার্দ্ধমাত্রা চ বারুণীং তাং বিদুর্বুধাঃ॥

২। কলাত্রয়াননা বাপি তাসাং মাত্রা প্রতিষ্ঠিতা।
এষ ওঙ্কার আখ্যাতো ধারণাভির্নিবোধতঃ॥

৩। ঘোষিনী প্রথমা মাত্রা বিদ্যুন্মালী তথাহপরা।
পতঙ্গী চ তৃতীয়া স্যাচ্চতুর্থী বায়ুবেগিনী॥

৪। পঞ্চমী নামধেয়া চ ষষ্ঠী চৈন্দ্রী বিধীয়তে।
সপ্তমী বৈষ্ণবী নাম শাঙ্করী চ তথাষ্টমী॥

৫। নবমী মহতী নাম ধ্রুবেতি দশমী মতা।
একাদশী ভবেন্মৌনী ব্রাহ্মীতি দ্বাদশীমতা॥ নাদবিন্দূপঃ।

"অ" কারের দেবতা অগ্নি। "উ" কারের দেবতা বায়ু। দ্বিতীয় মাত্রা (উকার) মধ্যবর্ত্তিনী হেতু প্রথম ও তৃতীয় মাত্রার বশবর্ত্তিনী। "ম" কার

ভানুমণ্ডল সদৃশ প্রদীপ্ত, এবং ইহার দেবতা সূর্য্যনারায়ণ। পরমা বা সর্ব্বোৎকৃষ্টা অর্দ্ধমাত্রার দেবতা বরুণ। উক্ত মাত্রা চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রত্যেকটী কলাত্রয় বিশিষ্টা বা মাত্রাত্রয় সংযুক্তা। অতএব ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে ওঙ্কার দ্বাদশ মাত্রাবিশিষ্ট।

"কলাত্রয়াননা" এই পদটীর একটু বিশেষ ব্যাখ্যা না হইলে বুঝিবার সুবিধা হইবে না। "কলাত্রয়েণ মাত্রাত্রয়েণ আননং প্রাণনং যস্যাঃ সা কলাত্রয়াননা মাত্রাত্রয়শরীরা ইত্যর্থঃ"। গান্ধর্ব্বকলাপ ব্যাকরণের নিম্নোক্ত সূত্রটা পাঠ করিলে "ত্রিমাত্রা" কি তাহা সহজে উপলব্ধি হইতে পারিবে

"ত্রিমাত্রায়াং দূরাহ্বানে গানে চ প্লুতাঃ।"

ত্রিমাত্রোচ্চারণে দূরাহ্বানে গানে চ প্লুতাঃজ্ঞেয়াঃ।

তথাচ কলাপে।—পূর্ব্বো হ্রস্বঃ। পরোদীর্ঘঃ। দীর্ঘাতিরিক্তঃ প্লুতঃ॥

ত্রিমাত্রোচ্চারণে—হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত। অ' অ" অ'"।

অ— অ—— অ———

এইরূপে মাত্রাচতুষ্টয় বিশিষ্ট ওঙ্কারের স্থান, উচ্চারণ ও নাম ভেদে দ্বাদশটী মাত্রা হইল। এক্ষণে দ্বাদশ মাত্রার স্থান ও নাম ভেদে চিন্তার বিষয় বলা হইতেছে।

প্রথমা	মাত্রা	প্রজ্ঞাপ্রদা	হেতু	নাম	ঘোষিনী।
দ্বিতীয়া	,,	যক্ষলোকপ্রদা	,,	,,	বিদ্যুম্মালী।
তৃতীয়া	,,	আকাশগতিপ্রদা	,,	,,	পতঙ্গী।
চতুর্থী	,,	শীঘ্রগতিপ্রদা	,,	,,	বায়ুবেগিনী।
পঞ্চমী	,,	পিতৃলোকপ্রদা	,,	,,	নামধেয়া।
ষষ্ঠী	,,	ইন্দ্রসাযুজ্যপ্রদা	,,	,,	ঐন্দ্রী।
সপ্তমী	,,	বিষ্ণুলোকপ্রদা	,,	,,	বৈষ্ণবী।
অষ্টমী	,,	শিবলোকপ্রদা	,,	,,	শাঙ্করী।
নবমী	,,	মহর্লোকপ্রদা	,,	,,	মহতী।
দশমী	,,	ধ্রুবলোকপ্রদা	,,	,,	ধ্রুবা।
একাদশী	,,	তপোলোকপ্রদা	,,	,,	মৌনী।
দ্বাদশী	,,	ব্রহ্মলোকপ্রদা	,,	,,	ব্রাহ্মী।

যে যে মাত্রা সাধন ও চিন্তা কালে প্রাণবিয়োগ হইলে, যেরূপ ফল হয় তাহা কথিত হইতেছে।

প্রথমায়ান্তু মাত্রায়াং যদি প্রাণৈর্ব্বিযুজ্যতে।
স রাজা ভারতে বর্ষে সার্ব্বভৌমঃ প্রজায়তে॥ ১১
দ্বিতীয়ায়াং সমুৎক্রান্তো ভবেৎ যক্ষো মহাত্মবান্।
বিদ্যাধরস্তৃতীয়ায়াং গন্ধর্ব্বস্তু চতুর্থিকাম্॥ ১২
পঞ্চম্যামথ মাত্রায়াং যদি প্রাণৈর্ব্বিযুজ্যতে।
ওষিতঃ সহ দেবত্বং সোমলোকে মহীয়তে॥ ১৩
ষষ্ঠ্যামিন্দ্রস্য সাযুজ্যং সপ্তম্যাং বৈষ্ণবং পদম্।
অষ্টম্যাং ব্রজতে রুদ্রং পশূনাঞ্চ পতিং তথা॥ ১৪
নবম্যাঞ্চ মহর্লোকং দশম্যাঞ্চ ধ্রবং ব্রজেৎ।
একাদশ্যাং তপোলোকং দ্বাদশ্যাং ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥১৫
অতঃ পরতরং শুদ্ধং ব্যাপকং নিষ্কলং শিবম্।
সদোদিতং পরং ব্রহ্ম জ্যোতিষামুদয়ো যতঃ॥ ১৬
অতীন্দ্রিয়ং গুণাতীতং মনো লীনং যদা ভবেৎ।
অনৌপম্যমভাবঞ্চ যোগযুক্তং তদাদিশেৎ॥ ১৭
তদ্যুক্তস্তৎমনাসক্তঃ শনৈর্মুঞ্চেৎ কলেবরম্।
সুস্থিতো যোগচারেণ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥ ১৮
ততো বিলীন পাশোঽসৌ বিমলঃ কেবলঃ প্রভুঃ।
তেনৈব ব্রহ্মভাবেন পরমানন্দ মশ্নুতে পরমানন্দ-
মশ্নুত ইতি॥ ১৯ (অথর্ব্ববেদান্তর্গত) নাদবিন্দুপনিষৎ।

কোন মাত্রার সাধন বা ধারণাকালে প্রাণবিয়োগ হইলে কিরূপ ফল হয়।

১মা	মাত্রা	ভারতের সার্ব্বভৌমত্ব প্রাপ্তি।	৭মা	মাত্রা	বিষ্ণুপদ প্রাপ্তি।
২য়া	„	মহত্ত্বসম্পন্ন যক্ষপদ প্রাপ্তি।	৮মী	„	রুদ্রত্ব প্রাপ্তি।
৩য়া	„	বিদ্যাধরত্ব প্রাপ্তি।	৯মী	„	মহর্লোক প্রাপ্তি।
৪র্থী	„	গান্ধর্ব্বলোক প্রাপ্তি।	১০মী	„	ধ্রুবলোক প্রাপ্তি।
৫মী	„	দেবদেহ ও চন্দ্রলোক প্রাপ্তি।	১১শী	„	তপোলোক প্রাপ্তি।
৬ষ্ঠী	„	ইন্দ্রসাযুজ্য প্রাপ্তি।	১২শী	„	শাশ্বত ব্রহ্ম প্রাপ্তি।

ওঙ্কারের ৫ম বর্ণ বিন্দুতে ধারণা কালে প্রাণ বিয়োগ হইলে শ্রেষ্ঠতর দ্বাদশ মাত্রার অতীত শুদ্ধ পরিব্যাপক মঙ্গলময় ও সর্ব্বদা প্রকাশমান পরম ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। এই পরম ব্রহ্ম দ্বারাই সমস্ত অন্তঃকরণ প্রকাশিত হয়। ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়, ত্রিগুণাতীত, নিরুপম এবং কল্পনাবিবর্জ্জিত বস্তু। সাধকের যখন এই ব্রহ্মে মন লীন হয়, তখন তাঁহাকে যোগযুক্ত বলিয়া জানিবে। সাধক ঈশ্বর পরায়ণ ও ঈশ্বরে সমাসক্তচিত্ত হইয়া সকল-বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগাচরণ দ্বারা কলেবরত্যাগ করিলে, সংসার-পাশ বিমুক্ত হইয়া জীবভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মভাবে লীন হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন।

ওঁকার গানের বিষয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথম শ্লোকেই আছে—

ওঁ ইতি এতদ্ অক্ষরং উদগীথং।

অর্থাৎ ওঁ এই অক্ষরটী গানের বিষয়। সুতরাং ওঙ্কারকে গান করিতে হইবে। গান করিতে হইলে, হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত, এই তিন প্রকার স্বরের উচ্চারণ জানা আবশ্যক। হ্রস্ব উচ্চারণে মনে করুন এক সেকেণ্ড সময় লাগে, দীর্ঘ উচ্চারণে দুই সেকেণ্ড লাগিবে এবং প্লুত

উচ্চারণে তিন সেকেণ্ড সময় লাগিবে। অথবা যথাক্রমে ২, ৪, ৬ সেকেণ্ড সময় লাগিবে। এই প্রকারে প্রণব গান করিবেন যথা ;—

হ্রস্ব। অ। উ। ম। ওহম্ দীর্ঘ। অ॥ উ॥ ম॥ ওহম্

প্লুত। অ॥। উ॥। ম॥ ওহম্

অথবা সঙ্গীতের সুবিধার জন্য নিম্নে প্রদর্শিত রূপে সঙ্গীতের সপ্ত গ্রামানুসারে গান করিলে অত্যন্ত মধুর গানে প্রাণ বিভোর হইবে। ইহাতে সঙ্গীত বিস্তার ও সঙ্গীত নিয়মের অধিক সাহায্য আবশ্যক। বৈদিক যুগে প্রণবের গান হইত। সুমধুর স্বরে এই প্রণব গীত হইলে তথায় ভগবানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। সে ভাব লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা কঠিন। তবে যাঁহারা পরম ভক্তদিগের মধুর প্রেমোন্মত্ত ভাবময় সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা কতক উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এইজন্য ভগবান নারদকে বলিয়াছিলেন ;—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥ নারদ পঞ্চরাত্র।

। একমাত্রা হরিঃ ওহম্ ॥ দ্বিমাত্রা হরিঃ ওহম্।
॥। ত্রিমাত্রা হরিঃ ওহম্। অর্দ্ধমাত্রা হরিঃ ওহম্।
× পাদমাত্রা হরিঃ ওহম্। () পাদার্দ্ধমাত্রা হরিঃ ওহম্।
পাদপাদার্দ্ধমাত্রা হরিঃ ওহম্।

স্বরের ষড়্‌জ-মধ্যম-গান্ধার বা ঘোর-মন্দ্র-তারকাখ্য যে তিনটী গ্রাম আছে তাহাদের অবস্থিতি স্থান নাভিদেশ, হৃদয়দেশ ও শিরোদেশ।

যথা—"নাভিমধ্যে স্থিতো ঘোরো মন্দ্রকো হৃদয়স্থিতঃ।
শিরোগত স্তথা তারস্ত্রয়ো গ্রামা ইমে স্মৃতাঃ।

প্রণব গানের বিষয় কেন ?

ব্রহ্মা।—(বৃহ বৃংহি বৃদ্ধৌ) ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী বৃহ ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি ও তুদাদি গণীয় এই ধাতুর অর্থ উদ্যম ; এই ধাতু হইতে এবং ঐ গণীয় বৃন্‌হ ধাতু হইতে ব্রহ্ম শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। বৃন্‌হ ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি এবং দীপ্তি। বৃন্‌হ ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে মন প্রত্যয় করিয়া ব্রহ্মশব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতেছেন, যাহার দীপ্তিতে ত্রিজগৎ উদ্ভাসিত, যিনি সমস্ত জগৎ অপেক্ষা বৃহৎ, যিনি অনন্তবল ও উদ্যমযুক্ত সেই পরমাত্মার নাম ব্রহ্মা।

বিষ্ণু,—(বিষ্‌ ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে স্নুক প্রত্যয়ে সিদ্ধ) বিষ্‌ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি ; যিনি চরাচর বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন। **যঃ বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি চরাচরং জগৎ সঃ বিষ্ণুঃ পরমাত্মা পরমেশ্বরঃ।** এমন কোন স্থান বা পদার্থ নাই যেখানে তাহার অস্তিত্ব নাই।

রুদ্র,—অদাদিগণীয় পরস্মৈপদী রুদ্‌ ধাতুর অর্থ রোদন ; রুদ ণিচ্‌ কর্ত্তৃবাচ্যে রক প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন। রোদন করান বলিয়া রুদ্র। মানবকে ত্রিবিধ তাপ প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্মুখী করেন। ইহাতেও তাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছা আছে, এইজন্য তাঁহার নাম শিব হইয়াছে।

এই তিনই আদি দেবতা—এই তিনের উপাসনা প্রণব গানের দ্বারা সংসাধিত হয়। ওঁকার মধ্যে অ উ ম এই যে তিনটী অক্ষর আছে, তাহাদের অর্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র। ঐ তিন শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থ জানিলে সহজে এই প্রশ্নের উত্তর উপলব্ধি করা যাইবে।

প্রণব ও প্রণবোচ্চারণ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য।

শব্দই ব্রহ্ম ; শব্দের উৎপত্তি আকাশ হইতে। মানবের হৃদয়েও আকাশ আছে। শব্দের অন্যতর নাম নাদ। মানবদেহে যে স্থান হইতে নাদ বা শব্দ উত্থিত হয়, তাহাকে নাদ-চক্র কহে। জ্যোতিষে

এই নাদচক্রের অধিপতি সূর্য্য। ললাটে যে আরএকটী চক্র বিদ্যমান, তাহাই বিন্দুচক্র নামে অভিহিত হয়। এই বিন্দুচক্রের অধিপতি চন্দ্রমা। বিন্দুচক্র অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি ঁ। ইহাই যোগিগণের ধ্যেয় বস্তু। শিব একজন প্রধান যোগী, এই জন্য তাঁহার নাম যোগীন্দ্র। তাঁহার ললাট-দেশে ঁ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি জ্ঞানচক্ষু রূপে তৃতীয় নয়ন বিরাজিত থাকায় তাঁহাকে চন্দ্রশেখর বলা হয়।

নাদ বা শব্দকেই ঘোষ এবং বিন্দুকেই প্রণব বলে। নাদচক্র হইতে ওঙ্কার উত্থিত হইয়া বিন্দুচক্রে সমাপ্তি হয়। যথা ;--

নাভেরূর্দ্ধং হৃদিস্থানান্মারুতঃ প্রাণসংজ্ঞকঃ।
নদতি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তে তেন নাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

নাভিদেশের উর্দ্ধভাগ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত স্থানের বায়ুর প্রাণসংজ্ঞা হয় অর্থাৎ উক্ত বায়ুকে প্রাণবায়ু কহে। শব্দ নাভিদেশ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত উত্থিত হয় বলিয়া শব্দের "নাদ" সংজ্ঞা হইয়াছে।

আকাশাগ্নি মরুজ্জাতো নাভেরূর্দ্ধং সমুচ্চরন্।
মুখেঽভিব্যক্তমায়াতি যঃ স নাদ ইতীরিতঃ॥

নাভিদেশের উর্দ্ধভাগে আকাশ ও প্রাণ বায়ু অবস্থিত, নাভিদেশে অগ্নি বিদ্যমান। উক্ত আকাশ, বায়ু ও অগ্নি দ্বারা যে শব্দ উত্থিত হইয়া মুখদ্বার দিয়া ব্যক্ত হয়, তাহাকে নাদ কহে। এই যে নাদের বিষয় উক্ত হইল, ইহা সাধারণতঃ দুই প্রকার ; প্রথম জীবদেহ সমুত্থিত ; দ্বিতীয় অজীব দেহ সমুৎপন্ন। যেখান হইতেই নাদ উত্থিত হউক, নাদোৎপত্তির মূল কারণ আকাশ, অগ্নি ও বায়ু। যথা—

আদ্যঃ কায়ভবো বীণাদি ভবস্তু দ্বিতীয়কঃ।
তৃতীয়োঽপি চ বংশাদি ভব ইত্থং ত্রিধা মতঃ॥
যদুক্তং ব্রহ্মণঃ স্থানং ব্রহ্মগ্রন্থিশ্চ যো মতঃ।

তন্মধ্যে সংস্থিতঃ প্রাণঃ প্রাণাদ্বহ্নি সমুদ্ভবঃ॥
বহ্নিমারুতসংযোগান্নাদঃ সমুপজায়তে।
ন নাদেন বিনাগীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ।
ন নাদেন বিনা রাগস্তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ॥
ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ।
নাদরূপং পরং জ্যোতির্নাদরূপী পরং হরিঃ॥

ইতি সঙ্গীত দামোদরে।

নাদ বা শব্দ তিন প্রকার—আদি বা প্রথম নাদ কায়ভব অর্থাৎ দেহ হইতে সমুৎপন্ন, দ্বিতীয় বীণাদি সঙ্গীত-যন্ত্র সমুদ্ভব এবং তৃতীয় বংশ ও কাষ্ঠাদি সমুদ্ভব। হৃদয় মধ্যে যাহাকে ব্রহ্মস্থান বা ব্রহ্মগ্রন্থি বলে, তাহার মধ্যেই প্রাণ অবস্থিত, এবং প্রাণ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া বায়ু সংযোগে শব্দ বা নাদ সমুদ্ভব হয়। নাদ ভিন্ন গীত হইতে পারে না, নাদ ভিন্ন স্বরের উচ্চারণ হয় না, নাদ ভিন্ন রাগ রাগিণী হইতে পারে না, তজ্জন্য জগৎকে নাদাত্মক কহে। নাদ ভিন্ন জ্ঞান সঞ্চার হয় না, নাদ ভিন্ন শিব বা ব্রহ্ম থাকেন না, পরমজ্যোতিঃ ব্রহ্ম নাদ বা শব্দরূপে বর্ত্তমান থাকেন এবং পরম হরি বা বিষ্ণুও নাদরূপী। শব্দই ব্রহ্ম ইহাই বিস্তৃতভাবে প্রমাণিত হইল।

ব্রহ্মস্বরূপঘোষ বিশেষকে নাদ কহে। যথা,—

সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদস্তস্মাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥
নাদো বিন্দুশ্চ বীজঞ্চ স এব ত্রিবিধো মতঃ।
ভিদ্যমানাৎ পরাদ্ বিন্দোরুভয়াত্মারবোঽভবৎ॥
স রবঃ শ্রুতিসম্পন্নঃ শব্দো ব্রহ্মাভবৎ পরম্।
বিন্দুঃ প্রণবঃ স চ বীজঞ্চ সর্ব্ববর্ণ প্রভবত্বাৎ॥

তথাচ, সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মণ্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।

হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্বিভাব্যতে॥

ততোঽভূত্ত্রিবেদোঙ্কারো যোঽব্যক্তঃ প্রভবঃ স্বরাট্।

ততোঽক্ষরসমাম্নায়মসৃজদ্ভগবানজঃ॥ ইতি ভাগবতম্।

সচ্চিদানন্দ-বিভব সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের অসীম শক্তি আছে। সেই শক্তি হইতেই নাদ উৎপন্ন হয়, এবং শব্দ হইতে বিন্দু সমুদ্ভব হইয়া থাকে। নাদ, বিন্দু এবং বীজ এই তিন প্রকারে উক্ত শক্তি বিদ্যমান। পরম ব্রহ্ম স্বরূপ বিন্দু ভেদ করিয়া উভয়াত্মা রব রূপে প্রকাশিত। সেই রবই বেদবিহিত শব্দ ব্রহ্ম স্বরূপ। বিন্দু, প্রণব ও বীজ সর্ব্ব বর্ণ হইতে উৎপন্ন।

পরব্রহ্মে সমাহিত চিত্ত ব্যক্তি সমস্ত মানসিক বৃত্তিকে রোধ করিলে বুঝিতে পারেন, যে হৃদয়ের মধ্যস্থিত আকাশ হইতে নাদ উৎপন্ন হয়; সেই নাদ হইতেই ত্রিবেদ সান্নহিত ওঙ্কার সমুৎপন্ন হয়; যে ওঙ্কার অব্যক্ত কারণ এবং উৎপাদক স্বরূপ স্বয়ং জ্যোতিঃ, সেই ওঙ্কার হইতে ভগবান অজ বেদ সৃজন করিয়াছেন।

প্রণবোচ্চারণ ও প্রণব অভ্যাস প্রণালী।

এবমার্ষাদিকং স্মৃত্বা তত ওঙ্কারমভ্যসেৎ।

সার্দ্ধং ত্রিমাত্রমুচ্চার্য্য দীর্ঘঘণ্টা নিনাদবৎ॥ ব্যাসঃ।

অন্বয়। এবং ঋষি আদিকং স্মৃত্বা তত সার্দ্ধং ত্রিমাত্রং ওঙ্কারং দীর্ঘ ঘণ্টা নিনাদবৎ উচ্চার্য্য অভ্যসেৎ।

প্রণবের ঋষি ব্রহ্মা, দেবতা অগ্নি ইত্যাদি স্মরণ করিয়া সার্দ্ধ ত্রিমাত্র ওঙ্কারকে বৃহৎ ঘণ্টা ধ্বনির ন্যায় (ঢং ঢং ঢং ইত্যাকার ওঁ ওঁ ওঁ শব্দ করিয়া) জোরে উচ্চারণ করতঃ অভ্যাস করিবে।

যোগি যাজ্ঞবল্ক্যও "দীর্ঘ ঘণ্টা নিনাদবৎ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কার্য্যারম্ভে মন্ত্রোচ্চারণ ও পূজা পাঠাদি কালে এইরূপ ব্যবস্থা; ধ্যানাদি কালে মনে মনে উচ্চারণ করিতে হইবে, ওষ্ঠাধর কম্পিত হইবে না।

প্রণব আবাহন।

"শুক্লা চাগ্নিমুখী দিব্যা কাত্যায়নসগোত্রজা।
ত্রৈলোক্যবরণা দিব্যা পৃথিব্যাধারসংযুতা॥
অক্ষসূত্রধরা দেবী পদ্মাসনগতা শুভা।

ওঁ তেজজোঽসি মহোঽসি বলমসি ভ্রাজোঽসি দেবানাং ধামনামসি। বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুঃ ওঁ অভি ভূঃ। আগচ্ছ বরদেদেবি জপ্যে মে সন্নিধৌ ভব॥"

শুক্লবর্ণা, জ্যোতিঃস্বরূপা, দিব্যসৌন্দর্য্যযুক্ত-মধুর-ভাবাপন্না, কাত্যায়ন ঋষির সগোত্রজা তুমি কাত্যায়নী দুর্গা, তুমি সূর্য্য-প্রভা, তুমি ত্রিলোকের আরাধ্যা দেবি, সমস্ত ত্রিলোক তোমায় বরণ করিয়া থাকে, তুমি পৃথিবীর আধার সংযুক্তা অক্ষসূত্রধারিণী দেবী, তুমি সপ্তদ্বীপা পৃথিবীরূপ আসনে উপবিষ্টা, তুমি সমস্ত বিশ্বের মঙ্গলদায়িনী দেবী, অয়ি ওঁকাররূপিণী জগজ্জননি, তুমি তেজঃস্বরূপা, তুমি যজ্ঞস্বরূপা, তুমি উৎসব স্বরূপা, তুমি বল স্বরূপিনী, তুমি দীপ্তি স্বরূপিনী, তুমি বিশ্ব, তুমি বিশ্বায়ু, তুমি দেবধাম! হে বরদে দেবি! হৃদয়-মন্দিরে অধিষ্ঠান কর। হে ভক্তবৎসলে! হে করুণা নিদান স্বরূপিণী—করুণা করিয়া আমার জপে সন্নিহিত হও। ক্ষণকালের জন্য আমার মন তোমার চরণে আকৃষ্ট কর। ২১৫ অঃ অগ্নিঃ।

অক্ষসূত্র ধারিণীর প্রকৃত অর্থ—যিনি সূর্য্যান্তর্বর্ত্তী হইয়া সৌর-জগতের সমস্ত গ্রহনক্ষত্রকে স্বীয় আকর্ষণ শক্তিরূপ অনির্ব্বচনীয় নিয়মে ও জ্যোতিঃ সূত্রে ধারণ করিয়া আছেন। আত্মাশক্তির এই অপূর্ব্ব মহিমাই ধ্যান ধারণায় বিষয়।

প্রণবই গুণত্রয়ের বীজ।

প্রণবের অপর নাম বেদাদি। কারণ বেদ প্রণয়নের পূর্ব্বে একমাত্র প্রণবই ছিল। প্রণব হইতে বেদের উৎপত্তি—এই জন্য প্রণবকে বেদাদি

বলে। প্রণবের মধ্যে গুণত্রয় সন্নিহিত। গুণত্রয়ই জগতের মূলীভূত কারণ। গুণত্রয়ের বিকাশেই জগতের বিকাশ। গীতোক্ত একটী শ্লোক হইতে নিম্নে গুণ বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ গীতা ৩।২৮।

অন্বয়। তু (হে) মহাবাহো! গুণকর্ম্ম বিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে।

কিন্তু হে মহাবাহো! গুণ বিভাগ ও কর্ম্ম বিভাগের তত্ত্ব যিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনি গুণ সমূহ যে বিষয় সমূহকে ভোগ করিতেছে, ইহা অবগত হইয়া অহং কর্ত্তা এই অভিমান ত্যাগ করেন।

গুণকর্ম্মতত্ত্ববিৎ কাহাকে বলা যায়?

আদিতে এক ব্রহ্ম, তিনি নির্গুণ নির্ব্বিকল্প। তৎপরে সগুণ ও সবিকল্প ব্রহ্ম হইলেন এবং মায়া বা প্রকৃতিযুক্ত হইলে তাঁহার উপাধি হইল মহেশ্বর। মায়া বা প্রকৃতির সাহায্যে তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিলেন। এক এক ব্রহ্মাণ্ডের এক একজন ঈশ্বর সৃজন করিলেন। এই ঈশ্বর ত্রিগুণাত্মক—রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ এই তিনটী গুণ তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে। যথাক্রমে উক্ত গুণত্রয়ের অধিপতি হইলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র।

ঈশ্বরের শক্তিই মায়া বা প্রকৃতি। প্রকৃতিই উক্ত গুণত্রয় বিশিষ্টা। গুণের সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি নাই; গুণের বৈষম্যে সৃষ্টি।

উহাই ত্রিশক্তি নামে অভিহিত হয়। সকল দেশে সকল ধর্ম্মেই উক্ত ত্রিশক্তির (*Trinity*র) উল্লেখ দেখা যায়।

রজোগুণ বা ক্রিয়াগুণ + সত্ত্বগুণ বা সাম্যগুণ + তমোগুণ বা জাড্যগুণ = ত্রিশক্তি = প্রকৃতি পুরুষ = ঈশ্বর।

এই তিন গুণেই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের কীটাণু হইতে সমস্ত জাগতিক বস্তুর বিকাশ বৃদ্ধি ও ক্ষয় হইতেছে। বিজ্ঞান সাহায্যে উপলব্ধি হয় যে বিকাশের পূর্ব্বাভাষ বিকাশ, বৃদ্ধি, ক্ষয় এই ত্রিশক্তির সাম্যাবস্থা। ইহাদের মধ্যে বৈষম্য ঘটিলেই পুনরায় বিকাশ হইবে। বিকাশের পূর্ব্বে উক্ত শক্তিত্রয় অব্যক্ত। পরে স্পন্দন জনিত ক্রম বিকাশ। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে ত্রিবিধ শক্তি। এই শক্তিত্রয় প্রতিনিয়ত ভ্রাম্যমান। সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণ কেবল মনুষ্য মধ্যে নহে, সর্ব্বজীবে সর্ব্ব বৃক্ষাদি লতা মধ্যে, এবং বস্তুতে বর্ত্তমান আছে। বৃক্ষটী অঙ্কুরিত হইল রজোগুণে, বর্দ্ধিত হইল সত্ত্বগুণে, ধ্বংস হইল তমোগুণে। জ্ঞাননেত্রে দৃষ্টি করিলে প্রত্যেক পদার্থে গুণত্রয়ের দর্শন পাওয়া যায়। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে কোন্ গুণের কি কার্য্য তাহা লিখিত হইয়াছে। প্রীতি,ধৃতি,স্মৃতি ও অসন্দেহ সত্ত্বগুণের ; কাম, ক্রোধ,লোভ,মোহ মাৎসর্য্য, ভয় এবং আয়াস রজোগুণের এবং অনার্য্যতা, মান, দর্প, শোক ও বিষাদ তমোগুণের কার্য্য।

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিকারক বস্তু—শাস্ত্র, জল, প্রজা, দেশ, কাল, কর্ম্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র, ও সংস্কার। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইলে রজঃ ও তমোগুণের বৃত্তি নাশ হয়। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইলে ভগবদ্ভক্তি আসে। দেহীর দেহে গুণত্রয় বর্ত্তমান আছে। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করিতে পারিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির এক মাত্র উপায়। ভাগবতে, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে এবং অষ্টাবক্র-সংহিতাদি গ্রন্থে এই সকল বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। গুণকর্ম্ম-বিভাগ-তত্ত্ব ধারণা অতীব কঠিন ব্যাপার। ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ, ঈশ্বর প্রীতি, জপ, হোম, ধ্যান, ধারণা এবং প্রাণায়াম করিতে করিতে মনের চাঞ্চল্য দূর হইয়া মন প্রশান্ত ভাব ধারণ করিলে গুণ-বিষয়ক সমস্ত জ্ঞান মনে ভাসিয়া উঠে। তত্ত্ব কি তাহা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রণব সাধনায় সমস্ত তত্ত্বের বিকাশ হয়।

প্রকৃত তত্ত্ব একটী। তিনিই ব্রহ্ম, তিনি অদ্বিতীয়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া সংযোগে সৃষ্টির পরে সেই এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব বহু তত্ত্বে পরিণত হয়েন। প্রাচীন গ্রন্থ নিচয় মধ্যে ইহার সংখ্যার বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কোন মতে তত্ত্ব ২৪টী, কোন মতে ৩৬টী এবং কোন মতে ৯৬টী।

সাংখ্যমতে ২৪টী।

১। মূল প্রকৃতি তত্ত্ব ১, ২। মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধিতত্ত্ব) ১, ৩। অহংকার তত্ত্ব ১, ৪। মনস্তত্ত্ব ১, ৫। পঞ্চতন্মাত্রা তত্ত্ব ৫ (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ) ৬। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ৫ (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক), ৭। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ৫ (বাক্, পাণি, পাদ, বায়ু, উপস্থ), ৮। পঞ্চভূত ৫ (ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম)।

মতান্তরে ২৪টী।

১। পঞ্চপ্রাণ ৫ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান), ২। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ৫, ৩। পঞ্চতন্মাত্রা ৫, ৪। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ৫, ৫। মনস্তত্ত্ব ১ ৬। অহংকার তত্ত্ব ১, ৭। চিত্ত তত্ত্ব ১ ৮। বুদ্ধি তত্ত্ব ১।

৩৬টী তত্ত্ব।

১। পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব ২৪, ২। অবস্থাত্রয় (জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত) ৩, ৪। পঞ্চীকৃত ভূত ৫, ৫। প্রকৃতি তত্ত্ব ১, ৬। দেহত্রয় (স্থূল সূক্ষ্ম কারণ) ৩।

৯৬টী তত্ত্ব।

১। ঈশ্বর, ২। প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ, ৩। ব্রহ্মা, ৪। ইন্দ্র, ৫। রুদ্র, ৬। সূর্য্য, ৭। প্রচেতা, ৮। চন্দ্র, ৯। উপেন্দ্র, ১০। অগ্নি, ১১। অশ্বিনা, ১২। যম, ১৩। বায়ু, ১৪। দিক্, ১৫। উপেক্ষা, ১৬। মৈত্রী, ১৭। করুণা, ১৮। মুদিতা, ১৯। অবধারণা, ২০। অভিমান, ২১। অধ্যবসায়, ২২। সঙ্কল্প, ২৩। বচন, ২৪। আদান, ২৫। গমন, ২৬। বিসর্গ, ২৭। আনন্দ, কর্ম্মত্রয় ২৮। প্রারব্ধ, ২৯। অর্জ্জিত, ৩০। আগামী, গুণত্রয় ৩১। সত্ত্ব

৩২। রজঃ, ৩৩। তমঃ, জীবত্রয়—৩৪ বিশ্ব, ৩৫। তৈজস, ৩৬। প্রাজ্ঞ ষড়্‌রিপু—৩৭। কাম, ৩৮। ক্রোধ, ৩৯। লোভ, ৪০। মোহ, ৪১। মদ, ৪২। মাৎসর্য্য, ষট্‌ ধাতু বা কোষ—৪৩। ত্বক্‌, ৪৪। রক্ত, ৪৫। মাংস, ৪৬। মেদ, ৪৭। অস্থি, ৪৮। মজ্জা, ষড়ূর্ম্মি—৪৯। অশনা, ৫০। পিপাসা, ৫১। শোক, ৫২। মোহ, ৫৩। জরা, ৫৪। মৃতি, ষড়্‌ভাব—৫৫। বিকৃতি, ৫৬। পরিণাম, ৫৭। ক্ষয়, ৫৮। নাশ। ৫৯। মুক্তি, ৬০। নির্ব্বাণ। এবং পূর্ব্বোক্ত ছত্রিশটী এই সমস্ত তত্ত্ব যিনি সম্যকরূপে অবগত তিনিই গুণকর্ম্ম তত্ত্বাবৎ।

এই গ্রন্থের ৮ পৃষ্ঠায় ব্যাকরণ-সূত্র সম্বন্ধে বক্তব্য।

আমরা ব্যাকরণের সন্ধ্যক্ষর সম্বন্ধে যে নিয়ম উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা প্রচলিত ব্যাকরণের নিয়মের সহিত পার্থক্য হওয়ায়, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। কলাপ ব্যাকরণের টীকায় আছে—একারৈকারয়োঃ পূর্ব্বভাগ অ-কারঃ পরভাগ ই-কারঃ। ওকারৌকারয়োঃ পূর্ব্বভাগ অ-কারঃ পরভাগ উ-কারঃ। ইকার ও ঈকার এবং উকার ও ঊকার এক এক জাতীয়। কারণ স্বর পঞ্চ যথা—

(১) অস্বর=অ আ, (২) ঈস্বর=ই ঈ (৩) উস্বর=উ ঊ (৪) ঋস্বর=ঋ ৠ (৫) ঌস্বর=ঌ ৡ। স্বরের গুণ ও বৃদ্ধি সম্বন্ধে ব্যাকরণের যে নিয়ম আছে, তাহা বৈয়াকরণিকেরা সন্ধ্যক্ষর সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন নাই। অগ্রে বর্ণের উৎপত্তি, তৎপরে ভাষার উৎপত্তি এবং তৎপরে ব্যাকরণ প্রণয়ন হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। পূর্ব্বে ব্যাকরণানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে "ঐ"র পরিবর্ত্তে "অই" এবং "ঔ"র স্থলে "অউ" লেখার প্রথা ছিল। আর এককথা—"ঋ"কার ও "ঌ"কারকে অর্দ্ধস্বর কেন বলা হয়না? ঋ=র+ই এবং ঌ=ল+ই। উহাদের উচ্চারণ হইতেই বুঝা যায়, উহারা অর্দ্ধ স্বর বা মিশ্র স্বর। এস্থলে ইহা আলোচ্য নহে। সুধিগণের উপর ইহার মীমাংসার ভার ন্যস্ত হইল।

ওঁ

দ্বিতীয় অঙ্গ।

ব্যাহৃতি তত্ত্ব।

১। ব্যাহৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ।

বি+আ+হৃ ধাতু ভাবে ক্তি প্রত্যয়। আ পূর্ব্বক হৃ ধাতুর অর্থ আহরণ, "বি" যোগে বিশেষরূপে যাহা আহৃত হইয়াছে এইরূপ মন্ত্র বিশেষকে বুঝায়। ভূঃভুবঃ স্বঃ এই তিনটী প্রধান ব্যাহৃতি বা মহাব্যাহৃতি।

ভূর্ভুবঃ স্বস্তথা পূর্ব্বং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।

ব্যাহৃতা জ্ঞানদেহেন তেন ব্যাহৃতয়স্মৃতাঃ ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

যেহেতু পূর্ব্বকালে স্বয়ং ব্রহ্মা, সমুদায় বিশ্ব যে ভূর্ভুবঃস্বঃ তাহাকে জ্ঞান-দেহরূপে ব্যাহৃত অর্থাৎ ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই হেতু ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিনটীর নাম ব্যাহৃতি হইয়াছে। যেহেতু ঐ তিন শব্দের দ্বারা পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গ এই লোকত্রয় ব্যাহৃত অর্থাৎ ব্যক্ত হইয়াছে। তজ্জন্য ঐ তিনটী মন্ত্র ঈশ্বরের প্রতিপাদক হয়েন।

২। গায়ত্রী মন্ত্রসহ পাঠ্য সপ্ত ব্যাহৃতি।

১। ওঁ ভূঃ; ২। ওঁ ভুবঃ; ৩। ওঁ স্বঃ; ৪। ওঁ মহঃ; ৫। ওঁ জনঃ; ৬। ওঁ তপঃ; ৭। ওঁ সত্যং।

সপ্ত ব্যাহৃতি ওঙ্কার যুক্ত করিয়া পাঠের বিধান আছে।

যোগি যাজ্ঞবল্ক্য কৃত সপ্ত ব্যাহৃতির ব্যাখ্যা।

১। ভবন্তি চাস্মিন্ ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।

তস্মাদ্ভূরিতি বিজ্ঞেয়া প্রথমা ব্যাহৃতিঃ স্মৃতা ॥

২। ভবন্তি ভূয়ো লোকানি উপযোগক্ষয়ে পুনঃ।

কল্পান্তে উপভোগায় ভুবস্তস্মাৎ প্রকীর্ত্তিতঃ।

৩। শীতোষ্ণবৃষ্টিতেজাংসি জায়ন্তে তানি বৈ সদা।
আলয়ঃ সুকৃতানাঞ্চ স্বর্লোকঃ স উদাহৃতঃ॥

৪। অধরোত্তরলোকেভ্যো মহাংশ্চ পরিমাণতঃ।
হৃদয়ং সপ্তলোকানাং মহস্তেন নিগদ্যতে॥

৫। কল্পদাহে প্রলীনাস্তু প্রাণিনস্তু পুনঃ পুনঃ।
জায়ন্তে চ পুনঃ স্বর্গে জনস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥

৬। সনকাদ্যাস্তপঃ সিদ্ধা যে চান্যে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
অধিকারনিবৃত্তাস্তু তিষ্ঠন্ত্যস্মিংস্তপস্ততঃ॥

৭। সত্যস্তু সপ্তলোকা বৈ ব্রহ্মণঃ সদনন্ততঃ।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব লোকানাং মূর্দ্ধ্নি সন্তিষ্ঠতে সদা॥

৮। জ্ঞানকর্ম্মপ্রতিষ্ঠানাং তথা সত্যস্য ভাষণাৎ।
প্রাপ্যতে চোপভোগার্থং প্রাপ্য ন চ্যবতে পুনঃ।
তৎসত্যং সপ্তমো লোকস্তস্মাদূর্দ্ধং ন বিদ্যতে॥

স্থাবর-জঙ্গমাদি ভূত সকল এই ভূর্লোকে জন্মায় বলিয়া ইহাকে প্রথম ব্যাহৃতি কহে। পুন ভোগক্ষয়ে লোক সকল পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে এবং উপভোগের নিমিত্ত তাহাদের প্রলয় হেতু দ্বিতীয় লোক ভুবর্লোক বলিয়া প্রকীর্ত্তিতঃ।

শীত, উষ্ণ, বৃষ্টি ও রৌদ্র সর্ব্বদা যে লোকে বর্ত্তমান তাহাই সুকৃতি-শালী মহাত্মাগণের আলয় স্বরূপ স্বর্লোক বলিয়া কথিত হয়।

সপ্তলোকের মধ্যে নিম্নে তিন ঊর্দ্ধে তিন লোক পরিমাণ করিয়া মধ্যস্থলে সপ্তলোকের হৃদয় স্বরূপ মহর্লোক বিরাজিত।

যে সকল লোকের কল্পান্তে লয় হয়, তাহারা পুনঃ পুনঃ স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করার নিমিত্ত পঞ্চম লোককে জনলোক কহে।

সনকাদি ঋষিগণ ও ব্রহ্মার অন্য তনয়গণ অধিকার নিরত হইয়া এই লোকে বাস হেতু ইঁহা তপলোক নামে অভিহিত হয়।

তদনন্তর ব্রহ্মার সদন সপ্তলোক, সদা সকল লোকের উপরে অবস্থিত। জ্ঞানকর্ম্ম ও সত্যভাষণ দ্বারা প্রতিষ্ঠালব্ধ মহাত্মারা উপভোগের জন্য এই লোক প্রাপ্ত হয়েন। এই লোক হইতে তাঁহাদের পতন হয় না।

শ্রীমৎ পরমহংস দয়ানন্দ সরস্বতী কৃত ব্যাহৃতি-ব্যাখ্যা।

১। ভূঃ＝"ভূরিতি বৈ প্রাণঃ"।

"যঃ প্রাণয়তি চরাচরং জগৎ স ভূঃ স্বয়ম্ভু ঈশ্বরঃ" ॥

যিনি সমস্ত জগতের জীবনাধার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ও স্বয়ম্ভু সেই প্রাণবাচক পরমাত্মা দেবের নাম "ভূ"।

২। ভুবঃ＝"ভুবরিতি অপানঃ"।

"যঃ সর্ব্বং দুঃখমপানয়তি সোঽপানঃ ॥"

যিনি সকল দুঃখ বর্জ্জিত ও যাঁহার সঙ্গ লাভে জীবের সকল দুঃখ ত্যাগ হইয়া যায়, সেই পরমেশ্বরের নাম "ভুবঃ"।

৩। স্বঃ＝"স্বরিতি ব্যানঃ"।

যঃ বিবিধং জগদ্ ব্যানয়তি ব্যাপ্নোতি স ব্যানঃ" ॥

যিনি নানাপ্রকার জগতে ব্যাপক হইয়া সমস্ত ধারণ করিতেছেন, সেই পরম ব্রহ্মের নাম "স্বঃ"।

৪। মহঃ＝"সর্ব্বেভ্যো মহান্ সর্ব্বৈ পূজ্যশ্চ।"

সকলের শ্রেষ্ঠ ও সকলের পূজ্য পরমাত্মা "মহঃ"।

জনঃ＝"সর্ব্বেষাং জনকত্বাজ্জনঃ পরমেশ্বরঃ"।

সকলের উৎপাদক হেতু পরমেশ্বর "জনঃ"।

তপঃ＝"দুষ্টানাং সন্তাপকারকত্বাৎ

স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ তপঃ ঈশ্বরঃ"।

দুষ্টের দমনকারী ও জ্ঞানময় পরমাত্মা "তপঃ" নামে অভিহিত।

সত্যং=যদবিনাশী যস্য কদাচিদ্ বিনাশো

ন ভবেৎ তৎ সত্যং ব্রহ্মব্যাপকং।

যিনি অবিনাশী অর্থাৎ যাঁহার কখন বিনাশ হয় না, সেই সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বরের নাম সত্য। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মং। ইতি তৈত্তীরিয়ে।

ওঙ্কারযুক্ত ব্যাহৃতি জপ্য। ব্যাস বলিয়াছেন যে ব্যাহৃতি ওঙ্কার যুক্ত করিয়া জপ করিবে। যথা—ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ইত্যাদি।

ভূরাদ্যাশ্চৈব সত্যান্তাঃ সপ্ত ব্যাহৃতিয়স্তু যাঃ।

লোকাস্ত এব সপ্তৈতে উপর্য্যুপরিসংস্থিতাঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ভূঃ হইতে সত্য পর্য্যন্ত সপ্তলোক উপর্য্যুপরি সংস্থিত।

ওঁ

৭ ওঁ সত্যং ৭

৬ ওঁ তপঃ ৬

৫ ওঁ জনঃ ৫

৪ ওঁ মহঃ ৪

৩ ওঁ স্বঃ ৩

২ ওঁ ভুবঃ ২

১ ওঁ ভূঃ ১

সপ্ত ব্যাহৃতি

জপকালে এইটী সম্মুখে রাখিয়া ইহার চিন্তা করিতে করিতে জপ করিলে মনোমধ্যে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত হইবে।

ব্যাহৃতি জপের ফল।

এতাস্তু ব্যাহৃতীঃ সপ্ত যঃ স্মরেৎ পাপসংযমে।
উপাসিতং ভবেত্তেন বিশ্বং ভুবনসপ্তকম্‌॥
সর্ব্বেষু চৈব লোকেষু কামচারশ্চ জায়তে।
এষা লোকবতীজ্ঞেয়স্তনুরাদ্যা প্রজাপতেঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

পাপ সংযম নিমিত্ত যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত সপ্ত ব্যাহৃতি স্মরণ করেন, তৎ কর্ত্তৃক সপ্ত লোকাত্মক বিশ্ব উপাসিত হইয়া থাকে। সেই ব্যক্তি সমস্ত লোক স্ব ইচ্ছায় ভ্রমণ করিতে পারেন। এই সপ্ত লোকই প্রজাপতির আদি শরীর স্বরূপ বলিয়া বিদিত।

পুরা কল্পে সমুৎপন্না ভূ র্ভুবঃ স্বঃ সনাতনাঃ।
মহাব্যাহৃতয়স্তিস্র সর্ব্বাসুরনিবর্হনাঃ॥
প্রধানং পুরুষঃ কালো ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
সত্ত্বংরজস্তমস্তিস্রঃ ক্রমাদ্ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ॥ কূর্ম্মপুরাণে।

"ভূঃ ভুবঃ স্বঃ" সমস্ত অসুর গণের বিনাশক. এই তিন সনাতন মহাব্যাহৃতি পুরা কল্পে সমুৎপন্না হইয়াছেন। প্রধান, পুরুষ এবং মহা কাল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়কেই যথাক্রমে মহাব্যাহৃতি বলে। পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাত অর্থজ্ঞান সহকারে নিম্ন প্রদিষ্ট মতে মহাব্যাহৃতি জপ করা বিধেয়।

ওঁ। ভূ র্ভুবঃ স্বঃ। ওঁ।
ওঁ। ভূ র্ভুবঃ স্বঃ। ওঁ।
ওঁ। ভূ র্ভুবঃ স্বঃ। ওঁ।

তিনবার, ছয়বার, নয়বার বা যতবার ইচ্ছা জপ করিতে পারেন। জপ করিতে করিতে এমন একটী আনন্দ জন্মিবে যে জপ বহুক্ষণ ধরিয়া চলিবে, সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া জপ্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা বিধেয়।
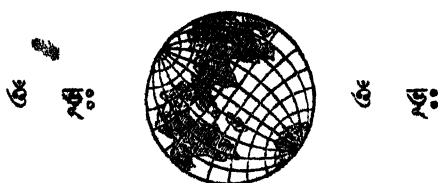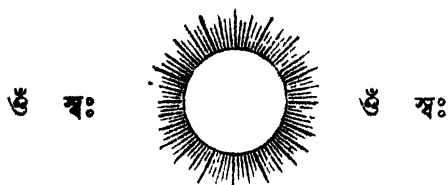
মহাব্যাহৃতি।

জপকালে এইটী সম্মুখে রাখিয়া ইহার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে জপ করিলে হৃদয়ে বিষয়টী সহজে প্রতিফলিত হইবে। স্থূল হইতে সূক্ষ্মে যাওয়া যাইবে। ইহার স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ অবস্থাত্রয় মনে জাগিবে।

জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বহুপ্রকার গণনা থাকিলেও তিনটী বিষয়ের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। সেই তিনটী বিষয়—লগ্ন, চন্দ্র ও রবি। লগ্নই পৃথিবী

এবং জীবের স্থূল দেহ, চন্দ্র জীবের মন এবং সূর্য্য আত্মা। সুতরাং এই তিনটী "ভূর্ভুবঃ স্বঃ"। এই তিনটীই আরাধ্য এবং আলোচ্য বিষয়। এই তিনটীর সহিত অপর পাঁচটী গ্রহের সম্বন্ধ দ্বারা জাগতিক সমস্ত শুভাশুভ কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। ইহা জ্ঞান-নেত্রে দর্শন হইয়া থাকে। জ্যোতিষ বেদের অন্যতম অঙ্গ। ইহার দ্বারা সূক্ষ্ম জ্ঞান ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি লাভ হয়। কিন্তু পরমহংস শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী সদৃশ মহাপুরুষগণও এই শাস্ত্রের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। তাহার কারণ ইহার মধ্যে ব্যবসাদারী ও প্রতারণা প্রবিষ্ট হইয়াছে। অসাব গুরু-গম্ভীর পদবী গ্রহণে ও চতুরতা সহকারে সাধারণ লোক সকলের চক্ষে ধূলি প্রদত্ত হইতেছে। জ্যোতিষের দুইটিবিভাগ আছে। একটী আধ্যাত্মিক (Esoteric), ইহার দ্বারা সমস্ত সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়; মনকে যোগের পথে, জ্ঞানের পথে, ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়। অপরটী আধিভৌতিক বা স্থূল বিষয় সংক্রান্ত এবং জীবের সাংসারিক সুখ দুঃখ বিষয় জ্ঞাপক; ইহাকে ইংরাজিতে এক্সোটারিক (Exoteric) কহে। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এরূপ বেদাঙ্গ বিদ্যাকে ব্যবহার দোষে ঘৃণার্হ করিয়াছে। এক জ্যোতিষালোচনায় গণিত, সাহিত্য, কাব্য ব্যাকরণাদি বহু বিস্তার আলোচনা হইতে পারে।

সপ্ত আবরণে আবৃত হইয়া ভগবান বিরাজিত। জগতের সপ্ত মূলতত্ত্বই জগতের সপ্ত আবরণ স্বরূপ। সপ্ত আবরণ যথা;—১। ক্ষিতি; ২। অপ্; ৩। তেজ; ৪। বায়ু; ৫। আকাশ; ৬। অহঙ্কার এবং ৭। মহত্তত্ত্ব। বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে ও দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে বৈরাজ পুরুষ বর্ত্তমান আছেন। ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মানব দেহেরও সাতটী আবরণ আছে। যথা—১। রস, ২। রক্ত, ৩। মাংস, ৪। মেদ, ৫। অস্থি, ৬। মজ্জা, ৭। শুক্র।

দেহীর দেহের সার বস্তু শুক্রকে ধারণ ও রক্ষা করিতে পারিলে বুদ্ধি বৃত্তি পরিপুষ্ট হইয়া বুদ্ধিবৃত্তির আশ্রয় পরব্রহ্মের বা পরমাত্মার দর্শনের পথ সুগম হইয়া থাকে। পরমহংস শ্রীমৎ শিবনারায়ণ স্বামী কৃত সপ্ত ব্যাহৃতির অর্থ ও ব্যাখ্যা।

ভূঃ = পৃথিবী। ভুবঃ = জল। স্বঃ = অগ্নি।

মহঃ = বায়ু। জনঃ = আকাশ। তপঃ = চন্দ্রমা।

সত্যং = সূর্য্যনারায়ণ।

এই সপ্ত ব্যাহৃতিকেই শাস্ত্রে দেবতা বলে। এতদ্ভিন্ন দেবতা হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। মনুষ্য দেহে ঐ সপ্ত দেবতা অধিষ্ঠান পূর্ব্বক দেহের সমস্ত কার্য্য করিতেছেন।

১। পৃথিবী-তত্ত্ব বা দেবতা দ্বারা দেহের মল-নিঃসারণ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

২। জল-তত্ত্ব বা দেবতা দ্বারা দেহের মূত্র-নিঃসারণ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

৩। অগ্নি-তত্ত্ব বা দেবতা দ্বারা উদরস্থ ভুক্তান্ন পরিপাক হইয়া রসাদিতে পরিণতি রূপ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

৪। বায়ু-তত্ত্ব বা দেবতা দ্বারা দেহের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া ও দেহের সমস্ত সঞ্চালনী শক্তি প্রদান রূপ কার্য্য সম্পাদিত হয়।

৫। আকাশ-তত্ত্ব বা দেবতা শ্রবণেন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন।

৬। চন্দ্রমা-তত্ত্ব বা দেবতা দেহীর সমস্ত মননকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

৭। জ্ঞান-বুদ্ধি-দর্শন-তত্ত্ব বা সূর্য্যনারায়ণ দেহীর সমক্ষে জগতের রূপ-ব্রহ্মাণ্ড ভাসাইতেছেন এবং অন্তর ও বাহির দৃষ্টি দ্বারা আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক বস্তু দর্শন করাইতেছেন।

প্রণব-হংসরূপী পক্ষির দেহে সপ্তলোকাদি বিন্যাস।

১। ওঁ অকারো দক্ষিণঃ পক্ষ উকারস্তূত্তরঃ স্মৃতঃ।

মকারস্তস্য পুচ্ছং বা অর্দ্ধমাত্রা শিরস্তথা॥

২। পাদৌ রজস্তমস্তস্য শরীরং সত্ত্বমুচ্যতে।
ধর্ম্মশ্চ দক্ষিণং চক্ষুরধর্ম্মশ্চোত্তরং স্মৃতম্‌ ॥
৩। ভূর্লোকঃ পাদয়োস্তস্য ভুবর্লোকস্তু জানুনোঃ।
স্বর্লোকঃ কটিদেশে তু নাভিদেশে মহর্জ্জগৎ ॥
৪। জনলোকস্তু হৃদয়ে কণ্ঠদেশে তপস্ততঃ।
ভ্রুবোর্ল্ললাটমধ্যে তু সত্যলোকো ব্যবস্থিতঃ ॥

ইতি নাদবিন্দূপনিষৎ।

ওঙ্কার বা প্রণবকে হংসরূপ পক্ষি কল্পনা করিয়া তাহার অবয়ব বর্ণনা করিতেছেন। হংসরূপী পক্ষির কোন অঙ্গে কোন বর্ণ বিন্যস্ত তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

অ = দক্ষিণ পক্ষ। উ = বামপক্ষ। ম = পুচ্ছ। অর্দ্ধমাত্রা = মস্তক। রজো ও তমোগুণ = পাদদ্বয়। সত্ত্বগুণ = শরীর। ধর্ম্ম = দক্ষিণ নেত্র। অধর্ম্ম = বামনেত্র। পাদদেশে ভূলোক, জানুদেশে ভুবর্লোক; কটি-দেশে স্বর্লোক, নাভিদেশে মহর্লোক; হৃদয়দেশে জনলোক, কণ্ঠদেশে তপলোক এবং ভ্রূ ও ললাটের মধ্যদেশে সত্যলোক ব্যবস্থিত।

ব্যাহৃতি জপের ফল। পাপীর প্রায়শ্চিত্ত জন্য যম বলিতেছেন;—

"ওঙ্কারাদ্যা ব্যাহৃতয়ঃ সহস্রমনুমন্ত্রিতাঃ।
ফলাহারস্তথাভ্যস্য তদহ্নৈব বিশুদ্ধ্যতি ॥"

ওঙ্কারযুক্ত তিন ব্যাহৃতি—অর্থাৎ "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই মন্ত্র সহস্রবার জপ করিবে। ফলাহার অভ্যাস করিয়া ঐ মন্ত্র সহস্রবার জপ করিলে এক দিনেই প্রাণ বিশুদ্ধ হইয়া সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়।

বশিষ্ঠ বলিতেছেন—

মনসা পাপং ধ্যাত্বা ওঁ পূর্ব্বাঃ সত্যান্ত ব্যাহৃতির্জ্জপেৎ।

কৃতপাপ মনে মনে চিন্তা করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য সপ্ত ব্যাহৃতি জপ করিবে।

ব্যাহৃতির ঋষ্যাদি।

১। ব্যাহৃতীনান্তু সর্ব্বাসামৃষিরেব প্রজাপতিঃ।
ব্যস্তাশ্চৈব সমস্তাশ্চ ব্রাহ্মমক্ষরমোমিতি ॥

২। বিশ্বামিত্রোজমদগ্নির্ভরদ্বাজোঽথ গোতমঃ।
ঋষিরত্রির্বশিষ্টশ্চ কাশ্যপশ্চ যথাক্রমম্ ॥

৩। অগ্নির্বায়ু রবিশ্চৈব বাক্‌পতির্বরুণস্তথা।
ইন্দ্রো বিষ্ণু র্ব্যাহৃতীনাং দৈবতানি যথাক্রমম্ ॥

৪। গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ চ বৃহতী পঙক্তিরেব চ।
ত্রিষ্টুপ চ জগতী চেতি চ্ছন্দাংস্যাহুরনুক্রমাৎ।
বিনিয়োগো ব্যাহৃতীনাং প্রাণায়ামে চ হোমকে।

(২১৫ অঃ অগ্নিঃ)

ব্যাহৃতি সকলের ঋষি প্রজাপতি। ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে অথবা একত্রে ব্যাহৃতি সকলের ব্রহ্ম অক্ষর—ওঁকার। সমষ্টি ভাবে ওঁ ভূর্ভুব স্বঃ মহর্জনঃতপঃসত্যং ওঁ। ব্যষ্টি ভাবে—ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃওঁ সত্যং ওঁ।

সপ্ত ব্যাহৃতি ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং।
ঐ ঋষি বিশ্বামিত্র জমদগ্নি ভরদ্বাজ গৌতম অত্রি বশিষ্ঠ কশ্যপ।
ঐ দেবতা অগ্নি বায়ু রবি বাক্‌পতি বরুণ ইন্দ্র বিষ্ণু।
ঐ ছন্দ গায়ত্রী উষ্ণিক অনুষ্টুপ বৃহতী পংক্তি ত্রিষ্টুপ জগতী।
হোম বা আহুতিতে এবং প্রাণায়ামে ঐ সকল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সপ্ত-সপ্ত বিষয়ের সমবায়।

		১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	সপ্তলোক—	ভূঃ	ভুবঃ	স্বঃ	মহঃ	জনঃ	তপঃ	সত্যং।
২।	সপ্ত বায়ু—	আবহ	প্রবহ	উদ্বহ	সংবহ	বিবহ	নিবহ	পরিবহ।
৩।	সপ্ত পাতাল—	অতল	বিতল	নিতল	গভস্তিমৎ	মহাখ্য	সুতল	পাতাল।
৪।	সপ্তদ্বীপ—	জম্বু	প্লক্ষ	শাল্মলী	কুশ	ক্রৌঞ্চ	শাক	পুষ্কর।
৫।	সপ্তসমুদ্র—	লবণ	ইক্ষু	সুরা	সর্পি	দধি	দুগ্ধ	জল।
৬।	সপ্ত কুলপর্ব্বত—	মাহেন্দ্র	মলয়	সহ্য	শুক্তিমান	ঋক্ষ	বিন্ধ্য	পারিযাত্র।
৭।	সপ্ত অশ্ব—	গায়ত্রী	উষ্ণিক	অনুষ্টুপ্	বৃহতী	পংক্তি	ত্রিষ্টুপ	জগতী।
৮।	সপ্ত সাম—	রথন্তর	বৃহৎসাম	বামদেব্য	বৈরূপ	পাবমান	বৈরাজ্য	চন্দ্রমস্।
৯।	সপ্ত ঋষি—	মরীচি	অত্রি	অঙ্গিরস	পুলস্ত	পুলহ	ক্রতু	বশিষ্ঠ।
১০।	সপ্ত গ্রহ—	রবি	চন্দ্র	কুজ	বুধ	গুরু	শুক্র	শনি।
১১।	সপ্ত জিহ্বা—	কালী	করালী	মনোজবা	সুলোহিতা	সুধূম্রবর্ণা	স্ফুলিঙ্গিনী	লোলায়মানা।
১২।	সপ্ত নরক—	রত্নপ্রভা	সর্করাপ্রভা	বালুকাপ্রভা	পঙ্কপ্রভা	ধূমপ্রভা	তমোপ্রভা	মহাতমোপ্রভা।
১৩।	সপ্ত ধাতু—	রস	রক্ত	মাংস	মেদ	অস্থি	মজ্জা	শুক্র।
১৪।	সপ্ত বিভক্তি বা কারক—	কর্ত্তা	কর্ম্ম	করণ	সম্প্রদান	অপাদান	সম্বন্ধ	অধিকরণ।

সত্য কি ?

সারাৎসার পরাৎপর পরমেশ্বর পরমাত্মার নাম সত্য। ঐ সত্যকে অবলম্বন করিতে পারিলে সমস্ত দুঃখ—ত্রিতাপ জ্বালা দূরীভূত হয়। সত্য সাধনা কিরূপে সংসাধিত হইতে পারে তাহা বিশেষ রূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। সত্য হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি। যদি আমরা আসক্তির বশবর্ত্তী হইয়া বা রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য না করিয়া, কেবল সত্যকে অবলম্বন করিয়া সংসার ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কার্য্য করি,তাহা হইলেই সত্য সাধন হইবে। সত্য-সাধন অভ্যাস হইলেই মুক্তির পথ পরিষ্কার হইবে। মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বে সত্যের মহিমা নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণিত।

"অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়াধৃতম্।
অশ্বমেধ সহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥"

তুলাদণ্ডের একদিকে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অপরদিকে সত্যকে স্থাপন করিলে সত্যের গুরুত্ব অধিক হইবে। ইহার ভাবার্থ এই যে—এক ব্যক্তি সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত সত্যের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য নাই। অপর এক ব্যক্তি জাঁক জমকের ও বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য সত্য অবলম্বনে করিয়া থাকেন। এতদুভয়ের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিই পূজার্হ ও প্রশংসনীয়: সেই হেতু সত্যবাদী লোকের স্থান সত্যলোকে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ড।

সপ্তব্যাহৃতি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিত। ব্রহ্ম কি বস্তু জানিতে হইলে, ব্রহ্মের ধারণা করিতে হইলে, ব্রহ্মের ধ্যান করিতে হইলে, ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন কতদূর প্রভৃতি বিষয় কতকটা উপলব্ধি করা আবশ্যক।

পুরাণ মতে পৃথিবী সপ্তদ্বীপা, সপ্তসাগরা ; এই সপ্তদ্বীপ ও সপ্ত সাগর সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কাহার মতে সপ্ত পৃথিবী ও সপ্ত সমুদ্র সমতল ভাবে অবস্থিত। কাঁহার মতে একের পর অন্যটী উৰ্দ্ধ উৰ্দ্ধ ভাবে অবস্থিত এবং আকাশ ও বায়ুই সমুদ্র। আমাদের মতে সপ্তগ্রহই সপ্তদ্বীপ। পৃথিবীও একটী গ্রহ ; পৃথিবীতে যে রূপ লোকের বসতি আছে অন্য গ্রহ মধ্যেও তদ্রূপ জীবের বাস আছে।

পৌরাণিক সপ্তদ্বীপ নিম্নোক্ত ভাবে অবস্থিত ;—

১। জম্বুদ্বীপ—সকল দ্বীপের মধ্যস্থলে, তাহার চতুর্দ্দিকে লবণ-সমুদ্র বেষ্টিত আছে। পৃথিবী ও সমুদ্র প্রত্যেকটি ১লক্ষ হিসাবে ২লক্ষ যোজন।

২। প্লক্ষদ্বীপ—লবণ-সমুদ্রের পর বলয়াকারে বেষ্টিত। তাহার চতুর্দ্দিকে বলয়াকারে ইক্ষু-সমুদ্র বেষ্টিত। প্রত্যেকটি দুইলক্ষ হিসাবে ৪ লক্ষ যোজন।

৩। শাল্মলিদ্বীপ—ইক্ষু-সমুদ্রের পর বলয়াকারে বেষ্টিত এবং তাহার চতুর্দ্দিকে সুরা-সমুদ্র বলয়াকারে বেষ্টিত। আয়তন ৮লক্ষ যোজন।

৪। কুশদ্বীপ—সুরা-সমুদ্রের চতুর্দ্দিকে বলয়াকারে বেষ্টিত এবং তাহার চতুর্দ্দিকে ঘৃত-সমুদ্র পরিবেষ্টিত। আয়তন ১৬লক্ষ যোজন।

৫। ক্রৌঞ্চদ্বীপ—ঘৃত-সমুদ্রের চতুর্দ্দিকে বলয়াকারে বেষ্টিত। এবং তাহার চতুর্দ্দিকে দধি-সমুদ্র বলয়াকারে অবস্থিত। ৩২লক্ষ যোজন।

৬। শাকদ্বীপ—দধি-সমুদ্রের চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবস্থিত। তাহার চতুর্দ্দিকে দুগ্ধ-সমুদ্র বলয়াকারে অবস্থিত। ৬৪লক্ষ যোজন।

৭। পুষ্করদ্বীপ—দুগ্ধ-সমুদ্রের চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবস্থিত। তাহার চতুর্দ্দিকে জল-সমুদ্র। আয়তন ১২৮লক্ষ যোজন।

জল-সমুদ্রের পর কাঞ্চনী-ভূমি। সেখানে জীবের বসতি নাই। হাজার লক্ষ যোজন। কাঞ্চনী-ভূমি বেষ্টন করিয়া লোকালোক পর্ব্বত অবস্থিত।

লোকালোক পর্ব্বত—২৫০০ লক্ষ যোজন। সমষ্টি ৩৭৫৪লক্ষ যোজন। এক যোজনে ৮ মাইল সুতরাং ৩৭৫৪লক্ষ যোজনে ৩০০৩২০০০০০ মাইল। তিন শত কোটী বত্রিশ লক্ষ মাইল।

জ্যোতিষ-শাস্ত্র (Astronomy) মতে দুই প্রকার গণনা আছে; Geocentric অর্থাৎ পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া এক প্রকার গণনা। এবং Heleocentric অর্থাৎ সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর আর এক প্রকার গণনা প্রচলিত আছে।

প্রথম গণনা মতে জম্বুদ্বীপকে আমাদের এই পৃথিবী ধরা যাইতে পারে। দ্বিতীয় গণনা মতে সূর্য্যকে জম্বুদ্বীপ ধরা যাইতে পারে। ইহার মীমাংসার বিষয় এস্থলে আলোচ্য নহে। এই পৃথিবীই জম্বুদ্বীপ। তবে এটা ঠিক, যে পৃথিবী,সমুদ্র,গ্রহ, নক্ষত্র যাহা কিছু আছে সকলেই আকাশে অবস্থিত। এবং আকাশই সমুদ্র। আর বলয়াকারে অবস্থিত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা গ্রহগণের ভ্রমণ পথ (Orbit) কে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রহেরই চন্দ্র আছে, চন্দ্র জলময় গ্রহ বা উপগ্রহ সুতরাং প্রত্যেক গ্রহের চন্দ্রকেও সমুদ্র বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

পৃথিবীরও সাতটী স্তর আছে। প্রত্যেক স্তরের আয়তন দশ সহস্র যোজন। সুতরাং পৃথিবীর গভীরতা ৭০ সহস্র যোজন।

উক্ত চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড চতুর্দ্দিকে অণ্ডকটাহ দ্বারা পরিবেষ্টিত। কটাহের বিস্তৃতি কোটি যোজন। কটাহের পর দশকোটি যোজন অম্বু বেষ্টন, তৎপরে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া পরা-প্রকৃতি অবস্থিত। এই প্রকৃতিই মূল পরা-প্রকৃতি। ইহা অপরিমেয়, ইহা অনন্ত। এই প্রকৃতির মধ্যে পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের (Solar System) ন্যায় অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবে অবস্থিত। Prof. Leroy Tobey's Arcturian Theoryতে যে মত প্রকাশ হইয়াছে তাহার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। অনন্ত গরুড় রহস্য ১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পৃথিবীই ভূর্লোক। পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত ভুবর্লোক। এবং সূর্য্য মণ্ডল হইতে ধ্রুবলোক পর্য্যন্ত স্বর্লোক। উক্ত তিন লোকই ত্রৈলোক্য নামে বিদিত। ইহাই মহা-ব্যাহৃতি নামে অভিহিত।

ধ্রুবলোক হইতে এক কোটি যোজন ঊর্দ্ধে মহর্লোক।
মহর্লোক হইতে " " " " জনলোক।
জনলোক হইতে আট " " " তপলোক।
তপলোক হইতে বার " " " সত্যলোক।
সত্যলোককে ব্রহ্মলোক কহে।

পৌরাণিক ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন।

ভূ হইতে অণ্ডকটাহ ২৫ পঁচিশ কোটী যোজন। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঐরূপ চিন্তনীয়। * পুরাণে চন্দ্রমণ্ডল সূর্য্যমণ্ডলের উচ্চে।

অসীম		পরা-প্রকৃতি বেষ্টন
৬০ কোটী যোজন		মহত্তত্ত্ব বেষ্টন
৫০	ঐ	ভূতাদি বেষ্টন
৪০	ঐ	আকাশ বেষ্টন
৩০	ঐ	বায়ু বেষ্টন
২০	ঐ	বহ্নি বেষ্টন
১০	ঐ	অম্বু বেষ্টন

লোকালোক পর্ব্বতের অপর পার।

ঋষিও যোগীগণের ধ্যান প্রাপ্ত কল্পনা প্রসূত সপ্ত বেষ্টন।

বিষ্ণুপুরাণের পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মাণ্ড বর্ণনার সহিত যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উক্তির সৌসাদৃশ্য আছে।

"যথা তরঙ্গা জলধৌ তথেমা সৃষ্টয়ঃ পরে।
উৎপত্যোৎপত্ত লীয়ন্তে রজাংসিব মহানীলে॥
একস্যানেকসংখ্যস্য কস্যাণোরম্বুধেরিব।
অন্তর্ব্রহ্মাণ্ড লক্ষাণি লীয়ন্তে বুদ্বুদা ইব॥ যোঃ রাঃ।

যে রূপ সাগরে অগণনীয় তরঙ্গমালার উৎপত্তি হইয়া লয় হইতেছে, যেরূপ আকাশের বায়ু মধ্যে অগণনীয় ধুলিকণার উৎপত্তি ও লয় হইতেছে, সেইরূপ পরব্রহ্মে অসংখ্য অন্তর্ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে।

ওঁ

তৃতীয় অঙ্গ—গায়ত্রী তত্ত্ব।

গায়ত্রী শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ।

গায়ত্রীন্ শব্দ পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুংলিঙ্গ অর্থে—উদ্গাতা এবং সামগায়ক। গায়ন্তং ত্রায়তে শতৃ গায়ৎ ত্রৈ-ণিনি আলোপাৎ সাধুঃ। ক্লীবলিঙ্গ অর্থে—গায়ত্রীচ্ছন্দ, স্ত্রীলিঙ্গ অর্থে—বেদমাতা, উপাস্য বৈদিক মন্ত্র বিশেষ।

গায়ন্তং ত্রায়তে গায়ৎ ত্রা ক।

(আতোঽনুপ সগে কঃ পাঃ ৩।২।৩) ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। অথবা-গয়া এব গায়াঃ গয় স্বার্থে অন্ গায়ান্ প্রাণান্ ত্রায়তে। গায় ত্রা ক-ঙীষ্।

"গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রীত্বং ততঃস্মৃতা।" ব্যাস।

যে মন্ত্র গান বা পাঠ করিলে, গায়ক ও পাঠককে ত্রাণ করে বলিয়া এই মন্ত্রটীর নাম গায়ত্রী হইয়াছে।

অত্র আলোচ্য গায়ত্রী মন্ত্রটী ঋক্, যজুঃ ও সাম নামক বেদত্রয়ে আছে।

গায়ত্রী মাহাত্ম্য ও ব্যাখ্যা।

"যে গায়ত্রী বেদের সারভূতা, চতুঃরাশ্রমের একমাত্র অবলম্বনীয়া ব্রাহ্মণাদিকুলের প্রাণ স্বরূপা, যাহা পরমানন্দ স্বরূপ-মোক্ষধামের অদ্বিতীয় অধিরোহিণী; যাহা সাধকের আত্যন্ত সহায়িকা, ঈশ্বরোপাসনার মূল মন্ত্র স্বরূপা, যাহা অবিদ্যাধ্বান্তনাশিনী, জ্ঞানার্কপ্রকাশিনী, মেধাসংদায়িনী, চিত্ত

বিশোধিনী ; যাহা তত্ত্ববিকাশিনী, শ্রীবৃদ্ধিকারিণী ; বিপদবারিণী, যাহা দুরিত নাশিনী, ভদ্রপ্রদায়িনী ; অধুনা সেই ভবতাপনাশিনী নির্ব্বাণদাত্রী শান্তিময়ী গায়ত্রীর ব্যাখ্যান জগদ্ধিতায় আরব্ধ হইতেছে। গৃহীত গুরুগম্ভীর বিষয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের পদাঙ্কানুসরণে সংগ্রথিত।" বঙ্গ-ভাস্কর।

প্রাণো বৈ বলং তৎ প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্ তস্মাদাহুর্ব্বলং সত্যাদোজীয় ইত্যেবং বেষা গায়ত্র্যধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতা। সা হৈষা গয়াংস্তত্রে। প্রাণাবৈ গয়াস্তৎ প্রাণাংস্তত্রে তদ্ভদ্ গয়াংস্তত্রে তস্মাদ্ গায়ত্রী নাম॥ ইতি শতপথ ব্রাহ্মণে কাং ১৪।৮।১।৬।৭।

তত্রৈব সত্যং প্রাণেঽধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতম্ তত্র চ পরমেশ্বরঃ প্রতিষ্ঠিতস্তদ্বাচকত্বাৎ। গায়ত্র্যপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতা তাং গায়ত্রীং গয়ামাহ প্রাণানাং গয়েতি সংজ্ঞা। গয়ান্ প্রাণান্ ত্রায়তে সা গায়ত্রী ইত্যভিধীয়তে॥

ঋগ্‌বেদাদিভাষ্যভূমিকায়াম্।

প্রাণই বল, প্রাণমধ্যে বল ও সত্য প্রতিষ্ঠিত। পরমাত্মা এই প্রাণের ও প্রাণ স্বরূপ ; প্রাণই গয়া, অর্থাৎ গয়া শব্দের অন্যতম অর্থ প্রাণ, এই জন্য গয়া (প্রাণ) কে ত্রাণ করে বলিয়া গায়ত্রী মন্ত্রের গায়ত্রী সংজ্ঞা হইয়াছে। এই গায়ত্রী মন্ত্রকেও গয়া সংজ্ঞা দেওয়া যায়, কারণ উক্ত গায়ত্রীর অর্থ বিচার পূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম করিলে সর্ব্ববিধ তাপ দূরীভূত হয়। প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে গয়া সংজ্ঞক গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা করিলে জীবের মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। যথানিয়মে প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ুকে রুদ্ধ করিয়া পরমাত্মার ধ্যান ও ধারণা করিলে, পিতর অর্থাৎ জ্ঞানিগণ সর্ব্ব দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া চিত্তবৃত্তি নিবৃত্তিরূপ মুক্তিলাভ করেন। পরমাত্মা প্রাণেরও রক্ষক বা ত্রাতা, এইজন্য তাঁহার নাম গায়ত্রী। গায়ত্রী শব্দেও গয়া বুঝায়।

"গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ। বাগ্বৈগায়ত্রী বাগ্বা ইদং সর্ব্বং ভূতম্। গায়তি চ ত্রায়তে চ।"

ছান্দোগ্য ৩।১২।১

যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ আছে, তৎসমুদায়ই "গায়ত্রী।" বাক্ই গায়ত্রী; কারণ বাক্ই সমস্ত ভূতকে গান করে ও রক্ষা করে। গায়ত্রীই বাণী এবং বাণীই সরস্বতী। বক্ষ্যমান গায়ত্রীই পৃথিবী; কারণ সকল প্রাণী এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ইহা ত্যাগ করিয়া কেহ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই পৃথিবী বা গায়ত্রী পুরুষের শরীর: কারণ শরীরেই প্রাণ বা ইন্দ্রিয় সকল প্রতিষ্ঠিত আছে, এই শরীর ত্যাগ করিয়া প্রাণ বা ইন্দ্রিয় সকল থাকিতে পারে না। পুরুষের শরীর বা গায়ত্রী পুরুষের দেহান্তর্ব্বর্ত্তী হৃদয়; কারণ হৃদয়েই প্রাণ বা ইন্দ্রিয় সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। হৃদয় ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় সকল থাকিতে পারে না।

সৈষা চতুষ্পদা ষড়্বিধা গায়ত্রী তদেতদৃচাভ্যনূক্তম্। ছাঃ ৩।১২।৫

সেই এই চতুষ্পদা চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা ছন্দোরূপা গায়ত্রী বাক্, ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয়, ও প্রাণ এই ছয় রূপে ষড়বিধা এই গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্ম বক্ষ্যমান ঋক্ মন্ত্র দ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত হয়েন।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য গায়ত্রীর প্রাধান্য সম্বন্ধে বলিতেছেন;—

"বেদাঃ সাঙ্গাস্তু চত্বারোঽধীতাঃ সর্ব্বেঽথবাঙ্ময়ঃ।
গায়ত্রীং যো ন জানাতি বৃথা তস্য পরিশ্রমঃ॥
গায়ত্রীমাত্র সন্তুষ্টঃ শ্রেয়ান্ বিপ্র সুযন্ত্রিতঃ।
নাযন্ত্রিতস্ত্রিবেদী চ সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী॥"

চতুর্ব্বেদ ও বেদাঙ্গ পাঠে বাঙ্ময় হইয়াও যদি গায়ত্রী না জানে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত পরিশ্রম বৃথা হইবে। যে জিতেন্দ্রিয় বিপ্র গায়ত্রী-

মাত্র অবগত হইয়া সন্তুষ্ট আছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় সর্ব্বাশী ও সর্ব্ববিক্রয়ী ত্রিবেদীও পূজ্য নহেন।

বেদ চতুষ্টয়ে সপ্তছন্দে মন্ত্র সকল লিখিত হইয়াছে। যথা- ১। গায়ত্রী, ২। উষ্ণিক্, ৩। অনুষ্টুপ, ৪। বৃহতী, ৫। পঙ্‌ক্তি ৬। ত্রিষ্টুপ, ৭। জগতী। গায়ত্রী ছন্দে ২৪টী অক্ষর থাকে। তৎ-পরবর্ত্তী ছন্দ গুলিতে ক্রমান্বয়ে ৪টী করিয়া অক্ষর বৃদ্ধি হইয়া শেষ জগতী ছন্দে ৪৮টী অক্ষর হইয়া থাকে।

উক্ত সপ্ত ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী ছন্দোযুক্ত ব্রহ্ম স্তুতি বেদে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত। কারণ ঐ ছন্দ সুগেয়, সরস, সুমধুর, এবং সর্ব্বাপেক্ষা লঘু। আমাদের আলোচ্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের নিত্য পাঠ্য ও জপ্য গায়ত্রীও এই গায়ত্রী ছন্দে রচিত।

"চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃ সবনম্।" ছাঃ

২৪ অক্ষর যুক্ত গায়ত্রী মন্ত্র প্রাতঃসবনে ব্যবহৃত হয়।

ব্রহ্ম-গায়ত্রী মন্ত্র। যথা,—

ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

ঋক্ ৩।৬২।১০; যজু ৩।৩৫।২২।৯; সাম ২।৬।৩।১০।১,

গায়ত্রী ছন্দে সর্ব্বসমেত চব্বিশটী অক্ষর থাকে; কিন্তু উক্ত "তৎ সবিতুর্বরেণ্যং" ইত্যাদি মন্ত্রে ২৩টী মাত্র অক্ষর (স্বরযুক্ত অক্ষর) আছে। গায়ত্রী ছন্দের নিয়মানুসারে এক অক্ষর কম হয়। সুতরাং গায়ত্রী ছন্দের লক্ষণাক্রান্ত হয় না। উপনিষদে "বরেণ্যং" শব্দের স্থলে "বরেণীয়ং" শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। উক্ত মন্ত্রের আদিতে "ওঁ" শব্দ দিয়া উচ্চারণ করিলে ছন্দের আর কোন দোষ থাকে না। ছন্দের হিসাবে না হইলেও

ছান্দোগ্য উপনিষদের ব্যাখ্যানুসারেও মন্ত্রটী গায়ত্রী পদবাচ্য। এই গায়ত্রী মন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র। সায়নাচার্য্যের মতে প্রথমে উক্ত ঋষি এই মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া ইহার প্রচলন করেন।

গায়ত্রী মধ্যস্থ অক্ষর সকলের দেবতা।

১। দেবতোপনয়ে জপো বিনিয়োগো হুতং তথা।
অগ্নিবায়ু রবিবিদ্যুদ্দযমো জলপতির্গুরুঃ॥

২। পর্জ্জন্য ইন্দ্রো গন্ধর্ব্বঃ পুষা চ তদনন্তরম্।
মিত্রোঽথ বরুণস্ত্বষ্টা বাসবো মারুতঃ শশী॥

৩। অঙ্গিরা বিশ্বনাসত্যৌ কস্তথা সর্ব্বদেবতাঃ।
রুদ্রো ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ ক্রমশোঽক্ষরদেবতাঃ॥

অগ্নিপুরাণ ২১৫ অঃ।

১। তৎ - অগ্নি।	৯। ভ - ইন্দ্র।	১৭। ধি অঙ্গিরা।
২। স বায়ু।	১০। র্গ গন্ধর্ব্ব।	১৮। য়ো বিশ্বদেব।
৩। বি সূর্য্য।	১১। দে--পুষা।	১৯। য়ঃ -অশ্বিনীকুমার।
৪। তুঃ--বিদ্যুৎ।	১২। ব মৈত্রাবরুণ।	২০। নঃ প্রজাপতি।
৫। ব = যম।	১৩। স্য = ত্বষ্টা।	২১। প্র সর্ব্বদেব।
৬। বে = বরুণ।	১৪। ধী = বাসব।	২২। চো - রুদ্র।
৭। নী = বৃহস্পতি।	১৫। ম - মরুদ্গণ।	২৩। দ = ব্রহ্মা।
৮। য়ং = পর্জ্জন্য।	১৬। হি = সোম।	২৪। য়াৎ - বিষ্ণু।

গায়ত্রী মধ্যবর্ত্তী কোন্ অক্ষরের অধিপতি বা দেবতা কে তাহা উপরে লিখিত হইল। মানব দেহেই গায়ত্রী বিদ্যমান (৩২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে;—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ বিষয়

পঞ্চ ভূত, মন, বুদ্ধি, আত্মা এবং প্রকৃতি এই চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ গায়ত্রীর চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরে চিন্তনীয়।

কিরূপ ভাবে চিন্তা করিতে হইবে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে।

যথানিয়মে প্রণব আবাহন প্রণবোচ্চারণ ব্যাহৃতি আবাহন ব্যাহৃতি উচ্চারণাদি করিয়া গায়ত্রী আবাহন ও গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করণান্তর এক একটি অক্ষরের সহিত উপরোক্ত বিষয়গুলি পৃথক পৃথক্ ভাবে চিন্তা করিতে হইবে। যথা—এই চক্ষু দর্শন করিতেছে; ইহার দ্রষ্টা কে? এই কর্ণ শ্রবণ করিতেছে; ইহার শ্রোতা কে? ইত্যাদি।

কাশীখণ্ডোক্ত গায়ত্রী মাহাত্ম্য।

"অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে মীমাংসা প্রধান; মীমাংসা হইতে তর্কশাস্ত্র তকশাস্ত্র হইতে পুরাণ, পুরাণ হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে বেদ প্রধান। বেদের মধ্যে আবার উপনিষদ্ প্রধান, গায়ত্রী উপনিষদ্ হইতেও শ্রেষ্ঠতম। গায়ত্রীর অপেক্ষা অধিক আর মন্ত্র নাই। ইনি বেদমাতা ও ব্রাহ্মণ প্রসব কারিণী। যে ব্যক্তি ইহার গান করে, ইনি তাহাকেই ত্রাণ করেন, এই কারণেই ইহাঁর নাম গায়ত্রী হইয়াছে। সবিতৃ দেবতাই এই মন্ত্রের বাচ্য। এই গায়ত্রীর প্রভাবেই রাজর্ষি কৌশিক ব্রহ্মর্ষি পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং আর একটী জগৎ সৃষ্টি করিবার শক্তি পাইয়াছিলেন। গায়ত্রীর উপাসনা করিলে সমস্তই হইতে পারে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি সকলেই গায়ত্রীরূপ। বেদপাঠ বা অনন্ত শাস্ত্র পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, কেবল ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রী উপাসনা করিলেই ব্রাহ্মণ হইতে পারে।"

গায়ত্রীর গুরুত্ব প্রতিপাদনার্থে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত হইয়াছে—

"গায়ত্রীঞ্চৈব বেদাংশ্চ তুলয়া সমতোলয়ৎ।
বেদা একত্র সাঙ্গাস্তু গায়ত্রীঞ্চৈকতঃ স্মৃতাঃ॥"

তুলাদণ্ডের একদিকে ষড়ঙ্গ বেদ, অপর দিকে গায়ত্রী স্থাপন করিলে, গায়ত্রীর ভার অধিক হইয়াছিল। যিনি গায়ত্রী জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ। গায়ত্রী না জানিলে, বেদজ্ঞ হইলেও তাহাকে শূদ্র বলিয়া জানিবে। ইহার ভাবার্থ এই যে, গায়ত্রী সম্যক অবগত হইলে সমস্ত বেদনিহিত জ্ঞান লাভ হয়।

তন্ত্রমতে গায়ত্রী জপ প্রণালী।

এই মতে গায়ত্রী জপ করিতে হইলে অগ্রে ন্যাস করিতে হয়। ন্যাস ব্যতিত গায়ত্রী জপে ফল হয় না। গায়ত্রী মন্ত্রের অক্ষরগুলি আপাদ মস্তক ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে মনে মনে বিন্যাস করতঃ অক্ষর গুলির বর্ণ চিন্তা পূর্ব্বক জপ করিতে হয়। বিশেষ বিবরণ গায়ত্রী-তন্ত্রে দ্রষ্টব্য।

গায়ত্রী-তন্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ এবং তাহার উক্তি সকল পরস্পর বিরুদ্ধ, সুতরাং সুধিগণ তাহা গ্রাহ্য বলিয়া মনে করেন না।

পদ্ম-পুরাণোক্ত গায়ত্রী উপাখ্যান।

ব্রহ্মার দুই স্ত্রী—সাবিত্রী ও গায়ত্রী। একদা ব্রহ্মা একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সাবিত্রীকে যজ্ঞস্থলে আনয়নার্থে ইন্দ্রকে প্রেরণ করেন। ইন্দ্র সাবিত্রীকে ব্রহ্মার আদেশ জানাইলে সাবিত্রী বলিলেন, "লক্ষ্মী প্রভৃতি সখিরা নিকটে নাই, আমি একাকিনী যাইতে পারিব না। তাঁহারা আসিলে যাইব।" ইন্দ্র আসিয়া ব্রহ্মাকে তদ্রূপ জ্ঞাপন করিলেন, তচ্ছ্রবনে কমলযোনী ক্রুদ্ধ হইয়া দেবরাজকে বলিলেন, "তুমি আমার জন্য শীঘ্র অপর একটী রমণী আনয়ন কর। আমি এখনই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব।" দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার আদেশ মতে অন্বেষণ করিতে করিতে ধরাতলে উপনীত হইলেন। দধি দুগ্ধ বিক্রয়ার্থে গমনশীলা এক গোপকন্যাকে দেখিয়া ব্রহ্মার নিকটে তাহাকে ধরিয়া আনিলেন। মহাবিষ্ণুর আদেশে ব্রহ্মা—

তাহাকে গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করিলেন। তাঁহারই নাম হইল গায়ত্রী। তাঁহার বর্ণ শুভ্র, দুইখানি হস্ত, এক হস্তে একটী মৃগ-শৃঙ্গ, অপর হস্তে একটী পদ্ম। ইহাঁর উরুদ্বয় অতিশয় বিশাল, পরিধেয় বসন রক্তবর্ণ, বক্ষস্থলে মনোহর মুক্তাহার, কর্ণে কুণ্ডল এবং মস্তকে নানাবিধ রত্ন খচিত একটী মুকুট আছে। ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী জপ করিলে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হন ও না করিলে পতিত হন ইত্যাদি উক্তি আছে। ইহা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণগণের গায়ত্রীর প্রতি এত যে অবহেলা, তাহার কারণ গায়ত্রী গোপকন্যা বলিয়া নাকি ?

পুরাণের এই বর্ণনাটী যে রূপকাকারে আকারিত হইয়াছে, তাহা আব সুধিগণকে বলিয়া দিতে হইবে না।

কয়েকটী শব্দের অর্থ ও রচনা কৌশল দ্বারা ইহা সংগঠিত হইয়াছে। ব্রহ্মার যজ্ঞ অর্থে সৃষ্টি কার্য্য। গো শব্দের অন্যতম অর্থ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গণকে পালন করেন মন। মন হইতেই ইচ্ছাশক্তি সৃষ্টির সহায় কারিণী। গো শব্দের অন্যতম অর্থ পৃথিবী। গো শব্দেও গায়ত্রী বুঝায়। ব্যাপারটী আধ্যাত্মিক ও যোগের ব্যাপার ব্যতীত আর কিছু নহে। সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী তেজ বীজাণুরূপে বা অঙ্কুররূপে আসিয়া পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহাতেই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি ও উৎপত্তি হয় এবং পৃথিবীর শক্তির দ্বারা তাহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী শক্তিই সাবিত্রী এবং বসুন্ধরার অন্তর্নিহিতা শক্তিই গায়ত্রী। এই দুই শক্তি দ্বারা ব্রহ্মার জগৎ সৃষ্টি হইতেছে। তজ্জন্য ঐ দুই শক্তি সাবিত্রী ও গায়ত্রী ব্রহ্মার স্ত্রী বলিয়া পুরাণে কল্পিত হইয়াছে। সাবিত্রী দ্বারা স্বর্গলোক সৃজন এবং গায়ত্রী দ্বারা মর্ত্তলোক সৃজন কল্পনা করা যাইতে পারে।

গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা।

তৎ। তৎ—সেই অর্থাৎ তিনিই। "তদ্"এই সর্ব্বনাম শব্দের ক্লীব লিঙ্গের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার এক বচনে তৎ হইয়া থাকে। উপনিষদে তৎ ব্রহ্মবাচক শব্দ। তৎ বলিলে ব্রহ্মকেই বুঝায়। তিনি পুরুষও নহেন, স্ত্রীও নহেন, এই জন্য ক্লীব লিঙ্গ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেই "তৎ" ই সৎ, এজন্য উপনিষদে "তৎ সৎ" ব্রহ্ম মন্ত্ররূপে ব্যবহৃত। "তৎ" এর অর্থাৎ ব্রহ্মের যে ভাব তাহাই তত্ত্ব। "তৎ" বলিলে "যৎ" শব্দ আসিয়া পড়ে। তিনি কিনি? উত্তর—যিনি সকলের উপাস্য। সেইরূপ "সৎ" বলিলেও "অসৎ" শব্দ উদয় হয়। যাহার অস্তিত্ব অস্থায়ী ও অন্যের উপর নির্ভর করে, তাহা অসৎ।

"তচ্ছব্দেন তু যচ্ছব্দো বোদ্ধব্যঃ সততং বুধৈঃ।
উদাহৃতে তু যচ্ছব্দে তচ্ছব্দস্যাদুদাহৃতঃ॥" যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

ঋগাদি ভাষ্যে তৎ অর্থে তস্য বলিয়াছেন -

(১) "তৎ সবিতুঃ দেবস্য ভর্গঃ। ইত্যান্বয়ঃ। ষষ্ঠ্যর্থে ব্যবহৃত।

(২) "তৎ" অর্থে তাদৃশং। যথা "তৎ" তাদৃশং ভর্গ ধীমহি; কিং তৎ? ইত্যাপেক্ষায়াং আহ। "য" (লিঙ্গব্যত্যয়) যৎ ভর্গঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ তৎ ধ্যায়েম ইতি সমন্বয়ঃ।

(৩) "তৎ"=সর্ব্বৈ দৃশ্যমানতয়া প্রসিদ্ধং ভর্গঃ। যজুর্ব্বেদীয় ভাষ্যেও ষষ্ঠ্যাদি বিভক্তি অনুসারে ব্যাখ্যা হইয়াছে।

সবিতুঃ=সবিতার অর্থাৎ জগৎপ্রসবিতার। সূর্য্যের।

সবিতা শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ব্যাখ্যা।

১। যঃ—সুনোতি উৎপাদয়তি সর্ব্বং জগৎ স সবিতা। যিনি এই সমস্ত জগৎ উৎপাদন অর্থাৎ সৃষ্টি করেন, তিনিই সবিতা।

২। যঃ সর্ব্বং ভাবং সুনোতি প্রসবতি স সবিতা। যিনি হৃদয়ে সমস্ত ভাবের উৎপত্তি করেন, তিনিই সবিতা।

অর্থাৎ যিনি ভৌতিক জগতের সমস্ত বিষয়ের এবং আধ্যাত্মিক জগতের সর্ব্ব বিষয়ের উৎপাদক তিনিই সবিতা নামে বিখ্যাত ও বিদিত।

"সবিতা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভাবান্ প্রসূয়তে।
সবনাৎ পাবনাচ্চৈব সবিতা তেন চোচ্যতে ॥" যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

সূর্য্য সমস্ত ভূতের উৎপাদক এবং সমস্ত ভাবের উৎসস্বরূপ, সকলের উৎপত্তি কারক এবং পবিত্র কারক হেতু সূর্য্যকে সবিতা বলা হইয়া থাকে। তিনিই সমস্ত তেজ ও শক্তির প্রধান আধার। সূর্য্য না থাকিলে জগতে সৃষ্টি হইত না, মনুষ্যাদি জীব ও বৃক্ষাদি উদ্ভিদ বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না। ইহা বিজ্ঞানের দ্বারা সপ্রমাণিত। এবং শাস্ত্রাদি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ।

সবন করেন এবং পাবন করেন বলিয়া সবিতা নামে খ্যাত। সবন অর্থে যজ্ঞ ও প্রসব; এই যে নিয়ত সৃষ্টি ব্যাপার চলিতেছে, ইহাই তাঁহার যজ্ঞ; তাঁহার মধ্য হইতে অর্থাৎ তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইতেছে, ইহাই তাঁহার প্রসব; পাবন (পূ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) অর্থে শোধক, পবিত্র কারক। কতকগুলি পদার্থ আছে যাহাকে পাবন বলা হয়, যথা অগ্নি, জল, গোময় ইত্যাদি। ঐ সকল দ্রব্যের শোধন করিবার শক্তি আছে। গোময় দ্বারা গৃহের দূষিত বায়ু নষ্ট করিবার জন্য গৃহাদিতে গোময় লেপন করার ব্যবস্থা আছে। তজ্জন্য গোময়কে পাবন বলা হয়। জল দ্বারা দ্রব্য সকল ধৌত হইলে শুদ্ধ হইয়া থাকে; দেহ ধৌত করিলে বাহ্যাবয়ব শুদ্ধ হইয়া থাকে; তজ্জন্য জলেরও নাম পাবন। মনুতে উক্ত হইয়াছে;—

"অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যা তপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥" মনুঃ ৫। ১০৯

অগ্নি দ্বারা বিশেষতঃ হোমাগ্নি দ্বারা দেহের ও গৃহাদির দূষিত বায়ু ও রোগ প্রভৃতি নষ্ট হয় বলিয়া অগ্নির নাম পাবন।

বাটীতে তুলসী বৃক্ষ থাকিলে গৃহের অনেক কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে, তুলসী স্পর্শ ও সেবন দ্বারা অনেক ব্যাধি নষ্ট হয় বলিয়া তুলসীর একটী নাম পাবনী। গৃহস্থের গৃহে গাভী থাকিলে গৃহের সমূহ মঙ্গল হইয়া থাকে বলিয়া গাভীকেও পাবনী বলা হয়।

গঙ্গাবারিতে পাবনী শক্তি থাকায় ইহা পাবনী নামে অভিহিত। গঙ্গা সলিল বহুদিন পাত্র মধ্যে থাকিলে অন্য জলের ন্যায় তাহাতে কীটাদি জন্মে না। গঙ্গায় স্নান করিলে দেহ ও মন পবিত্র হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকল ব্যষ্টিরূপে পাবন-গুণ যুক্ত। কিন্তু সমষ্টিরূপে পাবন গুণ যুক্ত আকাশ মধ্যগত সবিতা-দেব। তিনি জগতের সমস্ত পাবন করিয়া জগতকে রক্ষা করিতেছেন। দূষিত পদার্থ, মল, বিষ্ঠা, আবর্জ্জনা, দুর্গন্ধময় বস্তু এক স্থানে পতিত হইল, আর অল্প সময় মধ্যে তাহা রৌদ্র বাতাসাদি দ্বারা শোধিত হইয়া গেল। যেমন পার্থিব স্থূল পদার্থের শোধন শক্তি সবিতা দেবের আছে, সেইরূপ কলুষিতাত্মা জনের অপবিত্র হৃদয় ও মনকে পবিত্র ও শোধন করিবার শক্তি সবিতার আছে। ইহা সুধীগণ স্পষ্ট উপলব্ধি এবং জ্ঞাননেত্রে দর্শন করিয়া থাকেন।

বাহ্যিক অপবিত্র দ্রব্য বা ভাব অন্যে দেখিতে পায়, কিন্তু অন্তরের অপ বিত্রতা অন্যে সহজে দেখিতে পায় না। নিজে দেখা যায়; তাহাও সকল সময়, সকল অবস্থাতে দেখা যায় না। সবিতা-রূপ কৃষ্ণ সন্নিধানে গমনেচ্ছুক ব্যক্তিগণ ভগবানের গুণরাশি স্মরণে হৃদয়াভ্যন্তরে দীপ্তির সঞ্চার হইলে আভ্যন্তরিক সাড়ে তিন কোটি অপবিপ্রতা দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে এবং কৃপাময়, পতিত পাবন সবিতা-দেব সেই সকল কলুষ রাশি ধ্বংশ করিয়া হৃদয়কে পবিত্র করিয়া দেন। তিনি অপবিত্রকে পবিত্র করেন এবং পাপীকে ক্ষমা করেন, এজন্য তাহার নাম সবিতা। তিনি

মাতা-পিতা; তিনি না ক্ষমা করিলে কে করিবেন? তিনি ব্যতিত এ জগতে আর কে দয়া করিবার আছেন? এজন্য তাঁহার নাম দয়াময়। তাঁহার দয়ার প্রস্রবণ, তাঁহার দয়ার উৎস, তাঁহার দয়ার অনন্ত জলধি বিশ্ব মধ্যে পরিপূর্ণ। যাঁহার নয়ন আছে তিনি দেখুন। তাঁহার দুইটী ভাব—সাকার ও নিরাকার। সাকার ভাব সকলের নয়ন সমক্ষে আকাশ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। নিরাকার ভাব সমস্ত চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত। ভবিষ্য পুরাণে উক্ত হইয়াছে;—

"প্রত্যক্ষ দেবতা সূর্য্যো জগৎসাক্ষী দিবাকরঃ।
তস্মাৎ অপ্যধিকা কাচিৎ দেবতা নাস্তি শাশ্বতী।
তস্মাদিদং জগজ্জাতং লয়ং যাস্যতি তত্র চ॥"

প্রত্যক্ষ অর্থে যাহা আমরা চক্ষের দ্বারা দেখিতে পাই। "প্রত্যক্ষ দেবতা" শব্দ ব্যবহার করাতে বুঝা যায় যে এরূপ দেবতা আছেন যাহা প্রত্যক্ষ নহেন বা অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ যাহা দেখা যায় না অর্থাৎ যাহা নিরাকার মনোবাণীর অতীত যে ব্রহ্ম, তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইতেছে। সূর্য্যের জ্যোতিতে প্রকৃতির সমস্ত অন্ধকার নষ্ট হওয়ায় তিনি দিবাকর নামে অভিহিত। তিনি সমস্ত জগতের উৎপাদক, তিনি সকলকে দেখিতেছেন, অর্থাৎ কে কিরূপ করিতেছে, ভাবিতেছে, তৎসমস্তের তিনি সাক্ষী স্বরূপ। তাঁহা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন ও শেষে তাঁহাতেই সব লয় পাইবে।

"আদিত্যাচ্চাপরং নাস্তি ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
স্বয়ং সর্ব্বেষু বেদেষু পরমাত্মেতি গীয়তে॥" ভবিষ্য পুরাণে।

সূর্য্যদেব অপেক্ষা আর অপর কোন শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই; হয় নাই, হইবে না। সর্ব্ব বেদে ইনি পরমাত্মা বলিয়া গীত হইয়াছেন।

"পশ্যতি ভক্ত্যা চাদিত্যং ধ্রুবং পশ্যতি মাং নরঃ।
যো ন পশ্যতি চাঁদিত্যং স ন পশ্যতি মাং নরঃ॥" ভবিষ্যোত্তরে।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিতেছেন, যে ব্যক্তি আদিত্যরূপ প্রত্যক্ষ সাকার জ্যোতিষ্মান দেবতাকে ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় আমাকেও দর্শন করে। যে আদিত্যকে দর্শন করে না সে আমাকেও দর্শন করে না।

এইজন্য প্রাতে ও সায়াহ্নে ভক্তিপূর্ব্বক করযোড়ে সূর্য্যদেবের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া সূর্য্যদেবের তেজ গ্রহণ ও জ্যোতিঃ ধারণের ব্যবস্থা আছে।

ওঁ শ্রী শ্রীসূর্য্যনারায়ণের ধ্যান।

ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতংকরাব্জৈর্ম্মানিক্য-
মৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥

রক্তপদ্মরূপ আসনে উপবিষ্ট, অশেষ গুণের একমাত্র সিন্ধু স্বরূপ, সমস্ত জগতের এক মাত্র অধিপতি, পদ্মদ্বয় (পদ্মাকৃতি পৃথিবী ও পদ্মাকৃতি বৃহস্পতি এই দুইটী পদ্ম), অভয় এবং বর করপদ্মে সংবৃত, মাণিক্যরূপ উজ্জ্বল রত্ন-মণ্ডিত মস্তক বিশিষ্ট, অরুণবর্ণ দীপ্তি বিশিষ্ট, সুচারু অঙ্গ সম্পন্ন এবং ত্রিনয়ন বিশিষ্ট (সত্ব রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়) এইরূপ গুণ সম্পন্ন সূর্য্য দেবকে আমি ভজনা করিতেছি।

মন্ত্র। হ্রীং হ্রীং সা ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

শ্রীসূর্য্য দেবের অসংখ্য গুণ ও মহিমা পুরাণ ও বিজ্ঞানানুসারে "উৎকলের পঞ্চতীর্থ" নামক গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রকটিত হইয়াছে।

ভগবান শ্রীসূর্য্যদেব বৈদিক আর্য্যগণের পরম ও প্রত্যক্ষ দেবতা

বেদমতে সূর্য্যদেবের অপর নাম বিষ্ণু। (ঋগ্বেদ ১।৮।১০।১৬।২২।৭৭)। বিষ্ণু সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

সন্ধ্যা উপাসনা উপলক্ষে সূর্য্য সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে ;—

সন্ধ্যাকালে তু সংপ্রাপ্তে রৌদ্রে পরমদারুণে।
মন্দেহা রাক্ষসা ঘোরাঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুম্॥
প্রজাপতিকৃতঃ শাপস্তেষাং মৈত্রেয় রক্ষসাম্।
অক্ষয়ত্বং শরীরাণাং মরণঞ্চ দিনে দিনে॥
ততঃ সূর্য্যস্য তৈর্যুদ্ধং ভবত্যত্যন্তদারুণম্।
ততো দ্বিজোত্তমাস্তোয়ং যৎ ক্ষিপন্তি মহামুনে॥
ওঙ্কার ব্রহ্মসংযুক্তং গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রিতম্।
তেন দহ্যন্তি তে পাপা বজ্রভূতেনবারিণা॥
অগ্নিহোত্রে হূয়তে যা সমন্ত্রা প্রথমাহুতিঃ।
সূর্য্যো জ্যোতিঃ সহস্রাংশুস্তয়া দীপ্যতি ভাস্করঃ॥
ওঙ্কারো ভগবান্ বিষ্ণুস্ত্রিধামা বচসাং পতিঃ।
তদুচ্চারণতস্তে তু বিনাশং যান্তি রাক্ষসাঃ॥
বৈষ্ণবোঽংশঃ পরং সূর্য্যো যোঽন্তর্জ্যোতিরসংপ্লবম্।
অভিধায়ক ওঙ্কারস্তস্য তৎপ্রেরকঃ পরঃ॥
তেন সম্প্রেরিতং জ্যোতিরোঙ্কারেণাথ দীপ্তিমৎ।
দহত্যশেষরক্ষাংসি মন্দেহাখ্যানি তানি বৈ॥
তস্মান্নোল্লঙ্ঘনং কার্য্যং সন্ধ্যোপাসনকর্ম্মণঃ।
স হন্তি সূর্য্যং সন্ধ্যায়াং নোপাস্তিং কুরুতে তু যঃ॥

বিষ্ণুপুরাণে, ২ অং, ৮ম অঃ।

ভীষণ রৌদ্র মুহূর্ত্তাত্মক সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে মন্দেহ আখ্যা-প্রাপ্ত রাক্ষসগণ অংশুমালিকে গ্রাস করিতে ইচ্ছা করে। হে মৈত্রেয়! ঐ সকল রাক্ষসের প্রতি ব্রহ্মার শাপ আছে; যে প্রত্যহ তাহাদের মৃত্যু হইবে, কিন্তু তাহাদের দেহ অক্ষয়ত্ব প্রাপ্ত হইবে। তদনন্তর তাহাদের সহিত কিরণমালীর অতি ভীষণ যুদ্ধ হয়। হে মহামুনে তাহার পর দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মরূপী ওঙ্কার এবং গায়ত্রী দ্বারা অভি-মন্ত্রিত নিক্ষিপ্ত বারি, বজ্রের ন্যায় সেই পাপাচারী রাক্ষসগণকে: (পাপ-সকলকে) দগ্ধ করিয়া ফেলে।

অগ্নিহোত্র কালে "সূর্য্যোজ্যোতিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত যে প্রথম আহুতি প্রদত্ত হয়, তদ্দ্বারা সহস্রকিরণ ভাস্কর, ওঙ্কাররূপী, ঋক্‌যজুঃসাম তেজাঃ, বেদাধিপতি ভগবান বিষ্ণুস্বরূপ সূর্য্য প্রকাশমান হয়েন; এবং সেই আহুতি উচ্চারণ মাত্র সেই সকল রাক্ষস বিনষ্ট হয়। 'অংশুস্বামিন্ সূর্য্য বৈষ্ণব অংশ (অর্থাৎ কোন ভৌতিক পদার্থ নহে)। যিনি পরমাত্মা-স্বরূপ পরম ওঙ্কার তাঁহার অভিধায়ক অর্থাৎ প্রকাশক এবং তাঁহাকে রাক্ষস বধে প্রবর্ত্তিত করেন। সেই ওঙ্কার প্রেরিত প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ মন্দেহ নামক রাক্ষস সকলকে:দগ্ধ করেন।

অতএব সন্ধ্যাকালে উপাসনা কার্য্যের লঙ্ঘন করা কোন মতে বিধেয় নহে। সন্ধ্যাকালে উপাসনা না করিলে সূর্য্যহত্যা রূপ মহাপাতকে লিপ্ত হইতে হয়।

পুরাণাদি প্রাচীন আর্য্য গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারই রূপকে পরিপূর্ণ ও সমাচ্ছাদিত, সমস্ত ঘটনাবলি অলঙ্কারে আবৃত। স্বল্পবুদ্ধি সাধারণ মানবগণ তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে সমর্থ নহে। অপিচ সরল ভাবে সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিলেও তাহা সকলে মানিয়া চলিতে চায় না। এই হেতু অনেক স্থানে আর্য্যঋষিগণ শাসন-বাক্য এবং প্রলোভন-বাক্য দ্বারা সদুদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান ছিলেন। সেই কারণ অধুনা শিক্ষিত সম্প্র-

দায়ের মধ্যে কেহ কেহ প্রাচীন প্রথার প্রশংসা করেন, কেহ কেহ নিন্দা করিয়া (গাঁজাখুরি বলিয়া) থাকেন। শিক্ষিত বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ রূপকের অর্থ সহজেই উপলব্ধি করিতে এবং তন্নিহিত গূঢ় সত্য আবিষ্কার করিতে পারিবেন জানিয়া আর্যঋষিগণ রূপকাবৃত সত্য সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এস্থলে মন্দেহ নামক রাক্ষস কবির কল্পনা প্রসূত। প্রথমে এই শব্দের অর্থ ও সমাস দ্বারা জানা যায় যে মন্দ অর্থাৎ কু; ঈহা অর্থাৎ চেষ্টা যাহার বা যাহার আছে (বহুব্রীহি সমাস) করিলে মন্দেহ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং মন্দেহ শব্দের অর্থ অসৎ চেষ্টা বা প্রবৃত্তি—মনের কুপ্রবৃত্তিনিচয়ই এস্থলে রাক্ষস রূপে বর্ণিত এবং কল্পিত হইয়াছে। তাহাদের সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি অর্থাৎ বহু। মানব শরীরে সাড়ে তিন কোটি (১) স্থূল ও সূক্ষ্ম শিরা আছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই সংখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে। মানবের শিরায় শিরায় বাসনা বিরাজিত। সূর্য্য অর্থাৎ আত্মা। কুপ্রবৃত্তি সকল সর্ব্বদা আত্মা এবং মনকে গ্রাস করিতে ইচ্ছা করে। ওঁকারাদি গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যরূপী ভগবানের উপাসনা করিলে কুপ্রবৃত্তিরূপী রাক্ষস সকল বিনষ্ট হয়। ইহাই রূপকের নিগূঢ়ার্থ।

দেহ আহারাভাবে যেরূপ শুষ্ক, মলিন ও বলহীন হয় তদ্রূপ আত্মাও আহারাভাবে তেজহীন হইয়া থাকেন। আত্মার আহার ঈশ্বর চিন্তা ও ঈশ্বরারাধনা।

---

(১) "সার্দ্ধত্রিকোট্যো নাড্যো হি স্থূলাঃ সূক্ষ্মাশ্চ দেহিনাম্।
নাভিকন্দনিবদ্ধাস্তাস্তির্য্যগূর্দ্ধমধঃ স্থিতাঃ ॥
দ্বিসপ্ততি সহস্রস্তু তাসাং স্থূলাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
দেহে ধমন্যো ধন্যাস্তাঃ পঞ্চেন্দ্রিয় গুণাবহাঃ ॥
তাসাঞ্চ সূক্ষ্মশুষিরাণি শতানি সপ্ত স্যুস্তানি যৈ রসকৃদন্নরসঃ বহদ্ভিঃ।
আপ্যায্যতে বপুরিদং হি নৃণামমীষাং অজস্রবর্ত্তিভিরিব সিন্ধুশতৈঃ সমুদ্রঃ ॥"

আমরা পূর্ব্বে সূর্য্যকে মানবের আত্মা বলিয়া কেন প্রকাশ করিলাম, তাহার প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

"আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্।
হৃদয়ে সর্ব্বজন্তূনাং জীবভূত স তিষ্ঠতি॥
হৃদ্যাকাশে চ যো জীবঃ সাধকৈ রূপবর্ণ্যতে।
স এবাদিত্যরূপেণ বহির্নভসি রাজতে॥
পাষাণমণিধাতূনাং তেজরূপেণ সংস্থিতঃ।
বৃক্ষৌষধিতৃণানাঞ্চ রসরূপেণ তিষ্ঠতি॥" যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

আদিত্য মণ্ডলের অন্তর্নিহিত জ্যোতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি জীবগণের হৃদয়ে নিহিত আছে। পরমপুরুষ জীবের হৃদয়াকাশে পরমাত্মারূপে এবং বহির্জ্জগতে নভোমণ্ডলে সূর্য্যরূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনিই পাষাণ, মণি এবং ধাতুর মধ্যে তেজোরূপে অবস্থিত এবং লতা, তৃণ ও গুল্মাদির মধ্যে রসরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

দেবস্য—দীপ্তি-ক্রীড়া-যুক্তস্য, দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য।

পরস্মৈপদী দিব্ ধাতু হইতে কর্ত্তৃবাচ্যে অন্ প্রত্যয়ে দেব শব্দ সিদ্ধ। দিবু ক্রীড়া বিজিগীষা-ব্যবহার-দ্যুতি-স্তুতি-মোদমদ-স্বপ্নকান্তি-গতিষু। এই গুলি দিব্ ধাতুর অর্থ। ক্রীড়ার অর্থ ধরিলে—যিনি শুদ্ধ জগতের ক্রীড়া করাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি দেবতা। বিজিগীষা অর্থে—যিনি ধার্ম্মিক লোকদিগকে জয়যুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি দেবতা। ব্যবহার

---

(১) বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত সার শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বসু নাইট মহোদয় বৃক্ষাদির প্রাণ ও অনুভবশক্তি প্রভৃতি যাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ যোগী যাজ্ঞবল্ক কৃত এই সূত্রাবলম্বনে গভীর গবেষণার দ্বারা কার্য্যত প্রমাণ দ্বারা জগৎবাসীকে দেখাইয়াছেন।

অর্থে—যিনি সমস্ত চেষ্টা বা উত্তমের সাধন এবং উপসাধন, দান করেন, তিনি দেবতা। দ্যুতি অর্থে—যিনি স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ হইয়া সকলকে প্রকাশ করেন, তিনি দেবতা। স্তুতি অর্থে—যিনি স্তব গ্রহণের এবং প্রশংসার যোগ্য, তিনি দেবতা। মোদ অর্থে—যিনি আনন্দ স্বরূপ হইয়া সকলকে আনন্দ প্রদান করেন, তিনি দেবতা। মদ অর্থে—যিনি মদোন্মত্তদিগের তাড়না করেন, তিনি দেবতা। স্বপ্ন অর্থে—যিনি সকলের শয়নার্থ রাত্রি এবং প্রলয় বিধান করেন, তিনি দেবতা। কান্তি—অর্থে যিনি কামনা যোগ্য, তিনি দেবতা। গতি অর্থে—যিনি জ্ঞান-স্বরূপ সর্ব্বত্র গমনশীল, সেই পরমেশ্বরের নাম "দেব"। অথবা "যো দিব্যতি ক্রীড়তি স দেব"। অর্থাৎ যিনি জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় রূপ ক্রীড়া করেন অথবা যিনি সমস্ত ক্রীড়ার আধার স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন, তিনিই দেবতা"। য বিজীগীষতে স দেবঃ। যঃ ব্যবহারয়তি স দেবঃ। যশ্চরাচরং জগৎ দ্যোতয়তি স দেবঃ। যঃ স্বাপয়তি স দেবঃ। যঃ কাময়তে কাম্যতে বা স দেবঃ। যো গচ্ছতি গম্যতে বা স দেবঃ"॥ ইতি সত্যার্থ প্রকাশে।

"দীব্যতে ক্রীড়তে যস্মাৎ রুচ্যতে শোভতে দিবি।
তস্মাৎ দেব ইতি প্রোক্ত স্তূয়তে সর্ব্বদৈবতৈঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

উক্ত সমস্ত গুণবিশিষ্ট এবং সমস্ত দেবতা কর্ত্তৃক স্তূয়মান সূর্য্য দেবের।

বরেণ্যং—সর্ব্বৈরুপাস্যতয়া জ্ঞেয়তয়া প্রার্থনীয়ং সম্ভজনীয়ং সর্ব্বশ্রেষ্ঠং ইত্যর্থঃ।

ত্রিজগতের সকলের বরণীয় এবং উপাসনার যোগ্য।

ভর্গঃ—স্বয়ংজ্যোতি পরব্রহ্মাত্মকং তেজঃ।

ভর্গ শব্দে দীপ্তিমান বা দীপ্তাংশ যুক্ত সূর্য্যমণ্ডল, সূর্য্যরশ্মি এবং সূর্য্য-মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হিরণ্যগর্ভ পুরুষ, এই তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা,—

"মণ্ডলং পুরুষো রশ্ময় ইতি ত্রয়ং ভর্গপদ বাচ্যম্।
ভর্গো বীর্য্যং বা।" যজুর্ব্বেদীয় ভাষ্যে।
"বীর্য্যং বৈ ভর্গঃ এষ বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ"—৫ অঃ মাধ্যন্দিনীয় শতপথ ব্রাহ্মণে।

এস্থলে ভর্গ শব্দে বহুবিধ মাহাত্ম যুক্ত সূর্য্যমণ্ডল মধ্যগতাদিত্য স্বরূপ পুরুষকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভর্গ শব্দের ধাতুগত অর্থ। যথা,—

"ভ্রস্‌জ পাকে ভবেদ্ধাতুর্যস্মাৎ পাচয়তেহ্যসৌ।
ভ্রাজতে দীপ্যতে যস্মাৎ জগচ্চান্তে হরত্যপি॥
কালাগ্নিরূপমাস্থায় সপ্তার্চ্চিঃ সপ্তরশ্মিভিঃ।
ভ্রাজতে তৎ স্বরূপেণ তস্মাৎ ভর্গঃ স উচ্যতে॥" যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

তুদাদিগণীয় ভ্রস্‌জ ধাতুর অর্থ পাক করা ও ভর্জ্জন করা বা ভাজা। ভ্বাদি গণীয় ভৃজ্ ধাতুর অর্থও ভর্জ্জন করা। ভ্রাজ্ ধাতুর অর্থ দীপ্তি। যানি এই জগৎ সৃষ্টি করত দীপ্তি প্রদান পুর্ব্বক নানাবিধ উপায়ে পাক করিতেছেন এবং সপ্ত রশ্মি দ্বারা অগ্নি কালাগ্নিরূপ গ্রহণে অবশেষে এই জগৎকে হরণ করিতেছেন, যিনি "তৎ" অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ হইয়া চরাচর বিশ্বের ক্রিয়াদি নিষ্পন্ন করিতেছেন, তিনিই ভর্গ বলিয়া অভিহিত হয়েন।

"ভেতি ভ্রাজয়তে লোকান্ রেতি রঞ্জয়তে প্রজাঃ।
গ ইত্যাগচ্ছতেহজস্রং ভ র গো ভর্গ উচ্যতে॥"

"ভা" ধাতুর অর্থ দীপ্তি; রা ধাতুর অর্থ দান এবং গ ধাতুর অর্থ গতি এবং গ অর্থে গমনকারী।

সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী তেজ ত্রিজগৎ উদ্ভাসিত করিতেছেন এবং নানাবিধ ভোজ্য ভোগ্যাদি দ্রব্য দানে জগৎকে আনন্দিত করিতেছেন, এবং অজস্র পৃথিবীতে আসিতেছেন এই জন্য সেই "ভ" "র" "গ" ভর্গ বলিয়া উক্ত।

স্থূলবুদ্ধি অনেক ব্যক্তি সবিতাকে স্থূল জড় পদার্থ মনে করেন। এই ভ্রম নিবারণ জন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী ভর্গ এবং সূর্য্য উভয়ের মধ্যে কোন বিভিন্নতা নাই।

"পরমার্থ চিন্তায়াং আদিত্য ভর্গয়ো ভেদো ন বিদ্যতে এব, য এবাদিত্যঃ স এব ভর্গঃ য এব ভর্গঃ স এবাদিত্যঃ ভর্গাদিত্য য়োরদ্বৈতমিতি স্থিতম্।"

ধীমহি—মনসা ধারয়ামঃ। ধ্যায়েমেতি। মনোমধ্যে ধারণা করি এবং ধ্যান করি। কি জন্য ধ্যান করি?

ধিয়ঃ—বুদ্ধিবৃত্তীঃ। কর্ম্মাদি বিষয়া বা বুদ্ধীঃ।

যঃ—সবিতা পরমেশ্বরঃ। যে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী ভর্গ।

নঃ—অস্মাকং, অস্মদীয়াঃ। আমাদের অর্থাৎ মানবের।

প্রচোদয়াৎ—প্রেরয়তু,প্রেরয়তি বা। প্রেরণ করিয়া থাকেন।

ভিন্ন ভিন্ন বেদে ও ভাষ্যে বিভিন্নরূপে গায়ত্রী ব্যাখ্যাত হইলেও মূলে উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্য এক।

অন্বয়। সবিতুঃ দেবস্য বরেণ্যং তৎ ভর্গঃ ধীমহি যঃ নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ॥ তস্য তেজোধ্যায়েমিতি। অপরঞ্চ। সবিতুঃ দেবস্য তৎ বরেণ্যং ভর্গঃ ধীমহি যো যৎ ভর্গঃ নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ॥

ঋগাদি ভাষ্যম্।

১। **যঃ** সবিতা দেবঃ **নঃ** অস্মাকং **ধিয়ঃ** ধর্ম্মকর্ম্মাদি বুদ্ধীঃ **প্রচোদয়াৎ** প্রেরয়েৎ **তৎ** তস্য দেবস্য **সবিতুঃ** পরমে

দেবস্য **বরেণ্যং** সম্ভজনীয়ং **ভর্গঃ** স্বয়ংজ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মকং তেজঃ **ধীমহি** বয়ং ধ্যায়েম।

২। যদ্বা, তদিতি ভার্গো বিশেষণং। সবিতুর্দেবস্য "তৎ" তাদৃশং ভর্গঃ ধীমহি। কিং তৎ? ইত্যপেক্ষায়াং আহ—"যঃ" ইতি লিঙ্গ ব্যত্যয়ঃ। যং ভর্গঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ তৎ ধ্যায়েম ইতি সমন্বয়ঃ। ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যাখ্যা থাকিলেও তাহাতে ব্যাকরণের পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইয়াছে। উপাসকেরা কেবল সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী ভর্গরূপ পরমপুরুষকেই ভাবনা ও ধ্যান করিবেন।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য কৃত গায়ত্রী ব্যাখ্যা।

১। দেবস্য সবিতুর্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুম্।
ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্ব্বরেণ্যঞ্চাস্য ধীমহি॥

২। চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তিং পুনঃ পুনঃ॥

৩। বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মপুরুষো বিরাট্।
বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ॥

৪। আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং তম্মুমুক্ষুভিঃ।
জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতয়স্য চ॥

৫। ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে।
মন্ত্রার্থমপি চৈবায়ং জ্ঞাপয়ত্যেবমেব হি॥

জন্ম-সংসার-ক্লেশে ভীত ব্যক্তি মোক্ষের নিমিত্ত এবং ত্রিবিধ দুঃখের বিনাশ কারণ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পরম পুরুষকে ধ্যান করিবে।

ত্রিবিধ দুঃখ কিরূপ তাহা সংক্ষেপে কথিত হইতেছে। মহর্ষি কপিল

কৃত সাংখ্য দর্শনের প্রথম শ্লোকেই এই ত্রিবিধ দুঃখ এবং মুক্তির উপায় কথিত হইয়াছে।

"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ॥"

ত্রিবিধ তাপ বা দুঃখ যথা,—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক; এই দুঃখত্রয় ব্যক্তি মাত্রকেই ভোগ করিতে হইবে। ইহা অবশ্যম্ভাবী।

এইজন্য যোগী যাজ্ঞবল্ক্য গায়ত্রী-ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে সূর্য্য-মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পরম পুরুষকে ভক্তি পূর্ব্বক যথানিয়মে ধ্যান ধারণা করিলে ত্রিতাপ জ্বালা নিবারণ হইবে।

অগ্নিপুরাণোক্ত গায়ত্রী ব্যাখ্যা।

১। এবং সন্ধ্যাবিধিং কৃত্বা গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ স্মরেৎ।
গায়ন্‌ছিষ্যান্ যতস্ত্রায়েত্তার্য্যাং প্রাণাংস্তথৈব চ॥

২। ততঃ স্মৃতেয়ং গায়ত্রী সাবিত্রীয়ং ততো যতঃ।
প্রকাশনাৎ সা সবিতুর্বাগ্‌রূপত্বাৎ সরস্বতী॥

৩। তজ্জ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্ম ভর্গস্তেজো যতঃ স্মৃতম্।
ভা দীপ্তাবিতি রূপং হি ভ্রস্‌জঃ পাকেঽথ তৎ স্মৃতম্॥

৪। ওষধ্যাদিকং পচতি ভ্রাজৃ দীপ্তৌ তথা ভবেৎ।
ভর্গঃ স্যাদ্ ভ্রাজত ইতি বহুলং ছন্দ ঈরিতম্॥

৫। বরেণ্যং সর্ব্বতেজেভ্যঃ শ্রেষ্ঠং বৈ পরমং পদম্।
স্বর্গাপবর্গকামৈর্বা বরণীয়ং সদৈব হি॥

৬। ঘৃণোতের্বরণার্থত্বাজ্জাগ্রৎস্বপ্নাদিবর্জ্জিতম্।
নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমেকং সত্যং তদ্ধীমহীশ্বরম্॥

৭। অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্ধ্যায়েমহি বিমুক্তয়ে।
তজ্জ্যোতির্ভগবান্ বিষ্ণুর্জ্জগজ্জন্মাদিকারণম্॥

৮। শিবং কেচিৎ পঠন্তিস্ম শক্তিরূপং পঠন্তি চ।
কেচিৎ সূর্য্যং কেচিদগ্নিং বেদগা অগ্নিহোত্রিণঃ॥

৯। অগ্ন্যাদিরূপী বিষ্ণুর্হি বেদাদৌ ব্রহ্ম গীয়তে।
তৎপদং পরমং বিষ্ণোর্দেবস্য সবিতুঃ স্মৃতম্॥

১০। মহদাজ্যং সূয়তে হি স্বয়ং জ্যোতির্হরিঃ প্রভুঃ।
পর্জ্জন্যো বায়ুরাদিত্যঃ শীতোষ্ণাদ্যৈশ্চ চাপয়েৎ॥

১১। অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥

১২। দধাতের্বা ধীমহীতি মনসা ধারয়েমহি।
নোঽস্মাকং যশ্চ ভর্গশ্চ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাংধিয়ঃ॥

১৩। চোদয়াৎ প্রেরয়েদ্ বুদ্ধীর্ভোক্তৄণাং সর্ব্বকর্ম্মসু।
দৃষ্টাদৃষ্টবিপাকেষু বিষ্ণুসূর্য্যাগ্নিরূপবান্॥

১৪। ঈশ্বরপ্রেরিতো যচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা।
ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং মহদাদিজগদ্ধরিঃ॥

১৫। স্বর্গাদ্যৈঃ ক্রীড়তে দেবো যোঽহংস পুরুষঃ প্রভুঃ।
আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং বৈ মুমুক্ষুভিঃ॥

১৬। জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিবিধস্য চ।
ধ্যানেন পুরুষোঽয়ঞ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে॥

১৭। তৎ ত্বং সদসি চিদ্‌ব্রহ্ম বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।
দেবস্য সবিতুর্ভর্গো বরেণ্যং হি তুরীয়কম্॥

১৮। দেহাদিজাগ্রদাব্রহ্ম অহং ব্রহ্মেতি ধীমহি।
যোঽসাবাদিত্যপুরুষঃ সোঽসাবহমনন্ত ওম্।
জ্ঞানানি শুভকর্ম্মাদীন্ প্রবর্ত্তয়তি যঃ সদা॥ ২১৬ অঃ।

গায়ত্রী উপাসনার ফল।

১। "ওঁকার পূর্ব্বিকাস্ত্রিস্রো মহাব্যাহৃতয়োব্যয়াঃ।
ত্রিপাদ চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখম্॥" মনুঃ।

প্রণব মহাব্যাহৃতি এবং ত্রিপদা সাবিত্রী মন্ত্র ব্রহ্ম প্রাপ্তির দ্বার হইয়াছেন। অর্থাৎ ঐ মন্ত্রত্রয়ের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

২। "প্রণব ব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্রী পঠিতা যদি।"
সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু ভবেদাশু শুভপ্রদা॥ মঃ তঃ।

অন্য ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী পাঠে শীঘ্র ফলপ্রাপ্তি হয়।

৩। "এবমর্থযুতং মন্ত্রত্রয়ং নিত্য জপন্নরঃ।
বিনান্য নিয়মায়াসৈঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥ "মঃ তঃ।

অর্থযুক্ত উক্ত মন্ত্রত্রয় নিত্য যথানিয়মে জপ করিলে অন্যরূপ ব্রতাদি নিয়ম বা কষ্ট ব্যতিরেকে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়।

৪। "একমেবাদ্বিতীয়ং যৎ সর্ব্বোপনিষদাং মতম্।
মন্ত্রত্রয়েণ নিষ্পন্নং তদক্ষরমগোচরম্॥" মঃ তঃ।

সমস্ত উপনিষদে বর্ণিত সেই একমেবাদ্বিতীয়, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মা এই মন্ত্রত্রয়ের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়েন।

জপের নিয়ম-কাল-প্রণালী-সংখ্যা।

১। "প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য ব্যাহৃতি ত্রিতয়স্তথা।
ততস্ত্রিপাদগায়ত্রীং প্রণবেন সমাপয়েৎ॥" মঃ তঃ।

অগ্রে প্রণবোচ্চারণ, তৎপরে তিন ব্যাহৃতি এবং তদন্তর গায়ত্রী পাঠ সমাপন পুর্ব্বক প্রণবোচ্চারণে সমাপ্তি করিবে।

২। "প্রাতঃ প্রদোষে রাত্রৌ বা জপেদ্ব্রহ্মমনাভবন্।
পূর্ব্বপাপবিমুক্তোঽসৌ নাধর্ম্মে কুরুতে মনঃ॥" মঃ তঃ।

প্রাতঃকালেই হউক, সন্ধ্যাকালেই হউক, আর রাত্রিতেই হউক, যখন জপ করিবে তখন ব্রহ্মেতে মন সমর্পন করিয়া একাগ্রচিত্ত হইয়া জপ করিবে। ঐরূপ জপ করিলে সমস্ত পূর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইবে এবং আর অধর্ম্ম কর্ম্মে মতি হইবে না।

৩। "একধা দশধা বা যঃ শতধা বা পঠেদিমান্।
একাকী বহুভির্ব্বাপি সংসিদ্ধেতুত্তরোত্তরম্॥"

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র একবার, দশবার অথবা শতবার একাকী অথবা অনেকে এক সঙ্গে পাঠ করিতে পারা যায়। তাহা করিলে ক্রমে ক্রমে সিদ্ধিলাভ হয়।

৪। "জপান্তে সংস্মরেদ্ভূয় একমেবাদ্বয়ং বিভুম্।
তেনৈব সর্ব্বকর্ম্মাণি সম্পন্নান্যকৃতান্যপি॥" মঃ তঃ

জপ শেষ হইলে পুনর্ব্বার সেই এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকে স্মরণ করিবে। ইহার দ্বারা বর্ণাশ্রম বিহিত সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন হয়। আর অন্য কোন কিছু বাহ্যিক কর্ম্ম করিতে হয় না।

সপ্রণব-সব্যাহৃতি-গায়ত্রী জপের ফল।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে,—প্রথম কাণ্ডে

১। সব্যাহৃতিকসপ্রণবা জপ্তব্যা শিরসা সহ।
প্রাণায়ামে তথা ব্যস্তা বাচ্যা ব্যাহৃতয়ঃ পৃথক্ ॥

২। সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
যে জপন্তি সদা তেষাং ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥

৩। দশকৃত্বঃ প্রজপ্তা সা রাত্র্যাহ্না যৎ কৃতং লঘু।
তৎ পাপং প্রণূদত্যাশু নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

৪। শতজপ্তা তু সা দেবী পাপোপশমনী স্মৃতা।
সহস্রজপ্তা সা দেবী উপপাতকনাশিনী ॥

৫। লক্ষজপ্যেন চ তথা মহাপাতকনাশিনী।
কোটি জপ্যেন রাজেন্দ্র যদিচ্ছতি তদাপ্নুয়াৎ ॥

৬। যক্ষবিদ্যাধরত্বং বা গন্ধর্ব্বত্বমথাপি বা।
দেবত্বমথবা রাজ্যং ভূলোকে হতকণ্টকম্ ॥

৭। দশসাহস্রজপ্যেন নিষ্কামঃ পুরুষোত্তমঃ।
বিধিনা রাজশার্দ্দূল প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥

৮। যথা কথঞ্চিজ্জপ্তৈষা দেবী পরমপাবনী।
সর্ব্বকামপ্রদা প্রোক্তা বিধিনা কিং পুনর্নৃপ ॥

৯। গায়ত্রীং জপতে যস্তু কল্যমুত্থায় বৈ দ্বিজঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

১০। কামকামো লভেৎ কামং গতিকামস্তু সদ্গতিম্।
অকামস্তদবাপ্নোতি যদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

১১। গায়ত্রীং জপতে যস্তু দ্বৌকালৌ ব্রাহ্মণঃ সদা।
তয়া রাজন্ স বিজ্ঞেয়ঃ পংক্তিপাবনপাবনঃ॥

ঋষ্যশৃঙ্গঃ।

১। সর্ব্বাত্মনা হি যা দেবী সর্ব্বভূতানি সংস্থিতা।
গায়ত্রী মোক্ষসেতুর্বৈব মোক্ষস্থানমনুত্তমম্॥

২। ষোড়শাক্ষরকং ব্রহ্মগায়ত্রী সশিরাঃ স্মৃতা।
অপিপাদমধীয়ীত গায়ত্রী সশিরাস্তথা॥
সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যন্তে ব্রহ্ম অধ্যাপয়ং তথা।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

১। ষোড়শাক্ষরকং ব্রহ্মগায়ত্রী সশিরাস্তথা।
সকৃদাবর্ত্তয়েদ্ যস্তু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

২। এবং যস্তু বিজানাতি গায়ত্রীং ব্রাহ্মণস্তু সঃ।
অন্যথা শূদ্রধর্ম্মা স্যাদ্বেদানামপি পারগঃ॥

৩। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞাতব্যা ব্রাহ্মণেন সা।
ব্যাহৃত্যোঙ্কার সহিতা সশিরস্কা যথার্থতঃ॥

৪। সশিরাশ্চৈব গায়ত্রী যৈর্ব্বিপ্রৈরবধারিতা।
তে জন্মবন্ধনির্ম্মুক্তা পরং ব্রহ্ম ব্রজন্তি চ॥

৫। আদ্যা ব্যাহৃতয়ঃ সপ্ত গায়ত্রী সশিরাস্তথা।

ওঙ্কারং বিন্দতে যস্তু স মুনির্নেতরো জনঃ ॥
৬। গায়ত্রীঞ্চ জপেদ্ যো হি সোমবচ্ছোভতে হি স ॥

শঙ্খঃ।

১। সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
যে জপন্তি সদা তেষাং ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥

২। শতজপ্তা তু সা দেবী দিনপাপপ্রণাশিনী।
সহস্রজপ্তা তু তথা পাতকেভ্যঃ প্রমোচিনী ॥

৩। দশসাহস্রজপ্তেন সর্ব্বকিল্বিষনাশিনী।
লক্ষজপ্তা তু সা দেবী মহাপাতকনাশিনী ॥

৪। সুবর্ণস্তেয়কৃদ্বিপ্রো ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
সুরাপশ্চ বিশুদ্ধ্যন্তি লক্ষজাপান্ন সংশয়ঃ ॥

৫। হুতা দেবী বিশেষেণ সর্ব্বকলুষনাশিনী।
সর্ব্বকামপ্রদা দেবী বরদা তু ক্তবর্ত্মনা ॥

৬। ঘৃতযুক্তৈস্তিলৈর্ব্বহ্নিং হুত্বা তু সুসমাহিতঃ।
গায়ত্র্যা প্রয়তঃ শুদ্ধঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

৭। পাপাত্মা লক্ষহোমেন পাতকেভ্যঃ প্রমুচ্যতে।
অভীষ্টং লোকমাপ্নোতি তথা পাপবিবর্জ্জিতঃ ॥

৮। গায়ত্রী বেদজননী গায়ত্রী পাপনাশিনী।
গায়ত্র্যাস্তু পরং নাস্তি দিবি চেহ চ পাবনম্ ॥

৯। হস্তত্রাণপ্রদা দেবী পততাং নরকার্ণবে।
তস্মাৎ তামভ্যসেন্নিত্যং ব্রাহ্মণো হৃদয়ে শুচিঃ ॥

১০। গায়ত্রীং জপ্যানিরতং হব্যকব্যেষু যোজয়েৎ।
তস্মিন্ ন তিষ্ঠতে পাপমবিন্দুরিব পুষ্করে॥

কুর্ম্মপুরাণে।

১। গায়ত্রী বেদজননী গায়ত্রী লোকপাবনী।
ন গায়ত্র্যাঃ পরং জপ্যমেতদ্বিজ্ঞানমুচ্যতে॥

ছান্দোগ্য পরিশিষ্টে।

২। সর্ব্বেষামেব বেদানাং গুহ্যোপনিষদস্তথা।
সারভূতা তু গায়ত্রী নির্গতা ব্রহ্মণো মুখাৎ॥

স্বরস্বতীও গায়ত্রী নামে অভিহিতা। যথা,—

বাক্‌বৈ গায়ত্রী। বাক্য বা বাণীই গায়ত্রী। বাণীই সরস্বতী। শব্দই ব্রহ্ম। আত্মার প্রথম অভিব্যক্তি শব্দরূপে।

সুতরাং গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী এই তিনটীই গায়ত্রীর পর্য্যায়।

ব্রহ্ম-গায়ত্রী আবাহন মন্ত্র।

"ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোস্তু তে॥"

গায়ত্রী জপারম্ভের পূর্ব্বে উক্ত মন্ত্র দ্বারা দেবিকে আবাহন করিতে হয়। দেবি আপনি আগমন করুন। কিরূপ দেবী তাহা বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে। বরদে—একমাত্র বরপ্রদায়িণী অর্থাৎ আপনি বরপ্রদান করিলে আমার সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ত্র্যক্ষরে—তিন অক্ষর বিশিষ্টা। ব্রহ্মবাদিনি—ব্রহ্মকে প্রতিপাদনকারিণী। গায়ত্রি! (ত্বং) ছিন্দসাং মাতঃ—গায়ত্রী সমস্ত বেদের সার এবং গায়ত্রী বেদজননী। ব্রহ্মযোনি—ব্রহ্ম হইতে উৎপন্না। তোমাকে নমস্কার করিতেছি, আমার এই উপাসনায় যেন কোন বিঘ্ন না ঘটে।

গায়ত্রী-মন্ত্রের ঋষ্যাদি।

"ওঁ গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রী ছন্দঃ।
সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ॥"

গায়ত্রী মন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র, ছন্দ গায়ত্রী এবং দেবতা সূর্য্য নারায়ণ। ইহা প্রাণায়ামে ব্যবহার্য্য।

গায়ত্রী-শির-মন্ত্রের ঋষ্যাদি।

"ওঁ গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীছন্দো ব্রহ্মাবায়্বগ্নি-সূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।"

গায়ত্রী শির অর্থে গায়ত্রীর মস্তক, যেমন দেহের মধ্যে মস্তক শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, সেইরূপ গায়ত্রীর পক্ষে গায়ত্রী-শির। আপঃ, জ্যোতিঃ, রস এবং অমৃত এই চারিটী গায়ত্রী-শির নামে অভিহিত। ইহাদিগের ঋষি প্রজাপতি, দেবতা যথাক্রমে ব্রহ্মা, বায়ু, অগ্নি এবং সূর্য্য। প্রাণায়াম কার্য্যের পূর্ব্বে এই মন্ত্র গুলি উচ্চার্য্য। গায়ত্রী-শির মন্ত্র। যথা—

ওঁ আপোজ্যোতিরসোমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ।

সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বপ্রকাশক সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিত্যমুক্ত আত্মা স্বরূপ সচ্চিদানন্দ যে ওকার বাচ্য ব্রহ্ম তদহমস্মীতি।

গায়ত্রী শাপোদ্ধার মন্ত্র।

ও গায়ত্র্যা বশিষ্ঠ-শাপ বিমোচন মন্ত্রস্য বশিষ্ঠ ঋষির্বশিষ্ঠো দেবতা বশিষ্ঠশাপ বিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অর্কজ্যোতিরহং ব্রহ্মা ব্রহ্মজ্যোতিরহং শিবঃ।
শিবজ্যোতিরহং বিষ্ণুঃ বিষ্ণুজ্যোতিরহং শিবঃ॥
ওঁ গায়ত্রি ত্বং বশিষ্ঠশাপাদ্বিমুক্তা ভব।

ওঁ গায়ত্র্যা ব্রহ্মশাপ বিমোচন মন্ত্রস্য ব্রহ্মাঋষির্ব্রহ্মা দেবতা ব্রহ্ম-শাপ বিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ যদ্ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিদো বিদুস্ত্বাং পশ্যন্তি ধীরাঃ সুমনসা বাচা॥
ওঁ গায়ত্রি ত্বং ব্রহ্মশাপাদ্বিমুক্তা ভব।

ওঁ গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রশাপ বিমোচন মন্ত্রস্য বিশ্বামিত্রঋষির্বিশ্বামিত্রো দেবতা বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অহো দেবি মহাদেবি দিব্যে সন্ধ্যে সরস্বতী।
অজরে অমরে চৈব ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে॥
ওঁ গায়ত্রি ত্বং বিশ্বামিত্রশাপাদ্বিমুক্তা ভব।

ওঁ গায়ত্র্যা নারদশাপ বিমোচন মন্ত্রস্য নারদঋষির্নারদ দেবতা নারদ-শাপ বিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ভজাম্যগ্নিমুখীং ইন্দ্রভূবশ্চক্রিরে।
ওঁ গায়ত্রি ত্বং নারদশাপাদ্বিমুক্তা ভব॥

কোন্ সময়ে কি কারণে ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, নারদ এবং এই মন্ত্রের আবিষ্কারক বিশ্বামিত্রও গায়ত্রীকে শাপ দিয়াছিলেন, আমরা এক্ষণে চেষ্টা করিয়াও তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে পারিলাম না। কোন মহাত্মা এই বিষয়ের অনুসন্ধানাদি দিলে আমারা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

বিশেষ কোন দোষ বা ক্ষতি না করিলে বা কোন বাধা বিঘ্ন উৎপাদন না করিলে শাপ দিবার কারণ হয় না। আমাদের বিবেচনায় এই মন্ত্র সাধন কালে অভীষ্ট সিদ্ধির কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল; অথবা দীর্ঘকাল এই মন্ত্র সাধন করিয়াও কাহারও পতন হইয়াছিল; অথবা চিত্ত সংযমের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল, তজ্জন্যই মন্ত্রের উপর বিরক্তির কারণ জন্মে এবং ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া হঠাৎ মন্ত্রের প্রতি শাপ প্রদান করিয়া পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া শাপোদ্ধার মন্ত্রের ব্যবস্থা করেন।

গায়ত্রী বিসর্জ্জন মন্ত্র।

"ওঁ উত্তরে শিখরে জাতা ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি।
ব্রহ্মণস্তমনুজ্ঞাতা চ গচ্ছ দেবি যথাসুখম্॥"

যে গায়ত্রী ব্রহ্ম স্বরূপ সর্ব্বস্থানে সর্ব্বজীবে বিদ্যমান তাঁহার আবার আবাহন ও বিসর্জ্জন কি? মানব যখন ব্রহ্মের উপাসনা করিবে, তখন ঐহিক ও বাহ্য জাগতিক ব্যাপার হইতে মনকে সংযত করিয়া ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাওয়াই তাঁহার আবাহন এবং তাঁহা হইতে মনের প্রত্যাবর্ত্তনই বিসর্জ্জন।

গায়ত্রী-সন্ধ্যা বা ত্রি-সন্ধ্যা-গায়ত্রী।

সন্ধ্যা ব্রহ্মগায়ত্রীর একটী অঙ্গ বিশেষ।

সন্ধ্যা—সম্ ধাতু ভাববাচ্যে ঙ প্রত্যয়, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। সম্ ধাতুর অর্থ বৈক্লব্য, ক্লীবত্ব ভাব প্রাপ্তি, তেজ হীনতা। সন্ধ্যা শব্দের সাধারণ অর্থ সন্ধি, মিলন, অনুসন্ধান ও স্থিতি। এস্থলে দিবা ও রাত্রির মিলন বা সন্ধি স্থলকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ এই দুয়ের সন্ধি মধ্যাহ্নকে লইয়া ত্রি-সন্ধ্যা ধরা হইয়াছে। ত্রি-সন্ধ্যা সম্বন্ধে কেহ কেহ

আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন দুইটী ভিন্ন সন্ধ্যা নাই। আমরা বলি চতুঃসন্ধ্যা হইলে আরও ভাল হইত। রাত্রির প্রথমার্দ্ধের ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের মধ্যবর্ত্তী মধ্যরাত্রি-সন্ধিকেও ধরা উচিত। কারণ রাশি-চক্র বা কাল-চক্রেব ঐ চারিটি স্থান চারিটী কেন্দ্ররূপে অবস্থিত। ঐ স্থানে সূর্য্যের অবস্থান কালে সূর্য্যের উপাসনা সঙ্গত এবং বিধেয়।

গৃহস্থব্যক্তির পক্ষে প্রভাতে ও প্রদোষে গায়ত্রী উপাসনা অবশ্য বিধেয় ও উপযুক্ত কাল। যাঁহারা অফিসাদিতে নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদেব পক্ষে মধ্যাহ্নে অসুবিধা হইলেও পাঁচ মিনিট কালের জন্য হাতের কলম ফেলিয়া একবার গায়ত্রী চিন্তা করিতে পারেন এবং ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণেব ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। যথানিয়মে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপাসনার বিঘ্ন ব্যাঘাত হইলে তৎপরে সুবিধামত উপাসনা করা কর্ত্তব্য। উপাসনাই আত্মাব আহার ; আত্মাই সূক্ষ্ম দেহ, আত্মাকে অনাহারে রাখা অকর্ত্তব্য। ইহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে।

সন্ধ্যা মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ, যে মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মের অনুসন্ধান করা হয়।

ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান-মন্ত্র।—(স্ত্রীরূপে)

প্রাতে। "ওঁ প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা রক্তবর্ণা দ্বিভুজা
অক্ষ-সূত্র-কমণ্ডলুকরা হংসাসনারূঢ়া ব্রহ্মাণী
ব্রহ্মদৈবত্যা কুমারী ঋগ্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।"

মধ্যাহ্নে। "ওঁ মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা
কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তা
যুবতী গরুড়ারূঢ়া বৈষ্ণবী বিষ্ণু-দৈবত্যা
যজুর্ব্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।"

সায়াহ্নে। "ওঁ সায়াহ্নে সরস্বতী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা শুক্লবর্ণা

দ্বিভুজা ত্রিশূল-ডমরুকরা বৃষভাসনারূঢ়া বৃদ্ধা
রুদ্রাণী রুদ্রদৈবত্যা সামবেদোদাহৃতা ধ্যেয়া।"

ত্রি-সন্ধ্যা ধ্যান মন্ত্র। (পুরুষরূপে)

প্রাতে। "ওঁ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষ-সূত্র-কমণ্ডলুকরং
হংসাসনসমারূঢ়ং ব্রহ্মাণং (নাভিদেশে) ধ্যায়েৎ।"

মধ্যাহ্নে। "ওঁ নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-
হস্তং গরুড়াসনারূঢ়ং (হৃদি) কেশবং ধ্যায়েৎ।

সায়াহ্নে। "ওঁ শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরমর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং
ত্রিনেত্রং বৃষভস্থং (ললাটে) শম্ভুং ধ্যায়েৎ।"

জ্যোতিঃস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সাকার ও নিরাকার ভাবে অখণ্ড মণ্ডলাকারে বিরাজমান। আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রে সূর্য্য অবস্থিত এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে সচন্দ্র পৃথিবী (তৎ সহ আমরা) ও গ্রহগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। তিনি যেন সূত্রের দ্বারা মালা গাঁথিয়া গ্রহগণকে স্বহস্তে ধরিয়া আছেন। সৌরজগতের এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াই ধ্যানমন্ত্রগুলি রচিত। সুধিগণ মন্ত্রস্থ প্রত্যেক অক্ষরের ও শব্দের অর্থ জানিয়া গভীর চিন্তা করিলে সমস্ত উপলব্ধি ও জ্ঞান-চক্ষে দর্শন করিতে পারিবেন।

প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও প্রদোষকালীন সূর্য্যই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র।

কেবল অবস্থা ও ক্রিয়া ভেদ মাত্র। যেমন একই ব্যক্তি মেজিষ্ট্রেট্, কলেক্টর এবং ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যান। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা প্রবন্ধান্তরে প্রদত্ত হইবে। চন্দ্রই (শুক্লা তৃতীয়ার চন্দ্র মনে করুন) প্রভাতে ব্রহ্মারূপ সূর্য্যের কমণ্ডলু, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপ সূর্য্যের শঙ্খ এবং প্রদোষে রুদ্ররূপ সূর্য্যের ললাট ভূষণ। গায়ত্রী ও সন্ধ্যাদি করিতে করিতে বিষয়টী মনোমধ্যে ফুটিয়া উঠিবে। শব্দের বিবিধ ব্যুৎপত্তিগত অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পর পৃষ্ঠার চিত্র দর্শনে কতকটা উপলব্ধি হইবে।
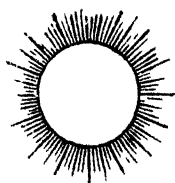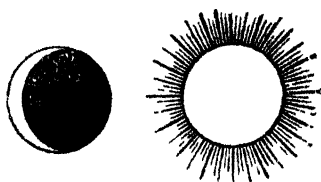
ত্রি-সন্ধ্যার ধ্যেয় চিত্র।
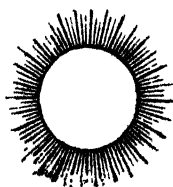
সামবেদীয় সন্ধ্যা প্রকরণ।

১। ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ।
শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ॥

অন্বয়ঃ। ধন্বন্যাঃ আপঃ নঃ শং (কুর্ব্বন্তু ইত্যুহ্য); নূপ্যাঃ আপ :শমন সন্তু, সমুদ্রিয়া আপঃ নঃ শং (কুর্ব্বন্তু); কূপ্যাঃ আপঃ শমনঃ সন্তু।

অর্থ। ধন্বন্যা মরুদেশোৎপন্নানি; (মেঘোৎপন্নানি বা) আপঃ=জলানি নঃ অস্মাকং, শং-মঙ্গলং, কল্যাণং, (কুর্ব্বন্তু ইতি উহ্য)। নূপ্যাঃ অনুপদেশোৎপন্নানি, আপঃ-জলানি, শমনঃ-কল্যাণদায়িকাঃ, সন্তু ভবন্তু, সমুদ্রিয়া সাগরোৎপন্নানি; আপঃ=জলানি, নঃ=অস্মাকং শং=কল্যাণং (কুর্ব্বন্তু), কূপ্যাঃ=কূপোৎপন্নানি; আপঃ= জলানি সমন -কল্যাণদায়িকা, সন্তু ভবন্তু।

মরুদেশোৎপন্ন বা মেঘোৎপন্ন বারি, জলময় দেশীয় বারি, সমুদ্রের বারি এবং কূপোদক এই সমস্তই আমাদের কল্যাণদায়ক হউন। ইহা দ্বারা সমস্ত জলেরই উপাসনা প্রতিপাদিত হইতেছে। প্রধান চারিটির নামোল্লেখ হইয়াছে মাত্র। স্থূলবুদ্ধি কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিতে পারেন, জলের আবার উপাসনা কেন? তদুত্তরে উক্ত হইতেছে যে জলই জীবের জীবন। জল হইতেই জীবের উৎপত্তি। জলই দেবতা,- কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে বিশ্বমধ্যে বিরাজ করিতেছেন; জলের শক্তি অসাধারণ। জল শিবের অষ্টমূর্ত্তির অন্যতম।

পরমাত্মা পরমপুরুষ স্বকীয় শরীর হইতে প্রজা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা ও চিন্তা মাত্র প্রথমতঃ জলের সৃষ্টি করিলেন। এবং তাহাতে আপন শক্তি বীজ অর্পণ করিলেন। অর্পিত বীজ সুবর্ণ বর্ণোপম প্রভাকর সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট এক অণ্ডে পরিণত হইল। ঐ অণ্ডে তিনিই সর্ব্বলোক

'পতামহ ব্রহ্মারূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। নর অর্থে পরমাত্মা; নর হইতে সর্ব্বাগ্রে প্রসূত হেতু অপত্যার্থে জলকে নারা বলে এবং নারা জল ও জীব) ব্রহ্মারূপে অবস্থিত পরমাত্মার সর্ব্ব প্রথম অয়ন (আশ্রয়) হেতু তাঁহাকে (পরমাত্মাকে) নারায়ণ বলে। ইহা স্মৃতির উক্তি।

"আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।

তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥" মনু। অ১।১০।

"নরাণাং সমূহঃ নারং তস্য অয়নং যথা তস্যেমানি চ ভূতানি নারাণীতি প্রচক্ষতে, তেষামপ্যয়নং যস্মাৎ তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥"

সমুদ্রোপরি ভাসমান বটপত্রে নারায়ণের অবস্থান স্মরণ করুন। মাতৃগর্ভে গর্ভকোষস্থ জীবের অবস্থান স্মরণ করুন। চতুর্দ্দিকে সমুদ্র বেষ্টিত বসুন্ধরার মধ্যস্থিত মানবগণের অবস্থান চিন্তা করুন। চিন্তা করিতে করিতে জলের প্রাধান্য উপলব্ধি হইবে।

বিজ্ঞান প্রভাবে জলের দ্বারা কত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তাহা একবার লক্ষ্য করুন। আহারের পরিবর্ত্তে উষ্ণোদক পানে কিছুদিন জীবিত থাকিতে পারা যায়। জলের অসীম ক্ষমতা আছে। এই জন্যই জলের উপাসনা। এই জন্যই উপাসনাদি কার্য্যারম্ভে জলের দ্বারা আচমন পূর্ব্বক শুদ্ধি সম্পাদন।

২। ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥

অন্বয়ঃ। দ্রুপদাৎ (বৃক্ষমূলাৎ) ইব মুমুচানঃ (মুক্তঃ) স্বিন্নঃ (ঘর্ম্মাক্তো জনঃ) স্নাতঃ (স্নানসম্পন্নো জনঃ) মলাৎ (মুক্ত ইব) পবিত্রেণ (আজ্যসংস্কারক বেদাদি মন্ত্রেণ) আজ্যং (ঘৃতং) পূতং (পবিত্রং) ইব আপঃ (জলানি) মা (মাম্) এনসঃ (পাপাৎ) শুন্ধন্তু (পবিত্রং কুর্ব্বন্তু)।

বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশনে যেরূপ ঘর্ম্মাক্ত শরীরের স্বেদাপগম হইয় দেহ শীতল হয়, স্নানান্তে যেমন শরীর পরিষ্কৃতও ঘৃত পবিত্র কারক বেদ মন্ত্রে যেমন ঘৃত পবিত্র হয়, তদ্রূপ জল সমূহ আমাকে পাপ হইতে মুক্ত ও পবিত্র করুন।

৩। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তান উর্জ্জে দধাতন। মহেরণায় চক্ষসে ॥

অন্বয়ঃ। আপঃ (হে জলানি) হি (যস্মাৎ য়ূয়ং) ময়ঃ (সুখং) ভুব (জনয়িত্র্যাঃ) ষ্ঠাঃ (স্থ, ভবথ) তা (তস্মাৎ) নঃ (অস্মান্) উর্জ্জে (অন্নায় দধাতন (স্থাপয়ত) মহে (মহতে—শ্রেষ্ঠায়) রণায় (রমণীয়ায়) চক্ষসে (দর্শনায় , দধাতনেতি সম্বন্ধ)।

অর্থ। হে জলরাশি! বিভিন্ন রূপে আপনারা আমাদের সর্ব্বতো ভাবে সুখদায়ক হইয়াছেন। আপনারা (ইহকালে) আমাদিগকে অন্ন দান করুন, এবং (পরকালে) আমাদিগকে পরম রমণীয় ও পবিত্র দর্শনে অর্থাৎ মুক্তি ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থ করুন।

৪। ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতী রিব মাতরঃ ॥

অন্বয়ঃ। (হে আপঃ) উশতীঃ (ইচ্ছন্ত্যঃ) মাতরঃ (জনন্যঃ) ইব ব (যুষ্মাকং) শিবতমঃ (অতিশয় কল্যাণ দায়কঃ) রসঃ (নির্য্যাসঃ, পরমার্থ.) তস্য (রসস্য) ইহ (অস্মিন্ লোকে) নঃ (অস্মান্) ভাজয়ত (ভাগিনঃ কুরুত)।

অর্থ। হে জল সমূহ! মাতার ন্যায় আমাদিগকে আপনাদের কল্যাণ দায়ক রসের (জলের যে সার বস্তু তাহার) ভাগী করুন। জননীর স্তন্যে যেরূপ শিশু প্রতিপালিত হয়, তদ্রূপ জলের সার শ্রেষ্ঠ পানীয়ের দ্বারা জীবের মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে।

৫। ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ।

অন্বয়ঃ। আপঃ (জলানি) বঃ (যুষ্মাকং) তস্মৈ (তস্মিন্ রসে) অরং (অলং পর্য্যাপ্তিং) গমাম (গচ্ছামঃ) (যস্য রসক্ষয়ে) নঃ (অস্মান্) জিন্বথ (প্রীণয়থ) তস্মৈ ক্ষয়ায় (তস্য বসস্য ক্ষয়ার্থম্)।

অর্থ। হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা! আপনার যে পবিত্র রসের ক্ষরণে (জগৎবাসীর) তৃপ্তি সাধন করিতেছেন, সেই পবিত্র রস যেন আমরা পর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হইতে পারি। "জল" দেবতা, ইহার তিনটী মূর্ত্তি—স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ। পরমেশ্বরের জলভাণ্ডার রাশিচক্রের জলরাশিতে কারণরূপে, আকাশে সূক্ষ্মরূপে (বাষ্পরূপে) এবং অর্ণবাদিতে স্থূলরূপে অবস্থিত। কর্কটরাশিতে সমুদ্র জল, মীন রাশি গঙ্গাদি নদী, তড়াগ ও স্বচ্ছ সরোবরের জল এবং বিছা রাশি ঘোলা আবিল থানা ডোবার নর্দ্দামার অপবিত্র জল।

আধিভৌতিক হিসাবে ধরিলে সলিলের দ্বারা জগতের অসীম উপকার সাধিত হইতেছে। যথা, ১। জলের দ্বারা শস্যাদি উৎপন্ন হয়। ২। অতি উত্তাপে জলের দ্বারা দেহ সুশীতল হয়। ৩। জলের দ্বারা হৃদয়স্থ যন্ত্র সকল সঞ্চালিত হয়। ৪। পানীয় জলের দ্বারা জীবের জীবন রক্ষা হয়। ৫। জলের জীব মঙ্গল-কারিণী শক্তির দ্বারা জগতের নানা উপকার সাধিত হইতেছে। ৬। জলের দ্বারা নানাপ্রকার কল কারখানাদি চলিতেছে। বায়ু, অগ্নি, জল বা বায়ু, পিত্ত, কফ দেহের মধ্যে কার্য্যকরী প্রধান তিনটী উপাদান।

সুধিগণ চিন্তার দ্বারা জলের অসীম উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। জল অপরিষ্কার হইলে স্বাস্থ্য হানি হয়। ঋষিগণ জ্ঞাননেত্রে জলের অসীম ক্ষমতা দর্শনে "জল" যে দেবতা তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্যই

জলের উপাসনা। সৃষ্টির কারণরূপী জল। জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ। বরুণ শব্দের উৎপত্তিগত অর্থ হইতে বরুণের দেবত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে।

বৃঞ—বরণে, বর ঈপ্সায়াং, এই ধাতু হইতে উণাদি উনন্ প্রত্যয় হইয়া "বরুণ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে।

"যঃ সর্ব্বান্ শিস্টান্ মুমুক্ষূন্ ধর্ম্মাত্মনো বৃণোত্যথবা যঃ শিষ্টৈর্মুমুক্ষুভির্ধর্ম্মাত্মভির্ব্রিয়তে বর্য্যতে বা স বরুণঃ পরমেশ্বরঃ"।

যিনি আত্মযোগী, বিদ্বান্, মুমুক্ষু এবং ধর্ম্মাত্মাদিগকে স্বীকার করেন অথবা শিষ্ট, মুমুক্ষু এবং ধর্ম্মাত্মাদিগের গ্রহণীয় হয়েন, তাদৃশ ঈশ্বরের নাম "বরুণ্"। অথবা "বরুণো নাম বরঃ শ্রেষ্ঠঃ" পরমেশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার নাম "বরুণ"।

জল শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ;—

জল ঘাতনে, এই ধাতু হইতে জল শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে।

"জলতি ঘাতয়তি দুষ্টান্, সংঘাতয়তি—অব্যক্তপরমাণ্বাদীন্ তদ্ ব্রহ্ম জলম্"।

যিনি দুষ্টদিগকে তাড়ন করেন এবং অব্যক্ত ও পরমাণুদিগকে পরস্পর সংযুক্ত ও বিযুক্ত করেন, সেই পরমাত্মার নাম "জল"। পীত জল উদরস্থ হইয়া তিন ভাগে বিভক্ত হয়; স্থূলাংশ মূত্র, মধ্যমাংশ শোণিত ও সূক্ষ্মাংশ প্রাণ হয়।

ঋষিগণ জলের এই মাহাত্ম্য বুঝিয়া জলের উপাসনা কবিতেন। নারদ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে;—

"মহজ্জলং মহাবিষ্ণোঃ প্রত্যেকং লোমকূপতঃ।
মহাবিষ্ণুর্জ্জলাধারঃ সর্ব্বাধারো মহজ্জলম্॥" ২অঃ২রাঃ।

সৃষ্টির পূর্ব্বাভাষ ও ক্রমবিকাশ।

৬। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
তেতা রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ॥

৭। ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী॥

৮। ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥

অন্বয়ঃ। ঋতং (একাক্ষরং ব্রহ্ম—ওঁকারঃ) চ সত্যং (নিত্যং ব্রহ্ম) ১ (আসীৎ) (ততঃ) রাত্রি অজায়ত, ততঃ (প্রলয়াবসানে, সৃষ্টারম্ভে) ৩পসঃ (দৈববলাৎ) সমুদ্রঃ (আকাশ সমুদ্রঃ) অর্ণবঃ (অর্ণঃ পানীয়ং ৩দস্যাস্তীতি অর্ণবঃ পানীয়জলভাণ্ডারঃ) অজায়ত (সমুৎপন্নঃ) অভীদ্ধাৎ (অভি সর্ব্বতোভাবেন ইদ্ধাৎ লব্ধবৃত্তেঃ) ধাতা (স্রষ্টা) মিষতঃ (প্রকটী ভবতঃ) বিশ্বস্য (জগতঃ) বশী (প্রভুঃ) যথাপূর্ব্বং (পূর্ব্বকল্পবৎ)। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ (সূর্য্যচন্দ্রৌ) অহোরাত্রাণি (দিনযামিনীঃ) অকল্পয়ৎ (কল্পিতবান্) ততঃ (তদনন্তরং) সংবৎসরঃ (বৎসরঃ) অজায়ত (সমুৎপন্নঃ) অথ (অনন্তরং) দিবঞ্চ (স্বর্গঞ্চ) পৃথিবীঞ্চ (বসুন্ধরাঞ্চ) অন্তরীক্ষং (নভোমণ্ডলং) স্বঃ (স্বর্লোকঃ)।

সৃষ্টির পূর্ব্বে ঋতং অর্থাৎ ওঁকার রূপ ব্রহ্ম এবং সত্যং অর্থাৎ সত্য স্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন; আর কিছুই ছিল না। সেই মহাপ্রলয় অবস্থায় সমস্ত আকাশ অন্ধকারে পূর্ণ ছিল। সেই অন্ধকার অবস্থাই ব্রহ্মার রাত্রি। মহাপ্রলয়াবসানে অর্থাৎ ব্রহ্মরাত্রির উষাকালে পূর্ব্ব কল্পের জীবগণের অদৃষ্ট কর্ম্মফল ভোগের জন্য আকাশ ও অর্ণব উৎপন্ন হইল। পূর্ব্বকল্পে জীবগণ যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছিল, প্রলয়কালে সমস্ত ধ্বংস হইলেও তাহাদের

সেই কর্ম্মফল ধ্বংস হয় নাই। শুভাশুভ কর্ম্মফল সূক্ষ্মাকারে তাহাদে
সহিত বর্ত্তমান ছিল।

"আকাশমুৎপততু গচ্ছতু বা দিগন্তম্।
অম্ভোনিধিং বিশতু তিষ্ঠতু বা যথেষ্টম্॥
জন্মান্তরার্জিতং শুভাশুভকৃন্নরাণাম্।
ছায়েব ন ত্যজতি কর্ম্মফলানুবন্ধিঃ॥" শিলূহন সংহিতা।

এই বিষয়টি স্মরণ রাখিয়া ধীমান ব্যক্তিগণ সংসারক্ষেত্রে কার্য্য করিবেন

আকাশ ও অর্ণব উৎপন্ন হইলে পর সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলে অর্থাৎ জাগরিত হইলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় পুনরায় সমস্ত সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি সমস্ত সৃজন করিয়া তাহাদের ভ্রমণ-পথ (orbit) নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ঐ সকলের ভ্রমণ বশতঃ দিবা রাত্রি হইতে আরম্ভ হইল। যদি পৃথিবী ও চন্দ্র স্ব স্ব কক্ষায় ভ্রমণ না করেন, তাহা হইলে পৃথিবীর অর্দ্ধাংশে জীবগণের চিরকাল দিনই থাকিবে এবং অপরার্দ্ধাংশের চিরকাল রাত্রি থাকিবে। মাস ঋতু বৎসর কিছুই হইবে না; সুতরাং জাগতিক ব্যাপার কিছুই চলিবে না। ব্রহ্মার এই জগৎ সৃষ্টির অবস্থায় তিনিই বিশ্বকর্ম্মা নামে অভিহিত হয়েন।

সৃষ্টি বিষয়ে ছান্দোগ্যের মত। ৩য় অঃ ১৯ খঃ।

১। আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশস্তস্যোপব্যাখ্যানমসদেবেদমগ্র আসীৎ তৎ সদাসীৎ তৎ সমভবৎ তদাণ্ডং নিরবর্ত্তত তৎ সম্বৎসরস্য মাত্রামশয়ত তন্নিরভিদ্যত তে আণ্ডকপালে রজতং চ সুবর্ণঞ্চাভবতাম্।

টীকা। আদিত্যঃ ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ উপদেশঃ তস্য উপব্যাখ্যান

ক্রিয়তে। ইদং জগৎ অগ্রে সৃষ্টেঃ প্রাক্ অসৎ অব্যাকৃতনামরূপং অনিস্পন্দং স্তিমিতম্ এব আসীৎ। তৎ ততঃ লব্ধপরিস্পন্দম্ ঈষদুপজাতপ্রবৃত্তি আসীৎ। তৎ ততঃ সমভবৎ অল্পতরনামরূপব্যাকরণেন অঙ্কুরীভূতং বীজম্ ইব ক্রমেণ স্থূলী ভবৎ। তৎ ততঃ অদ্ভ্যঃ অণ্ডং নিরবর্ত্তত অজায়ত তৎ অণ্ডং সম্বৎসরস্য মাত্রাং অশয়ত। তন্নিরভিদ্যত উর্দ্ধাধোভেদেন ভিন্নম অভবৎ। তে আণ্ডকপালে দ্বে রজতং চ সুবর্ণং অভবতাং সংবৃত্তে।

আদিত্যকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে উপাসনা করিবে, এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অসং অর্থাৎ নামরূপ রহিত ও স্পন্দন রহিত ছিল। পরে অসৎ পদার্থ লব্ধপরি স্পন্দ ও ঈষৎ প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইল। তৎপরে অল্পতর নামরূপ ব্যাকরণ দ্বারা অঙ্কুরীভূত বীজের ন্যায় ক্রমশঃ স্থূল হইল। তদনন্তর জল হইতে অণ্ড উৎপন্ন হইল। ঐ অণ্ড সম্বৎসরকাল পূর্ব্ববৎ রহিল। তৎপরে উর্দ্ধ ও অধো ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত হইল। উক্ত বিভাগদ্বয়ের একভাগ রজত ও অপর ভাগ সুবর্ণ হইল।

২। তদ্ যদ্ রজতং সেয়ং পৃথিবী যৎ সুবর্ণং সা দৌর্য্যর্জ্জরায়ু তে পর্ব্বতা যদুল্বং সমেঘোনীহারো যা ধমনয়স্তা নদ্যো যদ্ বাস্তেয়মুদকং স সমুদ্রঃ।

রাজত অণ্ডার্দ্ধ পৃথিবী ও সৌবর্ণ অণ্ডার্দ্ধ স্বর্গ হইল। উক্ত অণ্ডের অন্তর্গত গর্ভবেষ্টন স্থূলাংশ পর্ব্বত হইল। (উল্বং) গর্ভবেষ্টন সূক্ষ্মাংশ মেঘসহিত নীহার হইল। গর্ভস্থ নাড়ী সকল নদী হইল। উক্ত গর্ভের মূত্রাশয়স্থ জলই সমুদ্র হইল।

৩। অথ যৎ তদজায়ত সোঽসাবাদিত্যস্তং জায়মানং ঘোষা উলূলবোঽনূদতিষ্ঠন্ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামাস্তস্মাৎ তস্যোদয়ং প্রতি প্রত্যায়নং প্রতি ঘোষা উলূলবোঽনুত্তিষ্ঠন্তি সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামাঃ।

ঐ অণ্ডের অন্তর্গত গর্ভ আদিত্য। ঐ আদিত্যের উৎপত্তি সময়ে সর্ব্ব-প্রাণি ও সকল পদার্থের উৎপত্তি-নিমিত্তক একটী মহান্ শব্দ হইল। তদবধি আদিত্যের উদয় ও অস্তকালে প্রত্যহ একটী মহান্ শব্দে উত্থিত হয়। যে জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা জানিয়া আদিত্যকে ব্রহ্ম দৃষ্টিতে উপাসনা করেন তিনি তদ্ভাব প্রাপ্ত হয়েন; তিনি কীর্ত্তিমান ও আনন্দিত হয়েন।

স্থষ্টি বিষয়ে যোগী-যাজ্ঞবল্ক্যের মত।

হৈরণ্যং মণ্ডলং দীপ্তং তপোজ্ঞানসমুদ্ভবম্।
একং দ্বাদশধা ভিন্নমদিতিস্তমজীজনৎ॥
যস্যোল্বাদুত্থিতো মেরুরুধিরাৎ সপ্তসিন্ধবঃ।
পর্ব্বতাশ্চ জরায়ুথা নদ্যো ধমনিসম্ভবাঃ।
দ্যৌশ্চাপি পৃথিবী চৈব কপালে দ্বে ব্যবস্থিতে।
মধ্যোঽন্তরিক্ষমভবৎ ত্রৈলোক্যস্যৈব সম্ভবঃ॥
এতে হ্যণ্ডকপালে দ্বে অপাং মধ্যে ব্যবস্থিতে।
একং ধাত্রী সমভবদ্ দ্বিতীয়ং নন্দনং বনম্॥
তন্মধ্যাৎ যঃ শিশুর্জ্জাতো মার্ত্তণ্ডঃ সবিতা তু স॥

স্থষ্টি বিষয়ে পঞ্চদশীর মত।

তমঃ প্রধানে প্রকৃতেস্তদ্ভোগায়েশ্বরাজ্ঞয়া।
বিয়ৎপবনঃতেজোঽম্বুভূবোভূতানি জজ্ঞিরে॥

শিব সংহিতার মত।

আকাশদ্বায়ুরাকাশপবনাদগ্নিঃ সম্ভবঃ।
খবাতাগ্নে জলং ব্যোমবাতাগ্নিবারিতো মহী।

উক্ত উভয় গ্রন্থের মতেই নিম্নোক্ত ক্রমানুসারে পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, আকাশ ও বায়ু হইতে অগ্নি (সূর্য্য) আকাশ, বায়ু ও অগ্নি হইতে জল এবং পূর্ব্বোক্ত চারিভূত হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।

পরব্রহ্ম নির্গুণ হইলে ও তাঁহা হইতে এই যে পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে ইঁহারা সগুণ। এই পঞ্চভূত এবং মন (চন্দ্র), বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এই অষ্ট দেবমূর্ত্তি দ্বারা সমস্ত জাগতিক ব্যাপার সম্পাদন হইতেছে। এই অষ্ট পদার্থই শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট সখি। গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন ;—

"ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খংমনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কারোইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি অষ্টধা॥"

এই অষ্ট বস্তুই আবার শিবের অষ্টমূর্ত্তি বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এবং ইহাই ব্রহ্মের অষ্টাঙ্গ বলিয়া কথিত হয়।

সাধারণ জনগণের মধ্যে একটি প্রচলিত কথা আছে,—"আহ্লাদে আটখানা হয়েছে।" ইহার অর্থ এরূপ নহে যে "হাতটা একদিকে, পা আর একদিকে, মাথাটা একদিকে ইত্যাদি।" ইহার প্রকৃত মূলীভূত অর্থ "যেন পূর্ব্বোক্ত অষ্টাঙ্গ সমস্ত পৃথক্ হইয়া গেল।" ইহাই বচনের ভাবার্থ।

পঞ্চ তত্ত্বের গুণ।

শিবসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, আকাশের শব্দগুণ, বায়ুর স্পর্শগুণ, অগ্নির গুণ রূপদর্শন, জলের গুণ রস লক্ষণ ও পৃথিবীর গুণ গন্ধ। আকাশের এক গুণ, বায়ুর দুইটি, অগ্নির তিনটি, জলের চারিটি এবং পৃথিবীর পাঁচটি গুণ আছে। পৃথিবীর গন্ধ গুণ হেতু পৃথিবীর নাম হইয়াছে গন্ধবতী।

পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করেন বলিয়া পৃথিবীর নাম হইয়াছে খগবতী। এরূপ জাজ্জ্বল্য প্রমাণ থাকিতেও আধুনিক স্থূল বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, "হিন্দুগণের মতে পৃথিবী অচল"!

এত প্রকাণ্ড স্থূল জগৎ কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইল? এই প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে জাগরিত হইতে পারে। তাহা বুঝাইবার জন্য ঋষি বলিতেছেন ;— মুণ্ডকোপনিষৎ ১মুঃ ১ম খঃ।

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাচ্চ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥"

যেরূপ ঊর্ণনাভি অর্থাৎ মাকড়সা স্বীয় শরীর হইতে তন্তু সকল বাহির করিয়া জাল বিস্তার করে এবং ঐ তন্তু সকল পুনঃ স্বীয় শরীরে টানিয়া লয়, যেমন পৃথিবী হইতে ব্রীহি, ধান্যাদি ওষধি সকল জন্মে, যেমন পুরুষ হইতে যথাকালে স্বভাবতঃ কেশ ও লোম সকল উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে এই চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বের উদাহরণ সমষ্টি ভাবের ; নিম্নে ব্যষ্টিভাবে আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

"ঊর্ণনাভির্যথা তন্তূন্ সৃজতে সংহরত্যপি।
জাগ্রৎ স্বপ্নে তথা জীবো গচ্ছত্যাগচ্ছতে পুনঃ ॥" ব্রহ্মঃ উঃ।

যেরূপ ঊর্ণনাভি নিজাভ্যন্তর হইতে তন্তু সকল বিস্তার করিয়া পুনবার দেহ মধ্যে গুটাইয়া লয়, তদ্রূপ জীব জাগ্রৎ কালে স্বীয় ইন্দ্রিয়াদি অঙ্গ সকল প্রসারণ করিয়া পুনরায় স্বপ্নাবস্থায় আপনাতেই সংহৃত করে।

সন্ধ্যার উচ্চতর স্তর।

"যদাত্মা প্রজ্ঞয়াত্মানং সন্ধত্তে পরমাত্মনি।
তেন সন্ধ্যা ধ্যানমেব তস্মাৎ সান্ধ্যাভিবন্দনম্ ॥
নিরোদকা ধ্যানসন্ধ্যা বাক্কায়ক্লেশবর্জ্জিতা।
সন্ধিনী সর্ব্বভূতানাং সা সন্ধ্যা হ্যেকদণ্ডিনাম্ ॥" ব্রহ্মঃ উঃ।

আত্মা ও পরমাত্মার চিন্তাকেই সন্ধ্যা বলে। যে সময়ে বুদ্ধি ও গভীর গবেষণা দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার সন্ধান করা হয় অর্থাৎ জীব ও

পরমাত্মার অভেদ চিন্তা করা হয়, তাহাকে সন্ধ্যা বলে। সুতরাং আত্মধ্যান সন্ধ্যা শব্দের বাচ্য। এই হেতু সন্ধ্যাবন্দন অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ধ্যানরূপ সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে জলের প্রয়োজন নাই। ইহাতে মন্ত্রোচ্চারণ জনিত বাগিন্দ্রিয়ের ও দেহের কোন ক্লেশ নাই। এই সন্ধ্যার দ্বারাই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। ইহা দণ্ডিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

যেমন দুগ্ধের মধ্যে ঘৃত বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে পরমাত্মা বিদ্যমান আছেন। তিনি মনোবাণীর অতীত হইলেও যে মহাপুরুষ তাঁহাকে ধ্যানের দ্বারা অনুভব করিতে পারেন, তিনি সমস্ত দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন এবং অপার আনন্দলাভ করেন।

ঋক্ ও যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যামন্ত্রাদি প্রায় সামবেদীয়ের মত।

সাবিত্রীর ধ্যান।

"মাতা চতুর্ণাং বর্ণানাং বেদাঙ্গানাঞ্চ ছন্দসাম্।
সন্ধ্যাবন্ধনমন্ত্রাণাং তন্ত্রাণাঞ্চ বিচক্ষণা॥
দ্বিজাতি-জাতিরূপা চ জপরূপা তপস্বিনী।
ব্রহ্মণ্য তেজো রূপা চ সর্ব্বসংস্কাররূপিণী॥
পবিত্ররূপা সাবিত্রী গায়ত্রী ব্রহ্মণঃ প্রিয়া।
তীর্থানি যস্যাঃ সংস্পর্শং বাঞ্ছন্তি হ্যাত্মশুদ্ধয়ে॥
শুদ্ধস্ফটিকসংকাশশুদ্ধসত্ত্বসরূপিণী।
পরমানন্দরূপা চ নির্ব্বাণপদদায়িনী।
ব্রহ্মতেজোময়ী শক্তিস্তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা॥" দেঃ ভাঃ ৯।১

সাবিত্রী ও গায়ত্রী পরব্রহ্মের তেজোময়ী শক্তি ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সাদা কথায় তাঁহার ঘরের গিন্নি; (শক্ ৯ শক্তৌ শক্ ধাতু ভাবে ক্তি

প্রত্যয়ঃ।) এই ধাতু হইতে শক্তি শব্দ সিদ্ধ। "যঃ সর্ব্বং জগৎ কর্ত্তুং শক্নোতি স শক্তিঃ"।

যিনি স্বীয় শক্তিবলে অসংখ্য সৌর জগৎ সৃষ্টি করিয়া আকাশ মধ্যে ধারণ করিয়া আছেন এবং যিনি ইহা ইচ্ছানুসারে রক্ষণাবেক্ষণ এবং ধ্বংস করিতে সমর্থ সেই পরমেশ্বরের নামই "শক্তি"। শক্তি শব্দ ব্যাকরণে স্ত্রীলিঙ্গ এই হেতু তিনি স্ত্রীরূপে পূজিত হয়েন। সাবিত্রী ও গায়ত্রীই এই শক্তি। ইনিই দুর্গা, ইনিই চণ্ডী। ইনি চারি বর্ণের মাতা, মাতার নিকট সকল সন্তানের অধিকার সমান।

সবিতা ও গায়ত্রী মধ্যে বাচ্য বাচক সম্বন্ধ।

"বাচ্য বাচক সম্বন্ধো গায়ত্র্যাঃ সবিতুর্দ্বয়োঃ।
বাচ্যোঽসৌ সবিতা সাক্ষাৎ গায়ত্রী বাচিকা পরা॥
তাং দেবীমুপতিষ্ঠন্তে ব্রাহ্মণা যে জিতেন্দ্রিয়াঃ।
সূর্যলোকং তে প্রয়ান্তি ক্রমান্মুক্তিঞ্চ পার্থিব॥" পাদ্মে।

গায়ত্রী স্পর্শে আত্মার ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি।

"যথা স্পর্শমণিস্পর্শাৎ তাম্রোঽপি কাঞ্চনং ভবেৎ।
গায়ত্রীসহিতশ্চাত্মা দ্বিজাত্মা তেন ঈরিতঃ॥" গাঃ তঃ।

জপান্তে গায়ত্রী দেবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা মন্ত্র।

"ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥"

জপান্তে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া একগণ্ডূষ জল দানে গায়ত্রী সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা ও প্রণাম করিতে হয়।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। ওঁ।

ওঁ

চতুর্থ অঙ্গ।—যজ্ঞাহুতি তত্ত্ব।

যজ্ঞের আবশ্যকতা।

যজ্ঞেষু দেবাস্তিষ্ঠন্তি যজ্ঞে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
যজ্ঞেন ধ্রিয়তে পৃথ্বী যজ্ঞস্তারয়তি প্রজাঃ॥
অন্নেন ভূতা জীবন্তি পর্জ্জ্যন্যাদন্নসম্ভবঃ॥
পর্জ্জন্যো জায়তে যজ্ঞাৎ সর্ব্বং যজ্ঞময়ং ততঃ॥

কালিকা পুরাণ।

যজ্ঞে দেবতা সকল অবস্থিতি করেন বা আবির্ভূত হয়েন। যজ্ঞে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত; যজ্ঞের দ্বারা পৃথিবী ধৃত, রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়েন যজ্ঞ প্রজা বৃদ্ধি করেন; অন্নের দ্বারা মনুষ্যাদি প্রাণী সকল জীবিত থাকে মেঘ হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়; যজ্ঞ হইতে মেঘ উৎপন্ন হয়; সুতরাং সমস্ত জগৎ যজ্ঞময়।

বেদ, উপনিষৎ, ব্রাহ্মণ, গীতা ও পুরাণাদি নানা প্রাচীন গ্রন্থে যজ্ঞের আদেশ, উপদেশ, গুণ ও উপকারিতা সম্বন্ধে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। তন্মধ্যে কথঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। বৈষ্ণব গ্রন্থ "নারদ পঞ্চ রাত্রের" তৃতীয় রাত্রির ৯ম অধ্যায় হোম প্রকরণ।

গীতায় কর্ম্ম যোগোপলক্ষে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন;—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ গীতা ৩। ৯

যজ্ঞ বলিতে বিষ্ণুকে বুঝায়। শ্রুতি অর্থাৎ বেদে আছে "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ।"

অন্বয়ঃ। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণঃ অন্যত্র অয়ং লোকঃ কর্ম্ম-বন্ধনঃ; তদর্থং হে কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সন্ কর্ম্ম সমাচর।

ফল কামনা শূন্য না হইয়া যদি কোন কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইলে সেই কর্ম্ম বন্ধন স্বরূপ হইয়া থাকে। তজ্জন্য ভগবান্ বলিতেছেন "হে কুন্তিনন্দন! শ্রীবিষ্ণুর প্রীত্যর্থে ফল কামনা শূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর।"

ফল কামনা শূন্য কর্ম্ম আর কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম প্রায় একরূপ।

এক ব্যক্তি বিপদে পতিত হইয়াছে, অপর এক ব্যক্তি তাহাকে অর্থাদি দ্বারা সাহায্য করিল। এই সাহায্যের মধ্যে তিনটী ভাব থাকিতে পারে। ১ম—এই ব্যক্তি এক সময় ইহার প্রতি-সাহায্য করিবে। ২য়—এই কার্য্যের দ্বারা সাহায্যকারীর পুণ্য সঞ্চয় হইবে। ৩য়—বিপন্নকে সাহায্য করা, কর্ত্তব্য বোধে সাহায্য করা। ফল কথা যিনি যে ভাবেই করুন, কার্য্যের ফল আছে।

একটী ফল ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি। অপরটী আত্মার উন্নতি ও সদ্গতি। হোমাদি যজ্ঞের দ্বারা জগতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও স্বাস্থ্যোন্নতি হয় এবং ভগবানের প্রতি প্রেম জন্মে। আর অধিকারী ভেদে কর্ম্মক্ষয় হইয়া মুক্তি পথে মন ধাবিত হয়।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপস্যথ॥ গীতা ৩। ১১

অন্বয়ঃ। অনেন দেবান্ (যূয়ং) ভাবয়ত, তে দেবা বঃ ভাবয়ন্তু, (এবং) পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ পরং শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যথ।

এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা আমার দেহস্বরূপ ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে ঘৃতাহুতি দ্বারা ভাবনা ও সন্তুষ্ট কর, এবং সেই দেবতা সকলও বৃষ্টির দ্বারা অন্নাদি উত্তম খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া এবং পবিত্র বায়ু প্রদান করিয়া তোমাদের বৃদ্ধিপ্রদ হউন। এইরূপে দেবগণ (ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, জল ও পৃথিবী) এবং তোমরা পরস্পর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অভীষ্ঠ অর্থ প্রাপ্ত হও।

এই শ্লোকের স্পষ্টার্থ ও ভাবার্থ এই যে, ঘৃতাদি দ্বারা যজ্ঞাহুতি করিলে আকাশ, বায়ু, জল প্রভৃতি সমস্ত পবিত্র হইয়া যায়, সুবৃষ্টি হয় ও স্বাস্থ্যপ্রদ প্রচুর শস্যাদি জন্মে এবং লোক সকল সুস্থ শরীরে নিরোগ অবস্থায় জগতের হিতকর ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করতঃ আনন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। বৈদিক-যুগে এই যজ্ঞাহুতি নিয়মিত রূপে সম্পন্ন হইত। পৌরাণিক যুগে ইহার অভাব হইয়াছিল; তাহা মহাভারতের শান্তি-পর্ব্ব পাঠে অবগত হওয়া যায়। ক্ষণে অল্পে অল্পে আবার ইহার পুনরভ্যুদয় হইতেছে। বৈষ্ণব গ্রন্থে হোমের ব্যবস্থা থাকিলেও বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে হোম একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহা কাল ও যুগ মাহাত্মের ফল।

বৈদিক-হোম।

অগ্নির আবাহন পূর্ব্বক কুশ পত্র প্রদান।

ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্॥

এইটি ঋগ্বেদের প্রথম শ্লোক। ইহার ছন্দ গায়ত্রী।

অগ্নিং দেবং ঈড়ে স্তৌমি। অগ্নিদেবের স্তব করিতেছি।

কিরূপ অগ্নি তাহা বিশেষিত হইতেছে।

পুরোহিতং = সম্মুখে স্থাপিতং। যজ্ঞস্য ঋত্বিজং = যজমানাভ্যুদয়ায় যাগকারীং অগ্নিং। হোতারং = হোমস্য প্রধানত্বেন কর্ত্তৃভূতম্। রত্নধাতমং = রত্নং সুবর্ণং তদ্দধাতি ইতি রত্নধা, অতিশয়েন রত্নধা—রত্নধাতমঃ তং, ধনদাতারং।

হোতা শব্দের ব্যুৎপত্তি—(হু দানাদানয়োঃ আদানে চেত্যেকে)।

পরস্মৈপদী হু ধাতুর অর্থ—হোম, ভক্ষণ, দান, আদান এবং প্রীণন। "য জুহোতি স হোতা।" পরমেশ্বর জীবদিগের সম্বন্ধে দেয় পদার্থের দাতা এবং গ্রহণীয় পদার্থের গৃহীতা বলিয়া তাহার নাম "হোতা" হইয়াছে

অগ্নির আবাহন মন্ত্র।

"ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।
নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥"

বীতয়ে—ভক্ষণায়, অস্মদ্দত্তস্যান্নস্য ভক্ষণায়। গৃণানঃ—স্তূয়মানঃ হব্যদাতয়ে হব্যং অন্নং তস্য দাতয়ে দানায়। বর্হিষি—আস্তৃতকুশে সৎসি—স্থিতো ভব। নিহোতা নিরবশেষ হোতা সাঙ্গহোমস্য প্রধান সাধনতয়া কর্ত্তৃভূত ইত্যর্থ।

হে অগ্নি! আপনি আগমন করুন ও মৎপ্রদত্ত কুশাসনে উপবেশন করুন। আমরা আপনাকে সু অন্ন প্রদান জন্য স্তব করিতেছি।

ঋগ্বেদের উৎপত্তি অগ্নি হইতে। মনু-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে।

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থং ঋক্-যজুঃ-সামলক্ষণম্॥ মনু ১। ২৩

যজ্ঞকার্য্য সম্পাদানার্থ এবং যজ্ঞ সিদ্ধির হেতু ব্রহ্মা ঋক্, যজুঃ ও সাম সংজ্ঞক বেদত্রয় যথাক্রমে অগ্নি, বায়ু ও রবি হইতে দোহন করিলেন।

যিনি জ্ঞানস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, জানিবার, প্রাপ্ত হইবার এবং পূজা করিবার যোগ্য সেই পরমেশ্বরের নাম "অগ্নি"।

পরমাত্মা অগ্নি প্রণবের দেবতা।

"প্রণবস্য ঋষির্ব্রহ্মা গায়ত্রী ছন্দ এব চ।
দেবোঽগ্নিঃ পরমাত্মা স্যাদ্যোগো বৈ সর্ব্বকর্ম্মসু॥" অঃ পুঃ।

অগ্নির বৈদিক প্রার্থনা।

যাং মেধাং দেবগণাঃ পিতরশ্চোপাসতে। তয়া মামদ্য মেধয়াঽগ্নে মেধাবিনং কুরু স্বাহা ॥ ১ ॥ যজুঃ। অঃ ৩২। মঃ ১৪ ॥

তেজোঽসি তেজোময়ি ধেহি। বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি। বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি। মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি। সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি ॥ ২ ॥

যজুঃ। অঃ ১৯। মঃ ৯ ॥

যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবন্তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি। দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকন্তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥

যেন কর্ম্মাণ্যপসো মনীষিণো যজ্ঞে কৃণ্বন্তি বিদথেষু ধীরাঃ। যদপূর্ব্বং যক্ষমন্তঃ প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥

যৎ প্রজ্ঞানমুত চেতো ধৃতিশ্চ যজ্ জ্যোতিরন্তরমৃতং প্রজাসু। যস্মান্নঽঋতে কিঞ্চন কর্ম্ম ক্রিয়তে তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।

যেনেদং ভূতং ভুবনং ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমমৃতেন সর্ব্বম্। যেন যজ্ঞস্তায়তে সপ্ত হোতা তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু। যস্মিন্নৃচঃ সাম যজূংষি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা রথনাভাবিবারাঃ। যস্মিংশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু। সুষারথিরশ্বানিব যন্মনুষ্যান্নেনীয়তেঽভীশুভির্বাজিনঽইব। হৃৎ প্রতিষ্ঠং যদজিরং জবিষ্ঠং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥

যজুঃ। অঃ ৩৪। মঃ ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬

হে অগ্নে! অর্থাৎ প্রকাশ স্বরূপ পরমেশ্বর! বিদ্বান্, জ্ঞানী এবং যোগিগণ যে বুদ্ধির উপাসনা করেন, তুমি কৃপা করিয়া এই বর্ত্তমান সময়ে আমার সেই বুদ্ধি করিয়া দাও। তুমি প্রকাশ-স্বরূপ, অতএব আমার উপর কৃপা করিয়া প্রকাশ বিস্তার কর। তুমি অনন্ত পরাক্রমযুক্ত, অতএব কৃপা কটাক্ষ করতঃ আমার প্রতি পূর্ণ পরাক্রম বিধান কর। তুমি অনন্ত বলযুক্ত, অতএব আমাকে বল প্রদান কর। তুমি অনন্ত সামর্থ্য যুক্ত, অতএব আমাকে পূর্ণ সামর্থ্য প্রদান কর। তুমি দুষ্কর্ম্মের উপর এবং দুষ্কর্ম্মকারীদিগের উপর ক্রোধকারী; আমাকেও তদ্রূপ কর। তুমি নিন্দা, স্তুতি এবং স্বাপরাধীদিগকে ক্ষমা কর; কৃপা করিয়া আমাকেও তদ্রূপ কর। হে দয়ানিধে! তোমার কৃপা বশতঃ আমার মন জাগ্রৎ অবস্থায় দূর দূর স্থানে গমন করে এবং দিব্যগুণযুক্ত থাকে, এবং সুপ্তাবস্থায় সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়

অথবা স্বপ্নে দূর গমনের তুল্য ব্যবহার করে। সকল প্রকাশকের প্রকাশক ! আমার মন শিব সঙ্কল্পকারী হউক অর্থাৎ আপনার এবং অপব প্রাণীদিপের কল্যান সঙ্কল্পকারী হউক এবং কাহারও হানি করিবার ইচ্ছাযুক্ত না হউক। যাহা দ্বারা ক্রিয়ানিষ্ঠ ধৈর্য্যযুক্ত বিদ্বান্‌গণ যজ্ঞ এবং যুদ্ধাদি কার্য্য করিয়া থাকেন সেই অপূর্ব্ব সামর্থ্যযুক্ত, পূজনীয় এবং প্রজাদিগের অন্তরবস্থিত (আমার) মন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার এবং অধর্ম্ম ত্যাগ করিবার ইচ্ছাযুক্ত হউক। যাহা উৎকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত, অপরের জ্ঞানদায়ী ও নিশ্চয়াত্মক বৃত্তিবিশিষ্ট, যাহা প্রজাদিগের অন্তরে প্রকাশযুক্ত ও নাশরহিত, এবং যাহা ব্যতিত কেহ কোন কার্য্য করিতে পারে না তাদৃশ (আমার) মন শুদ্ধ গুণের ইচ্ছা করিয়া দুষ্ট গুণ হইতে পৃথক্ থাকুক। হে জগদীশ্বর ! যাহা দ্বারা সমস্ত যোগিগণ সমস্ত ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান ব্যবহার জানিতে পারেন, যাহা নাশরহিত জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলিত করিয়া সর্ব্বপ্রকারে ত্রিকালজ্ঞ করে, যাহা দ্বারা জ্ঞানক্রিয়া উৎপন্ন হয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধি ও আত্মা যুক্ত থাকে এবং যাহা যোগরূপ যজ্ঞেব বৃদ্ধি সম্পাদন করে, তাদৃশ (আমার) মন যোগ-বিজ্ঞানযুক্ত হইয়া বিঘ্নাদি ক্লেশ হইতে পৃথক্ থাকুক্। হে পরমবিদ্বান্ পরমেশ্বর ! তোমার কৃপা বশতঃ রথনাভিতে সেরূপ আরা সংলগ্ন থাকে তদ্রূপ যাহাতে ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ এবং অর্থর্ব্ববেদও প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যাহাদ্বারা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপক, প্রজাদিগের সাক্ষী চিত্ত এবং চেতন বিদিত হয়, তাদৃশ (আমার) মন অবিদ্যার অভাবযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা বিদ্যাপ্রিয় রহুক। হে সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর ! রশ্মি দ্বারা অশ্ব যেরূপ অথবা অশ্বনিয়ন্তা সারথি কর্ত্তৃক অশ্ব যেরূপ চালিত হয়, তদ্রূপ যাহা মনুষ্যদিগকে (অতিশয়) ইতস্ততঃ চালিত করিয়া থাকে এবং যাহা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, গতিমান্ এবং অত্যন্ত বেগবান্, তাদৃশ (আমার) মন ইন্দ্রিয়দিগকে রোধ করতঃ সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে চালিত করুক ; তুমি এইরূপ কৃপা কর। প্রার্থনা করণান্তর নিম্নোক্ত মন্ত্রে হোম করিবে।

গায়ত্র্যৈ নমঃ সাবিত্র্যৈ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদমাত্রে চ সাঙ্কৃত্যৈ ব্রহ্মাণী কৌশিকী ক্রমাৎ॥
সাধ্ব্যৈ সর্ব্বার্থসাধিন্যৈ সহস্রাক্ষ্যৈ চ ভূর্ভুবঃ।
স্বরেব জুহুয়াদগ্নৌ সমিধাজ্যং হবিষ্যকম্॥

গারুড়ে ৩৭ অঃ ৪। ৫

ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ, ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ বেদমাত্রে নমঃ, ওঁ সাঙ্কৃত্যৈ নমঃ, ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ, ওঁ কৌশিক্যৈ নমঃ, ওঁ সাধ্ব্যৈ নমঃ, ওঁ সর্ব্বার্থসাধিন্যৈ নমঃ, ওঁ সহস্রাক্ষ্যৈ নমঃ। এই সকল মন্ত্রে পূজা ও ভূর্ভুবঃস্বঃ এই মন্ত্রে সঘৃত সমিধ্ দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে।

অগ্নি-পুরাণোক্ত আহুতির মন্ত্র। (৭৫ অঃ)।

১। ওঁ হাং অগ্নয়ে স্বাহা। ২। ওঁ হাং সোমায় স্বাহা। ৩। ওঁ হাং অগ্নিষোমাভ্যাং স্বাহা। ৪। ওঁ হাং সদ্যোজাতায় স্বাহা। ৫। ওঁ হাং সদ্যোজাত-বামদেবাভ্যাং স্বাহা। ৬। ওঁ হাং সদ্যোজাতবামদেবাঘোরতৎপুরুষেশানেভ্যঃ স্বাহা।

গ্রন্থান্তরে। ওঁ ভূরগ্নয়ে প্রাণায় স্বাহা। ভুবর্বায়বেঽপানায় স্বাহা। স্বরাদিত্যায় ব্যানায় স্বাহা। ভূর্ভুবঃস্বরগ্নিবায়্বাদিত্যেভ্যঃ প্রাণাপানব্যানেভ্যঃ স্বাহা॥

অগ্নির ধ্যান।

সপ্তহস্তং চতুঃশৃঙ্গং সপ্তজিহ্বা দ্বিশীর্ষকম্।
ত্রিপাদং প্রসন্নবদনং সুখাসীনং শুচিস্মিতম্॥
তোমরং ব্যজনং বামে ঘৃতপাত্রং চ ধারয়ন্।
আত্মাভিঃ সুখমাসিনমেবং ধ্যায়েদ্ধুতাশনম্॥

অগ্নিদেবের সাতটী হস্ত আছে; হস্তের দ্বারা জাগতিক কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। সেই সাতটী হাত——১। আকাশ, ২। বায়ু, ৩। তেজঃ ৪। জল, ৫। পৃথিবী; ৬। মনঃ (চন্দ্র), ৭। বুদ্ধি (সূর্য্য)। চতুঃশৃঙ্গ—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। সপ্তজিহ্বা—কালী করালী ইত্যাদি। দ্বিশীর্ষক—বিদ্যা, অবিদ্যা। ত্রিপাদ—সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ। প্রসন্নবদন, সুখাসীন, পবিত্রতাদায়ক; তোমর—আহুতি দিবার কাষ্ঠ পাত্র (শ্রুব)। ব্যজন—চামর, (বায়ু যিনি অগ্নির সখা) বামদিকে অবস্থিত; ঘৃতপাত্র ধারণ করিয়া সুখে অবস্থিত এইরূপ অগ্নিকে ধ্যান করিবে।

আহুতি ও সন্ধ্যাদি উপাসনা করণান্তর সূর্য্যোদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান বিধেয়।

ত্রি-সন্ধ্যায় অশক্ত পক্ষে মধ্যাহ্নে বা স্নানান্তে নিত্য অর্ঘ্যপ্রদান বিধেয়।

শ্রীসূর্যনারায়ণ দেবতাকে অর্ঘ্যপ্রদান মন্ত্র।

"ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে।
ইদমর্ঘ্যং ওঁ ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।"

অর্ঘ্য অর্থে পূজাসামগ্রী বিশেষ বা পূজার উপকরণ। শাস্ত্রে অষ্টপ্রকার অর্ঘ্যের বিষয় উক্ত হইয়াছে যথা,—

"আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রঞ্চ দধি সর্পিঃ সতণ্ডুলম্।
যবঃ সিদ্ধার্থকশ্চৈব অস্টঙ্গোঽর্ঘঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

১। জল, ২। দুগ্ধ, ৩। কুশাগ্র, ৪। দধি, ৫। ঘৃত, ৬। আতপ চাউল, ৭। যব, ৮। শ্বেতসর্ষপ। এই অষ্ট প্রকার দ্রব্যই অষ্টাঙ্গ-অর্ঘ্য।

উক্ত অষ্ট প্রকার অর্ঘ্যের মধ্যে যিনি যাহা সংগ্রহ করিতে পারিবেন তিনি তদ্দ্বারা ভক্তিসহকারে শ্রীসূর্য্যদেবকে উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। নিত্য সকল দ্রব্যের আয়োজনে অসুবিধা হইলে কেবল মাত্র জল দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক অঞ্জলি দিবেন।

মন্ত্রের অর্থ—হে সূর্য্যরূপধারী ব্রহ্ম, তুমি বিষ্ণুর তেজঃস্বরূপ, তুমি স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া জগতকে প্রকাশ করিয়াছ। তুমি সম্পূর্ণ শুদ্ধস্বরূপ। তুমি এই জগৎকে সৃজন করিয়াছ। তুমি সকলকে যথাযথ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ। ভক্তিসহ মৎপ্রদত্ত এই অর্ঘ্য (জল, পুষ্প বা অন্যদ্রব্য) তোমায় অর্পিত হইল। আমি তোমাকে ভক্তি সহ প্রণাম করিতেছি।

সপ্রণব সব্যাহৃতি ও সশিরগায়ত্রী পাঠ ও জপ করণান্তর নিত্য সূর্য্যার্ঘ প্রদান করিলে সহজে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।

যিনি সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে অক্ষম, তিনি ভক্তি পূর্ব্বক নিজের ভাষায় স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া ভক্তিরূপ পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। তাহাতেই তাঁহার কার্য্য হইবে। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।

জ্ঞানাগ্নি, দর্শনাগ্নি ও কোষ্ঠাগ্নি এই অগ্নিত্রয় দেহ মধ্যে আশ্রয় করিয়া আছে। কোষ্ঠাগ্নি চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের পরিপাক করায় জগতে নিরন্তর জৈব হোম চলিতেছে। এইজন্য দেহ চতুর্ব্বিধাহারময়। দর্শনাগ্নি রূপ গ্রহণ করে ও জ্ঞানাগ্নি শুভাশুভ কর্ম্মের বিচার করে।

দর্শনাগ্নি আহবনীয় নামে মুখে, কোষ্ঠাগ্নি গার্হপত্য নামে উদরে এবং জ্ঞানাগ্নি দক্ষিণাগ্নি নামে হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে। দেহ একটী যজ্ঞালয়; আত্মাই দেহের অধিপতি—সুতরাং ইনিই যজমান বা যাগকর্ত্তা। মন ব্রহ্মা, লোভাদিবৃত্তি সকল পশু, ধারণা ও সন্তোষ দীক্ষা, জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল যজ্ঞপাত্র, কর্ম্মেন্দ্রিয় হবির্দ্রব্য, মস্তক কপাল, কেশরাশি কুশ, এবং মুখ অন্তর্ব্বেদী স্বরূপ, আত্মা এই সমস্ত উপকরণ দ্বারা হোম করেন।

যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি-নিষেধ।

বেদোপকরণে চৈব স্বাধ্যায়ে চৈব নৈত্যিকে।
নানুরোধোঽস্ত্যনধ্যায়ে হোমমন্ত্রেষু চৈব হি॥

নৈত্যিকে নাস্ত্যনধ্যায়ো ব্রহ্মসত্রং হি তৎস্মৃতম্।

ব্রহ্মাহুতিহুতং পুণ্যমনধ্যায়বষট্কৃতম॥ মনুঃ ২। ১০৫ ৬

বেদাদি শাস্ত্র অধ্যায়নে ও অধ্যাপনে, নিত্য অনুষ্ঠেয় স্বাধ্যায়ে (অধ্যায়ন বিষয়ে) সন্ধ্যা উপাসনাদি পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে অনধ্যায় বিষয়ক অনুরোধ অর্থাৎ বাধা নিষেধ নাই। কারণ নিত্য অনুষ্ঠেয় কার্য্যে অনধ্যায় হয় না। নিত্যানুষ্ঠেয় জপ-যজ্ঞাদিতে অধ্যায়নের নিষেধ নাই; যে হেতু ইহার বিরাম না থাকাতেই মন্বাদি ঋষিগণ ইহাকে ব্রহ্মসত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনধ্যায়রূপ যজ্ঞ সমাপক বষট্কারেও (যজ্ঞাহুতি মন্ত্রে) বেদাধ্যয়নরূপ আহুতি পুণ্যজনক হয়।

নিত্য অনুষ্ঠেয় পঞ্চ মহাযজ্ঞ।

পাঠো হোমশ্চাতিথীনাং সপর্য্যা তর্পণং বলিঃ।

অধ্যাপনং ব্রহ্ম-যজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞশ্চ তর্পণম্।

হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনম্॥

মনু ৩। ৭০

পঞ্চমহাযজ্ঞ যথা;—১। অধ্যাপন ও অধ্যায়ন; ২। হোম বা যজ্ঞাহুতি, ৩। অতিথি সৎকার বা দরিদ্রকে দান, ৪। তর্পণ বা স্বর্গীয় দেব, ঋষি ও পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশে ভক্তি পূর্ব্বক জলদানাদি তৃপ্তি জনক কার্য্য। ৫। বলি, পূজোপহারাদি—নিকৃষ্ট প্রাণীদিগকে আহার দান। প্রথমোক্তটী ব্রহ্ম-যজ্ঞ, ২য়টী দেব যজ্ঞ, ৩য়টী নৃ-যজ্ঞ, ৪র্থটি পিতৃ-যজ্ঞ এবং ৫মটি ভূত-যজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কর্ত্তব্য পরায়ণ ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণের ইহা যথাসাধ্য নিত্য করা বিধেয়। ঐ সকল কার্য্যের দ্বারা মনুষ্য দেহ ব্রাহ্মণ দেহ প্রাপ্ত হয়। যথা,--

স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ

মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥ মনু, ২। ২৮

(স্বাধ্যায়েন) বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা (ব্রতৈঃ) ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম পালন, (হোমৈঃ) যজ্ঞাহুতি (ত্রৈবিদ্যেন) বেদবিহিত কর্ম্মোপাসনা, জ্ঞান ও বিদ্যাগ্রহণ (ইজ্যয়া) জ্যোতিষ্টোমাদি অপরাপর যজ্ঞ (সুতৈঃ) সন্তানোৎপত্তি (মহাযজ্ঞৈঃ) পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ, (যজ্ঞৈঃ) অগ্নিষ্টোমাদি, শিল্পবিদ্যা ও বিজ্ঞানাদি যজ্ঞ সেবন দ্বারা এই শরীরকে ব্রাহ্মী অর্থাৎ বেদ ও পরমেশ্বরের ভক্তির আধার রূপ ব্রাহ্মণ শরীর করা যায়। এরূপ সাধন ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণ শরীর হইতে পারে না।

ব্রহ্ম-যজ্ঞের নামান্তর ঋষি-যজ্ঞ।

ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথা শক্তি ন হাপয়েৎ॥ মনু ৪।২১।

শক্তি থাকিতে উক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবে না। সন্ধ্যা উপাসনাকেও ব্রহ্মযজ্ঞ কহে।

মহর্ষি পরমহংস শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁহার সত্যার্থ প্রকাশ নামক গ্রন্থে "পিতৃ-যজ্ঞের" যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

পিতৃ-যজ্ঞ অর্থাৎ পঠন পাঠনা সমর্থ বিদ্বান্, ঋষি, মাতা, পিতা প্রভৃতি বৃদ্ধ জ্ঞানী ও পরম যোগীদিগের সেবা করা। পিতৃ-যজ্ঞের দুই ভেদ আছে। প্রথম শ্রাদ্ধ এবং দ্বিতীয় তর্পণ। "শ্রৎ" শব্দের অর্থ সত্য, "শ্রৎ সত্যং দধাতি যয়া ক্রিয়য়া সা শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধয়া যৎ ক্রিয়তে তচ্ছ্রাদ্ধং" যে ক্রিয়া দ্বারা সত্যের গ্রহণ হয়, তাহাকে শ্রদ্ধা এবং শ্রদ্ধানুসারে যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহা "শ্রাদ্ধ"। এবং "তৃপ্যন্তি তর্পয়ন্তি যেন পিতৄন্ তত্তর্পণম্" যে কর্ম্ম দ্বারা বিদ্যমান মাতাপিতাদি পিতৃস্থানীয়গণ তৃপ্ত হয়েন অর্থাৎ প্রসন্ন হয়েন এবং তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করা যায় তাহার নাম তর্পণ। পরন্তু ইহা জীবিতদিগের জন্য, (কেবল) মৃতদিগের জন্য নহে।

তর্পণ বিষয়ক বিশেষ বিবরণ "সত্যার্থ প্রকাশ" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

মহর্ষি শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামিকৃত "কলিযুগে যজ্ঞাহুতি" শীর্ষক উপদেশ "অমৃতসাগর" নামক গ্রন্থের ১২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আহুতির মন্ত্র।—যিনি যে মন্ত্রের ও দেবতার উপাসক তিনি সেই মন্ত্রেই আহুতি দিতে পারেন। যথা ;—ওঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা। ওঁ কৃষ্ণায় স্বাহা। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা। ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা। ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা। ইত্যাদি। স্বাহা অর্থে—দেবোদ্দেশে অগ্নিতে প্রদত্ত ঘৃতাদি, আহুতি প্রদান মন্ত্র। অগ্নির ভার্য্যার নাম স্বাহা। "অমৃত সাগর" নামক গ্রন্থের ১৩৪ পৃষ্ঠায় ইহা অতি সুন্দর ও বিষদভাবে বুঝান হইয়াছে। তথায় নিম্নোক্ত মন্ত্রত্রয় ব্যবহৃত হইয়াছে। ১মে দেবি রূপে—

১। "ওঁ বরদে দেবি পরমজ্যোতির্ব্রহ্মণে স্বাহা।"

তিনি চরাচরকে লইয়া এক অখণ্ডাকারে বিরাজমান ইহা বুঝাইবার জন্য—

২। "ওঁ চরাচর ব্রহ্মণে স্বাহা।"

তিনি নিরাকার সাকার পরিপূর্ণ স্বতঃ প্রকাশ। তাঁহার অতিরিক্ত কেহ বা কিছুই নাই। এই নিমিত্ত তাঁহার কল্পিত নাম বা মন্ত্র,—

৩। "ওঁ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপায় স্বাহা।"

অগ্নি পুরাণোক্ত আহুতির দ্রব্য।

হোম ক্রিয়ায়—ঘৃত, দুগ্ধ, মধু, দধি, পায়স শুক্তি মাত্রায় আহুতি প্রদান করিবে। সর্ব্ববিধ ভক্ষের পরিমাণের যে বিধি তাহা কথিত হইতেছে।

১। লাজ মুষ্টিপ্রমাণ। ২। মূল দ্রব্যের খণ্ডত্রয়। ৩। ফলের স্বপ্রমাণানুরূপ। ৪। অন্নের গ্রাসার্দ্ধ। ৫। সূক্ষ্ম পদার্থ পঞ্চ প্রমাণ। ৬। ইক্ষুর পরিমাণ পর্ব্ব পর্য্যন্ত। ৭। লতার দুই অঙ্গুলি। ৮। পুষ্প

ও পত্র স্ব স্ব প্রমাণানুরূপ। ৯। সমিৎ বা যজ্ঞ কাষ্ঠ দশ অঙ্গুল। ১০। কর্পূর, চন্দন, কাশ্মীর, কস্তুরী, যক্ষকর্দ্দম, ইহাদের পরিমাণ কড়াই সদৃশ। গুগ্‌গুলু কুলের আঁটি প্রমাণ; কন্দের অষ্টম ভাগ এই সকল পরিমাণে যথাবিধি হোম করিবে। ইহা ভিন্ন উপাদেয় সমস্ত সামগ্রী অগ্নিতে আহুতি দিবে। কারণ অগ্নিমুখে দেবতারা আহার করেন।

আহুতি দিবার সময়।

দুই ঘণ্টা রাত্রি থাকিতে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত পূর্ব্ব মুখ হইয়া আহুতি দিবে। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত পশ্চিম মুখ হইয়া আহুতি দিবে। অষ্টম প্রহর যজ্ঞাহুতিস্থলে এক সূর্য্যোদয় সময় হইতে পরদিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত আহুতি চলিবে।

দিক্ সম্বন্ধে বিশেষ বিধি নিষেধ নাই। সুবিধা মত দিক্ নির্ণয় করিবেন। পরমব্রহ্ম দশ দিকেই পরিপূর্ণ।

সগুণ ও নির্গুণ স্তুতি।

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ যজুঃ। অঃ ৪০। ম ৮।

সগুণস্তুতি।—পরমাত্মা সকল বস্তুতে ব্যাপক, শীঘ্রকারী, অনন্ত বলবান্, শুদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ, সকলের অন্তর্যামী, সর্ব্বোপরি বিরাজমান, সনাতন এবং স্বয়ংসিদ্ধ এবং তিনি স্বয়ং জীবাদি সনাতন অনাদি প্রজাদিগকে আপনার সনাতন বিদ্যা দ্বারা বেদ প্রকাশ করতঃ অর্থবোধ করাইতেছেন

ইত্যাদিকে সগুণস্তুতি কহে অর্থাৎ কোন কোন গুণের সহিত পরমেশ্বরের স্তুতিকে সগুণস্তুতি কহে।

নিগুর্ণস্তুতি।—(অকায়) অর্থাৎ তিনি কখনও শরীর ধারণ বা জন্মগ্রহণ করেন না এবং তাঁহাতে ছিদ্র অথবা নাড়ী আদি বন্ধন নাই, তিনি পাপাচরণ করেন না, তাঁহাতে ক্লেশ, দুঃখ, অজ্ঞান নাই, ইত্যাদিরূপ রাগ দ্বেষাদি কোন কোন গুণ হইতে তাঁহাকে পৃথক্ মনে করিয়া স্তুতি করাকে নিগুর্ণ স্তুতি কহে। ইহার দ্বারা আপনার গুণ কর্ম্ম ও স্বভাবও স্থির করিতে হইবে। অর্থাৎ তিনি যেমন ন্যায়কারী নিজেও তাদৃশ ন্যায়কারী হইবে। অন্যথা কেবল "ভাটের" ন্যায় পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তন করিতে থাকিবে অথচ নিজের চরিত্র সংশোধন হইবে না এরূপ স্থলে স্তুতি করা ব্যর্থ। স্বীয় চরিত্র গঠনই উপাসনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

সকাম হোম-বিধি। (অগ্নি পুঃ। ২১৫ অঃ)

১। ধ্যানকালে পাপহরা হুতৈষা সর্ব্বকামদা
গায়ত্র্যা তু তিলৈর্হোমঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ।
শান্তিকামো যবৈঃ কুর্য্যাদায়ুষ্কামো ঘৃতেন চ॥

২। সিদ্ধার্থকৈঃ কর্ম্মসিদ্ধ্যৈ পয়সা ব্রহ্মবর্চ্চসে।
পুত্রকামস্তথা দধ্না ধ্যান্যকামস্তু শালিভিঃ॥

৩। ক্ষীরিবৃক্ষসমিদ্ভিস্তু গ্রহপীড়োপশান্তয়ে।
ধনকামস্তথা বিল্বৈঃ শ্রীকামঃ কমলৈস্তথা॥

৪। আরোগ্যকামো দুর্ব্বাভির্গুরূৎপাতে স এব হি।
সৌভাগ্যেচ্ছুর্গুগ্গুলুনা বিদ্যার্থী পায়সেন চ॥

৫। অযুতেনোক্তসিদ্ধিঃ স্যাল্লক্ষেণ মনসেপ্সিতম্।
কোট্যা ব্রহ্মবধান্মুক্তঃ কুলোদ্ধারী হরির্ভবেৎ॥

গায়ত্রীর ধ্যান করিলে পাপনাশ এবং গায়ত্রী সহ হোম করিলে সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। গায়ত্রী দ্বারা তিলহোম করিলে সমস্ত পাতক নষ্ট হয়। শান্তি কার্য্যে যবের দ্বারা, আয়ুষ্কাম ব্যক্তি ঘৃতের দ্বারা, কর্ম্ম সিদ্ধি নিমিত্ত সিদ্ধার্থ (শ্বেতসরিষা) দ্বারা, ব্রহ্মজ্ঞান লাভেচ্ছুক ব্যক্তি দুগ্ধের দ্বারা, পুত্রকাম ব্যক্তি দধি দ্বারা, ধান্যকাম ব্যক্তি শালি ধান্য দ্বারা, গ্রহ পীড়াশান্তিকাম ব্যক্তি ক্ষীরিবৃক্ষের সমিধ দ্বারা, ধনকাম ব্যক্তি বিল্ব সমিধ দ্বারা, শ্রীকাম ব্যক্তি পদ্মের দ্বারা, আরোগ্যকামী ও গুরু উৎপাত বিনাশকামী দূর্ব্বার দ্বারা, সৌভাগ্যকামী গুগ্‌গুল দ্বারা, এবং বিদ্যার্থী ব্যক্তি পায়স দ্বারা গায়ত্রী মন্ত্রে আহুতি করিবেন। দশ সহস্র উক্ত হোম করিলে উক্ত সিদ্ধি লাভ হয়, লক্ষ হোম করিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ এবং কোটি হোম করিলে ব্রহ্মবধ মুক্তি, কুলোদ্ধার ও বাসুদেবত্ব প্রাপ্তি হয়।

আহুতি দিবার সময় ব্রহ্মের স্বরূপ ও স্বীয়স্বরূপ অভেদ চিন্তা ও সমস্ত ব্রহ্মময় দর্শন। আহুতি সমাপনান্তে নিম্নের মন্ত্র পাঠ করিবে।

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥"

ঘৃত ব্রহ্মকে অর্পণ করা হইতেছে, ঘৃতাদিও ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ হোতা হোম করিতেছেন। ব্রহ্মকর্ম্মরূপ যজ্ঞ সম্পাদনকারী সেই মহাত্মা ব্যক্তি ব্রহ্মেতেই গমন করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা সকলকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করা যায়, সকল জীবেই ব্রহ্মের সত্বা অনুভব হয়। এবং মনোমধ্যে অপার আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে।

হোমের তুল্য মঙ্গলকারী যজ্ঞ আর নাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। ওঁ।

ও

পঞ্চম অঙ্গ।—প্রাণায়াম তত্ত্ব।

প্রাণায়াম অর্থে প্রাণের আয়াম বা সংযম। অর্থাৎ প্রাণ-বায়ুকে স্থির করিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করা। প্রাণ-বায়ু স্থির না হইলে চিত্ত স্থির হয় না। চিত্ত স্থির করিবার পক্ষে প্রাণায়ামই প্রকৃষ্ট উপায়। অষ্ট যোগাঙ্গের অন্যতম অঙ্গ প্রাণায়াম।

প্রাণায়ামে তিনটী ক্রিয়া করিতে হয়। প্রথম পূরক, দ্বিতীয় কুম্ভক এবং তৃতীয় রেচক।

১। নাসিকা দ্বার দিয়া যে বায়ু বা প্রাণ বায়ুকে বাহির হইতে অন্তরে টানিয়া লওয়া যায় তাহাকে পূরক কহে।

২। উক্ত প্রাণ-বায়ুকে মস্তকে ধারণ করিয়া রাখার নাম কুম্ভক।

৩। পুনরায় সেই বায়ুকে নাসিকা দ্বার দিয়া ত্যাগ করাকে রেচক কহে।

প্রাণায়াম বিবরণ।

প্রাণাখ্যমনিলং বশ্যমভ্যাসাৎ কুরুতে তু যৎ।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সবীজোঽবীজ এব চ ॥
পরস্পরেণাভিভবং প্রাণাপানৌ যদানিলৌ।
কুরুতঃ সদ্বিধানেন তৃতীয়ঃ সংযমাৎ তয়োঃ।
তস্য চালম্বনবতঃ স্থূলং রূপং দ্বিজোত্তম।
আলম্বনমনন্তস্য যোগিনোঽভ্যাসতঃ স্মৃতম্ ॥ বিঃপুঃ৬অং ৭

প্রাণ নামক বায়ুকে অভ্যাস দ্বারা স্বীয় বশে আনয়নের যে উপায় তাহাকে প্রানায়াম কহে। প্রানায়াম দুই প্রাকারে সাধিত হয়—প্রথম সবীজ অর্থাৎ ওঁকার মন্ত্র জপ সহ। দ্বিতীয় অবীজ বা জপ বিহীন। মুখ

এবং নাসিকা দ্বার দিয়া যে বায়ু বাহিরে যায়, তাহাকেই প্রাণ-বায়ুবলে। নিশ্বাসের দ্বারা বাহির হইতে যে বায়ু গ্রহণ করা যায় তাহাকে অপান-বায়ু কহে। প্রাণ-বৃত্তির ও অপান-বৃত্তির নিরোধকে রেচক নামক প্রাণায়াম কহে। অপান-বৃত্তির ও প্রাণ-বৃত্তির নিরোধকে পুরকাখ্য প্রাণায়াম কহে, এবং উক্ত উভয় বায়ু এককালিন সংযমকে কুম্ভক কহে। সৎগুরুর দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া এই ক্রিয়া সাধন বিধেয়। প্রথম প্রাণায়ামার্থীর পক্ষে ভগবানের স্থূলরূপে অর্থাৎ হিরণ্য গর্ভাদিরূপ (নির্গুণ নির্ব্বিকল্প রূপ নহে) আলম্বন বা আশ্রয়করণ হইয়া থাকেন।

সাধনপাদ-পাতঞ্জলে প্রাণায়াম বিবরণ।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।

যোগের নিমিত্ত শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতিকে বিচ্ছিন্ন করার নাম প্রাণায়াম।

বৃত্তিভেদে প্রাণায়াম তিন প্রকার। যথা ;—(১) বাহ্যবৃত্তি বা রেচক—শ্বাস ত্যাগ করিয়া গ্রহণ না করা ;—(২) আভ্যন্তরবৃত্তি বা পূরক—শ্বাস গ্রহণ করিয়া ত্যাগ না করা ;—(৩) স্তম্ভবৃত্তি বা কুম্ভক—প্রপূরিত বায়ুকে রুদ্ধ করিয়া রাখা।

প্রাণাপানসমাযোগঃ প্রাণায়াম ইতীরিতঃ।

প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো রেচকপূরককুম্ভকৈঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্য।

প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগকে এবং রেচক, পূরক ও কুম্ভক রূপ ক্রিয়াকে প্রাণায়াম কহে।

সর্ব্বব্যাধি বিনাশন পদ্মাসন প্রাণায়াম।

উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা উরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ।

উরুমধ্যে তথোত্থানৌ পাণী কৃত্বা তু তাদৃশৌ॥

নাসাগ্রে বিন্যসেদ্দৃষ্টিং দন্তমূলঞ্চ জিহ্বয়া।
উত্তোল্য চিবুকং বক্ষ উত্থাপ্য পবনং শনৈঃ।
যথাশক্ত্যা সমাকৃষ্য পূরয়েদুদরং শনৈঃ।
যথাশক্ত্যৈব পশ্চাত্তু রেচয়েদবিরোধতঃ॥
ইদং পদ্মাসনং প্রোক্তং সর্ব্বব্যাধিবিনাসনম্। ৪ পঃ, শিবসং,

বাম উরুর উপর দক্ষিণ চরণ ও দক্ষিণ উরুব উপর বাম চরণ স্থাপন করতঃ পদদ্বয়ের উপর হস্তদ্বয় রাখিয়া নাসিকাগ্রে দৃষ্টি ও দন্তমলে জিহ্বা সংস্থাপন করিবেক। তদনন্তর চিবুক ও বক্ষস্থল উন্নত করিয়া যথাশক্তি বায়ু অল্পে অল্পে পুরণ করিয়া অবিরোধে অর্থাৎ কোন কষ্টানুভব না করিয়া যথাশক্তি ধারণ করিয়া পশ্চাৎ ধীরে ধীরে রেচন করিবে। ইহাই সর্ব্বব্যাধিবিনাশন পদ্মাসন-প্রাণায়াম। ইহাই সহজ সাধ্য। গোরক্ষ-সংহিতা ঘেরণ্ড সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে বহুপ্রকার প্রাণায়াম বিধি আছে। তাহা যোগিগণের সাধ্য। প্রাণায়ামের উদ্দেশ্য চিত্ত স্থির করা। যথা,—

শব্দাদিষ্বনুরক্তানি নিগৃহ্যাক্ষাণি যোগবিৎ।
কুর্য্যাৎ চিত্তানুচারীণি প্রত্যাহারপরায়ণঃ॥
বশ্যতা পরমা তেন জায়তেঽতিচলাত্মনাম্।
ইন্দ্রিয়াণামবশ্যৈস্তৈর্ন যোগী যোগসাধকঃ॥
প্রাণায়ামেন পবনৈঃ প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ৈঃ।
বশীকৃতৈস্ততঃ কুর্য্যাৎ স্থিরঞ্চেতঃ শুভাশ্রয়ে॥ বিঃপুঃ ৬অং৭

যোগমার্গের পথিক প্রত্যাহার পরায়ণ হইবেন; প্রত্যাহার একটী যোগের অঙ্গ। তাহার কার্য্য শব্দ স্পর্শাদি বিষয় সমুহে আসক্ত ইন্দ্রিয় গণকে নিগ্রহ পূর্ব্বক চিত্তের অনুচারী করা। ঐরূপ প্রত্যাহার করিলে দুষ্ট তুরঙ্গ সদৃশ অতি চঞ্চল সুতরাং দুর্বশ্য ইন্দ্রিয়গণ সবশে আসিবে। কারণ অবশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যোগমার্গারোহণে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে।

প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুকে এবং প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে এব মনকে বশীভূত করিয়া শুভ আশ্রয় বা অবলম্বন দ্বারা চিত্তের প্রশান্ত ভাব আনয়ন করিতে হয়।

চিদাকাশে যখন ব্রহ্মরূপ ভাসে তখনই চিত্ত স্থির হয় এবং ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ তাহা উক্ত হইতেছে।

প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ সত্তামাত্রমগোচরম্।
বচসামাত্মসংবেদ্যং তজ্‌জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্॥
তচ্চ বিষ্ণোঃ পরং রূপমরূপস্যাজমক্ষরম্।
বিশ্বরূপাচ্চ বৈরূপ্যলক্ষণং পরমাত্মনঃ॥ বিঃপুঃ ৬অং ৭

যে জ্ঞানের উদয়ে সমস্ত ভেদ জ্ঞান অস্তমিত হয় অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয়, যাঁহার সত্তামাত্রও বাক্যের অগোচর অর্থাৎ যাঁহার সত্তা বাক্যের দ্বার প্রকাশ করা যায় না এবং যে জ্ঞান আত্মা দ্বারা উপলব্ধিভূত, সেই জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান নামে অভিহিত হইতে পারে। রূপবিহীন পরমাত্মা, সেই পরমরূপ এবং তাহা নিত্য ও অজ। বিষ্ণুর বিশ্বরূপ হইতে তাহা সম্পূ বিভিন্ন। যোগমার্গে গমনোদ্‌যোগী ব্যক্তি প্রথমে পরমাত্মার বিশ্বরূপ চিন্তা করিবেন। নিম্নোক্ত দেবতা সকল পরমাত্মার বিশ্বরূপের অন্তর্গত।

হিরণ্যগর্ভ, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বায়ু, বসু, রুদ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, গন্ধর্ব্ব যক্ষ ইত্যাদি। প্রাণায়ামফল সম্বন্ধে মহর্ষি মনুর মত।

দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥ ৬ অঃ ৭১

অগ্নির উত্তাপে কনকাদি ধাতু সমূহের মল বিনিষ্ট হইয়া যেরূপ শুদ্ধ হয়, তদ্রূপ প্রাণায়াম রূপ ক্রিয়ার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের দোষ ক্ষয় হইয়া নির্ম্মল হইতে থাকে।

অগ্নিপুরাণোক্ত প্রাণায়াম বিধি।

১। উন্নম্য শনকৈর্বক্ত্রং মুখং বিষ্টভ্য চাগ্রতঃ।
প্রাণঃ স্বদেহজো বায়ুস্তস্যায়ামো নিরোধনম্‌॥

২। নাসিকাপুটমঙ্গুল্যা পীড্যৈব চ পরেণ চ।
ঔদরং রেচয়েদ্বায়ুং রেচনাদ্রেচকঃ স্মৃতঃ॥

৩। বাহ্যেন বায়ুনা দেহং দৃতিবৎ পূরয়েদ্‌ যথা।
তথা পূর্ণশ্চ সন্তিষ্ঠেৎ পূরণাৎ পূরকঃ স্মৃতঃ॥

৪। ন মুঞ্চতি ন গৃহ্ণাতি বায়ুমন্তর্বহিঃ স্থিতম্‌।
সম্পূর্ণকুম্ভবৎ তিষ্ঠেদচলঃ স তু কুম্ভকঃ॥

৫। কন্যসঃ সকৃদুদ্ঘাতঃ স বৈ দ্বাদশমাত্রিকঃ।
মধ্যমশ্চ দ্বিরুদ্ঘাতশ্চতুর্ব্বিংশতিমাত্রিকঃ॥

৬। উত্তমশ্চ ত্রিরুদ্ঘাতঃ ষট্‌ত্রিংশৎতালমাত্রিকঃ।
স্বেদকম্পাভিঘাতানাং জননশ্চোত্তমোত্তমঃ॥

৭। অজিতাং নারুহেদ্ভূমিং হিক্কাশ্বাসাদয়স্তথা।
জিতে প্রাণে স্বল্পদোষ-বিণ্মূত্রাদি প্রজায়তে॥

৮। আরোগ্যং শীঘ্রগামিত্বমুৎসাহঃ স্বর-সৌষ্ঠবম্‌।
বলবর্ণ প্রসাদশ্চ সর্ব্বদোষক্ষয়ঃ ফলম্‌॥

৯। জপধ্যানং বিনাঽগর্ভঃ সগর্ভস্তৎসমন্বিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ার্থায় সগর্ভং ধারয়েৎ পরম্‌॥

১০। জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্তাভ্যাং প্রাণায়ামবশেন চ।
ইন্দ্রিয়াণি বিনির্জ্জিত্য সর্ব্বমেব জিতং ভবেৎ॥

১১। ইন্দ্রিয়াণ্যেব তৎ সর্ব্বং যৎ স্বর্গ-নরকাবুভৌ।
নিগৃহীত বিসৃষ্টানি স্বর্গায় নরকায় চ॥

১২। শরীরং রথমিত্যাহুরিন্দ্রিয়াণ্যস্য বাজিনঃ।
মনশ্চ সারথিঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়মঃ কশঃ স্মৃতঃ॥

১৩। জ্ঞান-বৈরাগ্যরশ্মিভ্যাং মায়য়া বিধৃতং মনঃ।
শনৈর্নিশ্চলতামেতি প্রাণায়ামৈকসংহিতম্॥ ৩৭৩ অঃ

যথাবিধি আসনে উপবিষ্ট হইয়া মুখমণ্ডল ঊর্দ্ধে সরল ও স্থিরভাব ধারণ করতঃ স্বদেহস্থিত প্রাণ-বায়ুর সংযমকে প্রাণায়াম কহে।

অঙ্গুলি দ্বারা এক নাশাপুট চাপিয়া অন্য নাসাপুট দ্বারা উদরস্থ বায় ত্যাগ করিবে। উক্ত প্রকার বায়ু তাগের নাম রেচক। ভিস্তি যেরূপ তাহার চর্ম্ম নির্ম্মিত জলাধারে জলপূর্ণ করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া লইয়া যায়, তদ্রূপ বায়ু দ্বারা দেহকে পূর্ণ করিরা অবস্থান করিবে। এই বাহ্য বায়ু পূরণের নাম পূরক। এবং তৎপরে অন্তর্বায়ু ত্যাগ করিবে না এবং বহির্বায়ু গ্রহণও করিবে না। সম্পূর্ণ স্থির ও অচল ভাবে অবস্থিতি করিবে কুম্ভ সদৃশ অচল স্থিরভাবে অবস্থান হেতু এই ক্রিয়াকে কুম্ভক কহে।

তিন প্রকার প্রাণায়ামের বিষয় বলা হইতেছে। মাত্রানুসারে প্রকার ভেদ। একোদ্‌ঘাত দ্বাদশমাত্রা প্রাণায়াম কনিষ্ঠ, দ্বিরুদ্‌ঘাত চতুর্বিংশতি মাত্রা প্রাণায়াম মধ্যম, এবং ত্রিরুদ্‌ঘাত ষট্‌ত্রিংশৎ প্রাণায়াম তালমাত্রিক নামে অভিহিত হয়। ইহাই উত্তম শ্রেণীর প্রাণায়াম। শেষোক্ত প্রাণায়াম দ্বারা স্বেদ, কম্প ও অভিঘাত জন্মে। যাঁহাদের শ্বাস যন্ত্র দোষযুক্ত ও অপটু তাঁহারা অগ্রে তাহার প্রতিকার না করিয়া প্রাণায়াম ব্যাপারে লিপ্ত হইবেন না। যাঁহারা প্রাণবায়ুকে জয় করিতে পারেন, তাঁহাদের মূত্রযন্ত্র সংক্রান্ত ও উদর সংক্রান্ত স্বল্প দোষ জন্মিতে পারে।

প্রাণবায়ু জয় করিতে পারিলে উত্তম স্বাস্থ্য, দ্রুতবেগে গমনশীলতা

উৎসাহ বৃদ্ধি, বল, বর্ণ, চিত্ত-প্রসাদ, স্বর-সৌষ্ঠব প্রভৃতি সুফল লাভ হয়।

জপধ্যান বিনা প্রাণায়াম অগর্ভ ও জপধ্যান সহিত প্রাণায়াম সগর্ভ।

ইন্দ্রিয় সকলের জয়ের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ সগর্ভ প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। জ্ঞান ও বৈরাগ্য যুক্ত হইয়া প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে স্ববশে আনিয়া সর্ব্বজয়ী হওয়া যায়। যত প্রকার স্বর্গ ও নরক আছে ইন্দ্রিয়গণই তাহার মূল কারণ বলিয়া জানিবে। ইন্দ্রিয়গণকে নিগৃহিত করিলেই স্বর্গ এবং উৎসাহ দিলেই নরক লাভ হয়। শরীরকে রথ কল্পনা করিলে, ইন্দ্রিয়গণ ঐ রথের অশ্ব, মন সারথি, প্রাণায়াম চাবুক এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্য রশ্মি দ্বারা সংধৃত মন, প্রাণায়াম দ্বারায় সংযত হইয়া ক্রমশঃ নিশ্চলত্ব প্রাপ্ত হয়

প্রাণায়াম প্রসঙ্গে তৎসংক্রান্ত বিস্তৃত বিবরণ।

১। নাড়ীচক্রং প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞানাজ্ জ্ঞায়তে হরিঃ।
নাভেরধস্তাদ্যৎ কন্দমঙ্কুরাস্তত্র নির্গতাঃ॥

২। দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি নাভিমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধমধশ্চৈব ব্যাপ্তং তাভিঃ সমন্ততঃ॥

৩। চক্রবৎ সংস্থিতা হ্যেতাঃ প্রধানা দশ নাড়য়ঃ।
ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চ তথৈব চ॥

৪। গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ পৃথা চৈব যশা তথা।
অলম্বুষা হুহুশ্চৈব শঙ্খিনী দশমী স্মৃতা॥

৫। দশ প্রাণবহা হ্যেতা নাড়য়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ উদানোব্যান এব চ॥

৬। নাগঃ কূর্ম্মোঽথ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।
প্রাণস্তু প্রথমো বায়ুর্দশানামপি স প্রভুঃ॥

৭। প্রাণঃ প্রাণয়তে প্রাণং বিসর্গাৎ পূরণং প্রতি।
নিত্যমাপূরয়ত্যেষ প্রাণিনামুরসি স্থিতঃ।

৮। নিশ্বাসোচ্ছ্বাসকাসৈস্তু প্রাণো জীবসমাশ্রিতঃ।
প্রয়াণং কুরুতে যস্মাৎ তস্মাৎ প্রাণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

৯। অধো নয়ত্যপানস্তু আহারঞ্চ নৃণামধঃ।
মূত্রশুক্রবহো বায়ুরপানস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

১০। পীতভক্ষিতমাঘ্রাতং রক্ত-পিত্ত-কফানিলম্।
সমং নয়তি গাত্রেষু সমানো নাম মারুতঃ॥

১১। স্পন্দয়ত্যধরং বক্ত্রং নেত্ররাগপ্রকোপনম্।
উদ্বেজয়তি মর্ম্মাণি উদানো নাম মারুতঃ॥

১২। ব্যানো বিনাময়ত্যঙ্গং ব্যানো ব্যাধিপ্রকোপনঃ।
প্রতিদানং তথা কণ্ঠাদ্ব্যাপনাদ্ব্যান উচ্যতে॥

১৩। উদ্গারে নাগ ইত্যুক্তঃ কূর্ম্মশ্চোন্মীলনে স্থিতঃ।
কৃকরো ভক্ষণে চৈব দেবদত্তো বিজৃম্ভিতে॥

১৪। ধনঞ্জয়ঃ স্থিতো ঘোষে মৃতস্যাপি ন মুঞ্চতি।
জীবঃ প্রয়াতি দশধা নাড়ীচক্রং হি তেন তৎ॥

১৫। সংক্রান্তি বিষুবঞ্চৈব অহোরাত্রায়নানি চ।
অধিমাস ঋণঞ্চৈব ঊনরাত্রং ধনং তথা॥

১৬। ঊনরাত্রং ভবেদ্ধিক্কা অধিমাসো বিজৃম্ভিকা।
ঋণঞ্চাত্র ভবেৎ কাসো নিশ্বাসো ধনমুচ্যতে॥

১৭। উত্তরং দক্ষিণং জ্ঞেয়ং বামং দক্ষিণসংজ্ঞিতম্।
মধ্যে তু বিষুবং প্রোক্তং পুটদ্বয়বিনিঃসৃতম্॥

১৮। সংক্রান্তিঃ পুনরস্যৈব স্বস্থানাৎ স্থানযোগতঃ।
সুষুম্না মধ্যমে হ্যঙ্গে ইড়া বামে প্রতিষ্ঠিতা॥

১৯। পিঙ্গলা দক্ষিণে বিপ্র ঊর্দ্ধং প্রাণো হ্যহঃ স্মৃতম্।
অপানো রাত্রিরেবং স্যাদেকো বায়ুর্দশাত্মকঃ॥

২০। আয়ামো দেহমধ্যস্থঃ সোমগ্রহণমিষ্যতে।
দেহতিতত্ত্বমায়ামমাদিত্যগ্রহণং বিদুঃ॥

২১। উদরং পূরয়েৎ তাবদ্বায়ুনা যাবদীপ্সিতম্।
প্রাণায়ামো ভবেদেষ পূরকো দেহপূরকঃ॥

২২। পিধায় সর্ব্বদ্বারাণি নিশ্বাসোচ্ছ্বাসবর্জ্জিতঃ।
সম্পূর্ণকুম্ভবৎ তিষ্ঠেৎ প্রাণায়ামঃ স কুম্ভকঃ॥

২৩। মুঞ্চেদ্বায়ুং ততস্তূর্দ্ধং শ্বাসেনৈকেন মন্ত্রবিৎ।
উচ্ছ্বাসযোগযুক্তশ্চ বায়ুমূর্দ্ধং বিরেচয়েৎ॥

২৪। উচ্চরতি স্বয়ং যস্মাৎ স্বদেহাবস্থিতঃ শিবঃ।
তস্মাৎ তত্ত্ববিদাঞ্চৈব স এব জপ উচ্যতে॥

২৫। অযুতে দ্বে সহস্রৈকং ষট্‌শতানি তথৈব চ।
অহোরাত্রেণ যোগীন্দ্রো জপসংখ্যা করোতি সঃ॥

২৬। অজপা নাম গায়ত্রী ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরী।
অজপাং জপতে যস্তাং পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

২৭। চন্দ্রাগ্নিরবিসংযুক্তা আদ্যা কুণ্ডলিনী মতা।
হৃৎপ্রদেশে তু সা জ্ঞেয়া অঙ্কুরাকার সংস্থিতা॥

২৮। সৃষ্টিন্যাসো ভবেৎ তত্র স বৈ সর্গাবলম্বনাৎ।
স্রবন্তং চিন্তয়েৎ তস্মিন্নমৃতং সাত্বিকোত্তমঃ॥

২৯। দেহস্থঃ সকলো জ্ঞেয়ো নিষ্কলো দেহবর্জ্জিতঃ
হংসহংসেতি যো ব্রুয়াদ্ধংসো দেবঃ সদাশিবঃ

৩০। তিলেষু চ যথা তৈলং পুষ্পে গন্ধঃ সমাশ্রিতঃ।
পুরুষস্য তথা দেহে স বাহ্যাভ্যন্তরং স্থিতঃ॥

৩১। ব্রহ্মণো হৃদয়ে স্থানং কণ্ঠে বিষ্ণুঃ সমাশ্রিতঃ।
তালুমধ্যে স্থিতো রুদ্রো ললাটে তু মহেশ্বরঃ॥

৩২। প্রাণাগ্রস্তু শিবং বিদ্যাৎ তস্যান্তে তু পরাপরম্।
পঞ্চধা সকলঃ প্রোক্তো বিপরীতস্তু নিষ্কলঃ॥

৩৩। প্রাসাদং নাদমুত্থাপ্য সততন্তু জপেদ্‌যদি।
ষণ্মাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি যোগযুক্তো ন সংশয়ঃ॥

৩৪। গমাগামস্য জ্ঞানেন সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ।
অণিমাদিগুণৈশ্বর্য্যং ষড়ভির্মাসৈরবাপ্নুয়াৎ॥

৩৫। স্থূলঃ সূক্ষ্মঃ পরশ্চেতি প্রাসাদঃ কথিতো ময়া।
হ্রস্বো দীর্ঘঃ প্লুতশ্চেতি প্রাসাদং লক্ষয়েৎ ত্রিধা॥

৩৬। হ্রস্বো দহতি পাপানি দীর্ঘো মোক্ষপ্রদো ভবেৎ।
আপ্যায়নে প্লুতশ্চেতি মূর্দ্ধ্নি বিন্দুবিভূষিতঃ॥

৩৭। আদাবন্তে চ হ্রস্বস্য ফট্‌কারো মারণে স্থিতঃ।
আদাবন্তে চ হৃদয়মাকৃষ্টৌ সম্প্রকীর্ত্তিতম্॥

৩৮। দেবস্য দক্ষিণাং মূর্ত্তিং পঞ্চলক্ষং স্থিতো জপেৎ।
জপান্তে ঘৃতহোমস্তু দশসাহস্রিকো ভবেৎ॥

৩৯। এবমাপ্যায়িতো মন্ত্রো বশ্যোচ্চাটাদি কারয়েৎ।
ঊর্দ্ধে শূন্যমধঃ শূন্যং মধ্যে শূন্যং নিরাময়ম্॥

৪০। ত্রিশূন্যং যো বিজানাতি মুচ্যতেঽসৌ ধ্রুবং দ্বিজঃ
প্রাসাদং যো ন জানাতি পঞ্চমন্ত্রমহাতনুম্॥

৪১। অষ্টত্রিংশৎ কলাযুক্তং ন স আচার্য্য উচ্যতে।
তথোঙ্কারঞ্চ গায়ত্রীং রুদ্রাদীন্ বেত্ত্যসৌ গুরুঃ॥

অগ্নি পুরাণ ২১৪ অঃ।

অগ্নিদেব বলিলেন, যে নাড়ী-চক্র বিজ্ঞান অবগত হইলে ভগবান হরিকে জানা যায়, সেই নাড়ী-চক্র প্রকাশ করিতেছি।

মানবের দেহে সাড়ে তিন কোটি স্থূল ও সূক্ষ্ম নাড়ী ও শিরা আছে। (৮০ পৃষ্ঠা ফুট নোট দ্রষ্টব্য।)

মানবের নাভিদেশের অধোভাগে যে একটী কন্দ বা মূল আছে, তাহা হইতে মানব দেহের নাড়ী ও শিরা সকল অঙ্কুরিত হইয়া সমস্ত দেহ মধ্যে শাখা প্রশাখায় বিস্তীর্ণ হইয়াছে। ঐ সকল নাড়ীর মধ্যে স্থূল নাড়ীর সংখ্যা বাহাত্তর হাজার। চক্রসদৃশ অবস্থিত ঐ সকল নাড়ীর মধ্যে দশটী নাড়ী প্রধান। উহাদের নাম, যথা—

১। ইড়া, ২। পিঙ্গলা, ৩। সুষুম্না, ৪। গান্ধারী, ৫। হস্তিজিহ্বা, ৬। পৃথা, ৭। যশা, ৮। অলম্বুষা ৯। হুহু, এবং ১০। শঙ্খিনী। উক্ত দশটী নাড়ী প্রাণবহা নাড়ী বলিয়া কথিত।

সাধারণ্যে অবগত যে দেহীর দেহে পঞ্চ বায়ু আছে। কিন্তু অগ্নিপুরাণ, যাজ্ঞবল্ক্য ও শিবসংহিতায় সেই পঞ্চ বায়ুর স্থলে দশটী বায়ুর উল্লেখ আছে।

যথা,—১। প্রাণ, ২। অপান, ৩। সমান, ৪। উদান, ৫। ব্যান ৬। নাগ, ৭। কুর্ম্ম, ৮। কৃকর, ৯। দেবদত্ত, এবং ১০। ধনঞ্জয়।

প্রথম প্রাণ-বায়ু—এই দশটী বায়ুর মধ্যে প্রাণ বায়ু সকলের শ্রেষ্ঠ, প্রাণীদিগের হৃদয়দেশে অবস্থান করিয়া প্রাণকে প্রাণিত ও সদা আপূরিত করে। জীবদেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণ, নিশ্বাস উচ্ছ্বাস ও কাস সাহায্যে প্রয়াণ করে বলিয়া, ইহার নাম প্রাণ হইয়াছে।

দ্বিতীয় অপান-বায়ু।—আহারিত দ্রব্য সকলের অসার ভাগ, মত্র ও শুক্রাদি অধস্ত করার নিমিত্ত অপান-বায়ু নাম হইয়াছে।

তৃতীয় সমান-বায়ু।—পীত, ভক্ষিত ও আঘ্রাত এবং রক্ত, পিত্ত কফ ও অনিল, এই সকলকে দেহে সমান ভাবে নীত করার জন্য এই বায়ুকে সমান বায়ু কহে।

চতুর্থ উদান-বায়ু।—মুখ গহ্বর, ও অধরাদি স্পন্দিত, নেত্ররাগ ও প্রকোপন উদ্ভাবিত এবং মর্ম্ম সকল উদ্বেজিত করায় এই বায়ুর নাম উদান বায়ু।

পঞ্চম ব্যান-বায়ু।—অঙ্গ বিনাময় ও ব্যাধির প্রকোপন করার এবং সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া অবস্থান করার জন্য ইহাকে ব্যান বায়ু কহে।

৬ষ্ঠ। যে বায়ুর দ্বারা উদ্গার হয়, তাহাব নাম নাগ বায়ু।

৭ম। যে বায়ুর দ্বারা (চক্ষুর) উন্মীলন হয় তাহার নাম কূর্ম্ম বায়ু।

৮ম। যে বায়ুর দ্বারা আহার চর্ব্বণ ও গলাধকরণ, হয় তাহা কৃকর।

৯ম। যে বায়ুর দ্বারা জৃম্ভন (হাইতোলা) হয়, তাহার নাম দেবদত্ত।

১০। যে বায়ু ঘোষে অবস্থিত তাহা ধনঞ্জয় নামে অভিহিত। এই ধনঞ্জয় বায়ু মৃত্যুর পরেও দেহত্যাগ করে না। (মৃত্যুর পর নাভিদেশের যে অংশটুকু কিছুতেই ভস্মীভূত হয় না তাহাতে ইহা ব্যবস্থিত)।

উক্ত ধনঞ্জয় বায়ু দ্বারা জীব নিম্নোক্ত দশ প্রকারে নাড়ী-চক্রে প্রয়াণ করে। দশবিধ উপায় যথা ঃ--১। সংক্রান্তি, ২। বিষুব, ৩। দিন, ৪। রাত্রি, ৫। উত্তরায়ণ, ৬। দক্ষিণায়ণ, ৭। অধিমাস, ৮। ঋণ, ৯। উন, ১০। ধন। ঐ দশটীর মধ্যে উনরাত্রকে হিক্কা, অধিমাসকে বিজৃম্ভিকা, ঋণকে কাস, ধনকে নিশ্বাস, উত্তরকে দক্ষিণ, বামকে দক্ষিণ নাসাপুটদ্বয় বিনিসৃত মধ্যস্থলকে বিষুব কহে। স্বীয় স্থান হইতে অন্য স্থান গমনের নাম সংক্রান্তি। সুষুম্না নাড়ী মধ্য-অঙ্গে, ইড়া বামে, পিঙ্গলা দক্ষিণে

এবং উর্দ্ধে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই প্রাণ বায়ুকে দিন এবং অপানকে রাত্রি বলে। এই প্রকারে এক বায়ু দশ প্রকারে বিভক্ত।

দেহমধ্যস্থ বায়ুর সংযমকে চন্দ্র গ্রহণ এবং দেহের বাহির্দ্দেশস্থ সংযমকে সূর্য্য গ্রহণ কহে। যে পরিমাণে বায়ু উদরে পূরণ করিতে ইচ্ছুক ও সক্ষম হইবে তাবৎ পরিমাণে বায়ু উদরে পুরণ করিবে। ইহাকে পূরক নামক প্রাণায়াম কহে। নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া কুম্ভবৎ স্থিব ভাবে অবস্থানকে কুম্ভক নামক প্রাণায়াম কহে। তৎপরে প্রাণায়ামজ্ঞ ব্যক্তি একটী মাত্র শ্বাস দ্বারা উর্দ্ধদিকে বায়ু ত্যাগ করিবে এবং উচ্ছ্বাস যোগযুক্ত প্রাণায়ামে রত ব্যক্তি বায়ুকে উর্দ্ধাদিকে বিরেচন করিবে দেহমধ্যে স্বয়ং আত্মারূপী শিব অবস্থান করতঃ অবিরত (হং সঃ) অজপা জপ করিতেছেন, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি তাহাকেই জপ বলিয়া থাকেন। দেহমধ্যস্থ্য যোগীন্দ্র পুরুষ দিবারাত্রির মধ্যে দুই অযুত এক সহস্র ছয় শতবার জপ করেন। অজপা নামা গায়ত্রীই ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী এবং মহেশ্বরী। সেই অজপাকে যিনি জপ করেন, তাহাঁর পুনর্জ্জন্ম হয় না। হৃদয় প্রদেশে অঙ্কুরাকারে অবস্থিতা অগ্নি চন্দ্র-রবি সংযুক্তা অজপাকে কুলকুণ্ডলিনী কহে। এই স্থানে যত্ন ও নিয়মাবলম্বন পূর্ব্বক সৃষ্টি ন্যাস হইয়া থাকে; সাধক এই স্থানেই অমৃত ক্ষরণ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। দেহস্থ যে আত্মা তাহা "সকল" অর্থাৎ পরমাত্মার অংশ মাত্র এবং দেহ বর্জ্জিত যে আত্মা আহা "নিষ্কল" অর্থাৎ অনন্ত। (দেহ মধ্যে থাকিয়া) যিনি "হংস হংস" বলেন তিনি সদাশিব দেবহংস নামে বিদিত। যেরূপ তিলের মধ্যে তৈল, এবং পুষ্পের মধ্যে গন্ধ অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি করে, সেই প্রকারে জীবের শরীরে ও বাহিরে পরমাত্মা অবস্থিতি করিতেছেন। মানবের হৃদয়ে ব্রহ্মা, কণ্ঠে বিষ্ণু, তালু মধ্যে রুদ্র, এবং ললাটে মহেশ্বর অবস্থিত। প্রাণের আদিতে মঙ্গলময় শিব বিদ্যমান এবং অন্তে পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম অবস্থিত। এই ভাবে যিনি দেহীর দেহে

পঞ্চধা অবস্থিত তিনি "স-কল," এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ দেহাতিরিক্ত:যে পরমাত্মা তিনি "নিষ্কল" অর্থাৎ অংশ শূন্য ও অনন্ত "(একমেবা দ্বিতীয়ং)" নামে বিদিত।

যোগযুক্ত ব্যক্তি যদি ছয়মাস কাল দেবমন্দিরে সমুত্থিত গম্ভীর প্রতিধ্বনি সদৃশ দেহরূপ দেবমন্দিরাভ্যন্তর হইতে অর্থাৎ নাভিদেশ হইতে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতস্বরে প্রণবধ্বনি উত্থিত করিয়া নিয়ত জপ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।

বশিষ্ঠাদি ঋষির মত।

বশিষ্ঠ, অত্রি, বৌধায়ন, যোগি যাজ্ঞবল্ক্যঃ এবং শঙ্খ প্রভৃতি ঋষিরা প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী বিধি মতে পাঠ করাকেই প্রাণায়াম বলেন। যথা,—

"সব্যাহৃতি সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
ত্রিপঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥"
"গায়ত্রীং শিরসা সার্দ্ধং জপেদ্ ব্যাহৃতি পূর্ব্বিকাম্।
প্রতিপ্রণবসংযুক্তাং ত্রিরয়ং প্রাণসংযমঃ॥"

প্রাণ বায়ুকে সংযত করিয়া প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী তিনবার পাঠ করাকেই প্রাণায়াম কহে।

প্রাণায়াম সাধন প্রণালী

ন প্রাণেনাপ্যপানেন বেগবায়ুং সমুৎসৃজেৎ।
যেন সক্তূন্ করস্থাংশ্চ নিঃশ্বাসেন ন চালয়েৎ।
শনৈর্নাসাপুটৈর্বায়ুমুৎসৃজেন্ন তু বেগতঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

প্রাণায়াম কালে নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা প্রাণ বায়ু ও অপান বায়ুকে

বেগে চালিত করিবে না। অর্থাৎ এরূপ ভাবে নিশ্বাস ত্যাগ করিবে যাহাতে হস্তস্থিত সক্তু অর্থাৎ ছাতু নিশ্বাস বায়ু দ্বারা চালিত না হয়। প্রাণায়ামকালে আসনে উপবিষ্ট হইয়া নাভিদেশে বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিতে হয়। মনে করিবেন সেই হস্তোপরি কতকগুলি ছাতু আছে। ছাতু বাতাসে সহজে চালিত হয়। এই জন্য বলিতেছেন যে এমন ভাবে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে, যেন হস্তস্থিত ছাতু না নিশ্বাস বায়ুতে চালিত হয়। অর্থাৎ আস্তে আস্তে নাসিকা দ্বার দিয়া বায়ু সঞ্চালন অর্থাৎ গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে হইবে।

মহর্ষি শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতি কৃত প্রাণায়াম বিধি।

প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।

৩৪ সূত্র, যোগঃ সমাধিপাদে।

‘অত্যন্ত বেগের সহিত বমনের সময় অন্ন ও জল যেরূপ বহির্গত হয়, তদ্রূপ প্রাণকে সবলে বহির্গত করিয়া যথাশক্তি বাহিরেই রাখিবে। বহির্গত হইবার সময় মূলেন্দ্রিয় সঙ্কুচিত রাখিলে প্রাণ ততক্ষণ বাহিরে থাকে। এইরূপে প্রাণ অধিককাল বাহিরে থাকিতে পারে। যখন দুঃসাধ্য বোধ হইবে, তখন শনৈঃ শনৈঃ বায়ু ভিতরে লইবে—এবং সামর্থ্য ও ইচ্ছানুসারে পুনরায় এইরূপ করিতে থাকিবে। সেই সময়ে মনে মনে ওঁকার জপ করিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে আত্মা এবং মনের পবিত্রতা ও স্থিরতা জন্মে।

প্রথমতঃ “বাহ্য বিষয়” অর্থাৎ বাহিরে অধিকক্ষণ প্রাণরক্ষা করা।

দ্বিতীয়তঃ “আভ্যন্তর” অর্থাৎ ভিতরে যতদূর প্রাণরক্ষা করা যায়, ততদূর রক্ষা করা।

তৃতীয়তঃ “স্তম্ভবৃত্তি”, অর্থাৎ একবার যে স্থানের প্রাণ সেই স্থানে যথাশক্তি রক্ষা করা।

চতুর্থতঃ “বাহ্যাভ্যন্তরাক্ষেপী” অর্থাৎ প্রাণ যখন ভিতর হইতে বহির্গত হইতে থাকে তখন বিরুদ্ধাচরণ করিবে অর্থাৎ বহির্গমন হইতে নিবারণ করিবার জন্য বাহির হইতে ভিতরে লইতে হইবে এবং যখন বাহির হইতে ভিতরে আসিতে থাকিবে তখন ভিতর হইতে বাহিরের দিকে প্রাণকে ধাক্কা দিয়া বাহিরেই রাখিতে হইবে।

এইরূপে বাহ্য-প্রাণ ও আভ্যন্তর-প্রাণের পরস্পর বিরুদ্ধ ক্রিয়া করিলে উভয়ের গতি রুদ্ধ হইয়া প্রাণ স্ববশে আইসে। তাহা হইলে মন এবং ইন্দ্রিয় স্বাধীন হইয়া থাকে এবং বল ও পুরুষার্থ বৃদ্ধি পাইয়া বুদ্ধি এরূপ তীব্র ও সূক্ষ্মরূপ হইয়া যায়, যে অতি কঠিন ও সূক্ষ্ম বিষয়ও শীঘ্র বোধগম্য হইয়া পড়ে। ইহা দ্বারা মানুষের শরীরে বীর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া স্থৈর্য্য, বল পরাক্রম, জিতেন্দ্রিয়তা এবং অল্প সময়ে সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞান জন্মিয়া থাকে স্ত্রীলোক ও এইরূপ যোগাভ্যাস করিবে। ভোজন, আচ্ছাদন, উপবেশন উত্থান, সম্ভাষণ, গমন এবং উচ্চ ও নীচ ব্যক্তিদিগের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহারের উপদেশ ও দিতে হইবে।’

প্রাণায়ামের ফল।

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।

২৮ সূত্র। যোগঃ সাধনপাদে

যথাবিধি প্রাণায়াম করিলে চিত্তের ও দেহের অশুদ্ধিক্ষয় এবং ক্রমশ জ্ঞান বিকাশ হইতে থাকে। যতদিন মুক্তি না হয় ততদিন আত্মজ্ঞান নিয়ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

গরুড়পুরাণোক্ত অষ্টাঙ্গযোগপ্রসঙ্গে প্রাণায়াম বিধি।

১। ভবভোগেন পুণ্যানামপুণ্যানাঞ্চ পার্থিব।
কর্ত্তব্যানাঞ্চ নিত্যানাং ক্ষয়স্তুকরণাত্তথা॥

২। অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহৌ।
যমাঃ পঞ্চাথ নিয়মাঃ শৌচং দ্বিবিধমীরিতম্॥

৩। সন্তোষস্তপসা শান্তির্ব্বাসুদেবার্চ্চনং দমঃ।
আসনং পদ্মকাদ্যুক্তং প্রাণায়ামো মরুজ্জয়ঃ॥

৪। প্রত্যেকং ত্রিবিধঃ সোঽপি পূরকুম্ভকরেচকৈঃ।
লঘুর্যো দশমাত্রস্তু দ্বিগুণঃ স তু মধ্যমঃ॥

৫। ত্রিগুণাভিস্তু মাত্রাভিরুত্তমঃ স উদাহৃতঃ।
জপধ্যানযুতো গর্ভো বিপরীতস্ত্বগর্ভকঃ॥

৬। প্রথমে জনয়েৎ স্বপ্নং মধ্যমেন চ বেপথুঃ।
বিপাকং হি তৃতীয়েন জয়েদ্দোষাননুক্রমাৎ॥

৭। আসনস্থস্তু যুঞ্জীত কৃত্বা চ প্রণবং হৃদি।
পার্ষ্ণিভ্যাং লিঙ্গবৃষণৌ স্পৃশন্নেকাগ্রমানসঃ॥

৮। রজসা তমসো বৃত্তিং সত্ত্বেন রজসাস্তথা।
নিরুধ্য নিশ্চলো বৃত্তিং স্থিতো যুঞ্জীত যোগবিৎ॥

৯। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ প্রাণাদীন্ মন এব চ।
নিগৃহ্য সমবায়েন প্রত্যাহারমুপক্রমেৎ॥

১০। প্রাণায়ামা দশাষ্টৌ চ ধারণা সা বিধীয়তে।
দ্বে ধারণে স্মৃতো যোগো যোগিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

১১। প্রাঙ্‌নাভ্যাং হৃদয়ে চাত্র তৃতীয়া চ তথোরসি।
কণ্ঠে মুখে নাসিকাগ্রে নেত্রে ভ্রূমধ্যমূর্দ্ধসু॥

১২। কিঞ্চিৎ তস্মাৎ পরস্মিংশ্চ ধারণা দশধা স্মৃতাঃ।
দশৈতা ধারণাঃ প্রাপ্য প্রাপ্নোত্যক্ষররূপতাম্॥

১৩। যথাগ্নিরগ্নৌ সংক্ষিপ্তস্তথাত্মা পরমাত্মনি।
ব্রহ্মরূপং মহাপুণ্যমোমিত্যেকাক্ষরং জপেৎ॥

১৪। অকারশ্চ তথোকারো মকারশ্চাক্ষরত্রয়ম্।
ইত্যেতদক্ষরং ব্রহ্ম পরমোঙ্কারসংজ্ঞিতম্॥

১৫। অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ স্থূলদেহবিবর্জ্জিতম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্জরামরণবর্জ্জিতম্॥

১৬। অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ পৃথিব্যা মলবর্জ্জিতম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্বায়্বাকাশবিবর্জ্জিতম্॥

১৭। অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ সূক্ষদেহবিবর্জ্জিতম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ স্থানাস্থানবিবর্জ্জিতম্॥

১৮। অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্গন্ধমাত্র বিবর্জ্জিতম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতি রূপমাত্রবিবর্জ্জিতম॥

১৯। অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ শব্দতন্মাত্রবর্জ্জিতম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্বাক্‌পাণ্যাদিবিবর্জ্জিতম্॥

২০। অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ শ্রোত্রত্বকপরিবর্জ্জিতম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্জ্জিহ্বাঘ্রাণবিবর্জ্জিতম্॥

২১। অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ প্রাণাপ্রাণবিবর্জ্জিতম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্ব্যানোদানবিবর্জ্জিতম্॥

২২। অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিরজ্ঞানপরিবর্জ্জিতম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ স্ত্রীস্বয়ং পরমং পদম্॥

২৩। দেহেন্দ্রিয়-মনো-বুদ্ধি প্রাণাহঙ্কারবর্জ্জিতম্।
নিত্যশুদ্ধবুদ্ধিযুক্তমহমানন্দমদ্বয়ম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্জ্ঞানরূপো বিমুক্তয়ে॥ গঃ পুঃ

কাম্য প্রাণায়াম।

দহ্যমানোঽনুতাপেন কৃত্বা পাপানি মানবঃ।
শোচমানস্ত্বহোরাত্রং প্রাণায়ামৈর্ব্বিশুদ্ধতি॥ অঙ্গিরা।

পাপাচরণ বশতঃ হৃদয় যদি কোন ব্যক্তির অনুতাপানলে দগ্ধ হয়, এবং অহোরাত্র শোক সন্তপ্ত হয়, তাহা হইলে প্রাণায়াম দ্বারা সে দুঃখ দূর হইবে এবং বিশুদ্ধভাব প্রাপ্ত হইবে।

বৌধায়ন ঋষি ও বলেন যে শাস্ত্রানুসারে প্রাণায়াম করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য ঐরূপ বিধান দিয়াছেন। পূর্ব্বাকালে প্রাণায়াম দ্বারা সমস্ত প্রায়শ্চিত্তের কার্য্য সমাধা হইত।

প্রাণায়াম-ফল।

অল্পকালে ভবেৎ প্রাজ্ঞঃ প্রাণায়ামপরায়ণঃ।
যোগিনো মুনয়শ্চৈব ততঃ প্রাণং নিরুন্ধয়েৎ॥ গোরক্ষ সং।
ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্। সাধন পাদ পাতঞ্জলে।
প্রাণায়ামাৎ খেচরত্বং প্রাণায়ামাদ্রোগনাশনম্।
প্রাণায়ামাদ্বোধয়েচ্ছক্তিং প্রাণায়ামান্মনোন্মনী।
আনন্দো জায়তে চিত্তে প্রাণায়ামী সুখী ভবেৎ॥ ঘেরণ্ড সং।

প্রাণায়াম সিদ্ধির লক্ষণ।

স্বেদঃ সংজায়তে দেহে যোগিনঃ প্রথমোদ্যমে।
যদা সংজায়তে স্বেদো মর্দ্দনং কারয়েৎসুধীঃ॥
অন্যথা বিগ্রহে ধাতুর্নষ্টো ভবতি যোগিনঃ॥ শিব সং।
অল্পনিদ্রা পুরীষঞ্চ স্তোকং মূত্রঞ্চ জায়তে।
অরোগিত্বমদীনত্বং যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
স্বেদো লালা কৃমিশ্চৈব সর্ব্বথৈব ন জায়তে॥ শিব সং।

প্রাণায়ামে অধম-মধ্যম-উত্তম ফল।

প্রস্বেদজনকো যস্তু প্রাণায়ামেষু সোঽধমঃ।
কম্পে চ মধ্যম প্রোক্ত উত্থানে চোত্তম ভবেৎ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

প্রাণায়াম-জপ বিধি।

মূল মন্ত্রস্য বীজস্য ত্রণ বা ষোড়শবার জপেন বাম নাসাপুটে বায়ুং পূরয়েৎ। তস্য চতুষষ্টিবার জপেন বায়ুং কুম্ভয়েৎ। তস্য দ্বাত্রিংশদ্বার জপেন বায়ুং রেচয়েৎ। পুনর্দক্ষিণেনাপূর্য্য উভাভ্যাং কুম্ভয়িত্বা বামেন রেচয়েৎ। পুনর্বামেনাপূর্য্য উভাভ্যাং কুম্ভয়িত্বা দক্ষিণেন রেচয়েৎ।

ষোড়শবার মূল বীজ মন্ত্র জপ করিয়া বাম নাসাপুট দ্বারা শ্বাস টানিয়া বায়ু গ্রহণ করিবে, তৎপরে সেই বায়ুকে কুম্ভক করিয়া বা মস্তকে স্থির রাখিয়া চৌষটিবার জপ করিবে। তৎপরে বত্রিশ বার জপ করিয়া সেই বায়ুকে নিশ্বাস দ্বারা ত্যাগ করিবে। পুনরায় দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু গ্রহণ করত উভয় নাসাপুট বন্ধ করতঃ কুম্ভক করিয়া বাম নাসাপুট দ্বারা রেচক করিবে। পুনরায় বাম নাসাপুটে পূরক করত উভয় নাসাপুট বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট দিয়া রেচক করিবে। তৎসঙ্গে জপ চলিবে।

মহর্ষি শিবনারায়ণ স্বামী বলেন "সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে না সুখে যে যত সংখ্যা পারে সে সেই প্রকারে মন্ত্র জপ করিবে।" সা- নিত্য ক্রিয়া ও পরম কল্যান গীতা দ্রষ্টব্য।

প্রাণায়ামে অঙ্গুলি ধারণ বিধি।

"কনিষ্ঠানাসিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুটধারণম্।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়স্তর্জ্জনী মধ্যমে বিনা॥"

কনিষ্ঠা, অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠ বা বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা নাসাপুট ধারণকে প্রাণায়াম কহে; কারণ প্রাণায়ামকালে তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি বাদ দিয়া পূর্ব্বোক্ত অঙ্গুলি ত্রয় দ্বারা নাসাপুট ধারণের নিয়ম আছে।

প্রাণায়াম দ্বিবিধ—সগর্ভ ও নিগর্ভ।

মন্ত্র জপ সহ প্রাণায়াম সগর্ভ এবং মাত্রা সহ নিগর্ভ।

মাত্রা—তৎকালে বাম জানুতে বাম হস্ত চালনাকে মাত্রা কহে।

প্রাণায়ামের সহজ উপায়।

প্রাণ ও অপান বায়ুকে রোধ করিয়া অর্থাৎ মুখ বন্ধ করিয়া ভক্তি সহকারে "ওঁকার" মন্ত্র জপ করিতে হইবে। মুখ বন্ধ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র জপ করিতে হইবে। যথা—"ও সৎগুরু," "ওঁ সৎগুরু" এই মন্ত্র যতক্ষণ একমনে হৃদয়স্থ গুরুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জপ করিতে সমর্থ হতক্ষণ জপ করিবে। এইরূপ অভ্যাস করিলে ক্রমশঃ শক্তিঃ বৃদ্ধি হইবে। ইহা দ্বারা সহজেই প্রাণায়ামের কার্য্য হইবে। আগন্ত, একাগ্রতা ও ভক্তি সহকারে দীর্ঘকাল এইরূপ জপ করিলে অজ্ঞানতা নাশ হইয়া পূর্ণ জ্ঞান বিকাশ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি লাভ হইয়া যথার্থ ভগবৎ প্রেম জন্মে।

বায়ুকে বশে আনাই প্রাণায়ামের প্রধান লক্ষ্য। কারণ যাবৎ বায়ু দেহে অবস্থিত তাবৎ জীবিত, তাই বায়ুর নিষ্ক্রমণই মৃত্যু।

"যাবদ্বায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবিতমুচ্যতে।
মরণং তস্য নিষ্ক্রান্তিস্ততোবায়ুং নিবন্ধয়েৎ॥"

ষট্‌চক্রভেদবিষয়ক জ্ঞান।

১। মূলাধার, ২। স্বাধিষ্ঠান, ৩। মণিপুর, ৪। অনাহত, ৫। বিশুদ্ধ, এবং ৬। আজ্ঞাচক্র। দেহ মধ্যে এই ছয়টী চক্র আছে।

মূলাধার চক্র চারি পত্র বিশিষ্ট গুহ্যদেশের উর্দ্ধভাগে, স্বাধিষ্ঠান ষড়দল পীতাভাযুক্ত লিঙ্গমূলে, মণিপুর দশ দলবিশিষ্ট নাভিদেশে, অনাহত হৃৎপদ্মে, বিশুদ্ধ কণ্ঠদেশে, এবং আজ্ঞাচক্র দ্বিদল বিশিষ্ট ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত। মতান্তরে নয়টী চক্রের উল্লেখ আছে। সেই মতে আজ্ঞাচক্র দ্বিদল ভ্রূমধ্যে, সপ্তম চক্র ৬৪ দল তালুমধ্যে, অষ্টম চক্র শতদল ব্রহ্মরন্ধ্রে এবং নবম চক্র তদুপরি মহাশূন্য মধ্যে সহস্রদল পদ্মে অবস্থিত। যোগও তন্ত্র শাস্ত্রে এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেখা যায়। তদ্দ্বারা সহজে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

ষট্‌চক্রের সরল অর্থ—(১ম) মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার মূলাধারের চারি

দল, (২য়) কামাদি ছয় রিপুই স্বাধিষ্ঠানের ষড় দল, (৩য়) দশ ইন্দ্রিয়ই মণিপুরের দশ দল, (৪থ) অনাহতের দ্বাদশ দল—দশ ইন্দ্রিয়, মন ও অহংকার, (৫ম) বিশুদ্ধচক্রের ষোড়শ দল—দশ ইন্দ্রিয়, চারি অন্তঃকরণ, বিদ্যা ও অবিদ্যা এবং (৬ষ্ঠ) আজ্ঞা চক্রের দ্বিদল—বিদ্যা ও অবিদ্যা। এই ষট্চক্রের অতীত একদল আছে তাহা সহস্র দল। তাহাই পূর্ণ পরব্রহ্ম পরমাত্মা। এই ষট্চক্র ভিতরে ও বাহিরে বিদ্যমান। এই চক্রের চক্রীকে জানাই ষট্চক্রভেদ। সেই চক্রীর প্রতি নিষ্ঠা ও ভক্তি থাকিলে আপনা হইতে ষটচক্র ভেদ হইয়া যাইবে।

ন্যাস।

ন্যাস জপ পূজাদির একটী অঙ্গ বিশেষ। জপ, হোম পূজা, প্রাণায়ামাদি কার্য্যের পূর্ব্বে অগ্রে ন্যাস করিতে হয়। তন্ত্রে এই বিষয়টী অত্যন্ত বিস্তৃত ভাবে বিবৃত হইয়াছে। তাহা অনেকেরই বিরক্তি জনক হইয়া থাকে।

তন্ত্র শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেই জানা যায় যে, বিষয় সকল অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তনোতি বিস্তারয়তি ইতি তন্ত্র। চলিত কথায় অনেককে বলিতে শুনা যায়—"ও এক তন্ত্রের লোক। ইহা হইতেই তন্ত্রটীর সম্বন্ধে সাধারণের কিরূপ ধারণা, তাহা বুঝিয়া লইবেন। প্রথা বিভিন্ন ও বিরক্তিকর হইলেও উদ্দেশ্য সাধু।

এক্ষণে ন্যাসের প্রকৃত অর্থ কি তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

নি+অস ধাতু ভাববাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া ন্যাস শব্দ নিষ্পন্ন। অস ধাতুর অর্থ দীপ্তি, গ্রহণ ও গতি। নি উপসর্গ পূর্ব্বক অস্ ধাতুর অর্থ নিক্ষেপ, অর্পণ, নিশ্বাসের পূরণ স্থিরীকরণ ও রেচন পূর্ব্বক মন্ত্র প্রয়োগ, ত্যাগ, বিন্যাস, স্থাপ্য দ্রব্য, পূজা-জপাদি কালে কার্য্যের বিঘ্ন বিনাশজন্য দেহের অন্তরে ও বাহিরে বর্ণ, অক্ষর বা দেবতা বিশেষ বিন্যাস, সন্ন্যাস।

বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করিবার জন্য এই প্রথা প্রচলিত। অধিকারী ভেদে ও সাধকের জ্ঞানানুসারে ইহা বিভিন্ন উপায়ে সংসাধিত হইতে পারে। ন্যাস অর্থে ত্যাগ, এবং সন্ন্যাস অর্থে সংসার বাসনা ত্যাগ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়োবিদুঃ।
সর্ব্ব কর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ গীতা ১৮।২

পণ্ডিতগণ কাম্য কর্ম্মের ন্যাস বা ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলেন। এবং ফল কামনা শূন্য হইয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকেই ন্যাস বা ত্যাগ বলেন।

আগমোক্তেন বিধিনা নিত্যং ন্যাসং করোতি যঃ।
দেবতা ভাবমাপ্নোতি মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥ তন্ত্রসার।

ইহা ধ্রুবসত্য যে ভগবৎ সাধনাদি কার্য্যের পূর্ব্বে বিক্ষিপ্ত মনকে যে কোন উপায়ে হউক সংযত করিয়া কার্য্যারম্ভ করা উচিত।

সাধনার পূর্ব্বে যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয় ক্ষণকাল চিন্তা করেন, তাহা হইলে মন সহজেই স্থির হইবে। ইহা সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে সুবিধাজনক হইতে পারে না। ইহাতে গভীর জ্ঞানের আবশ্যক। প্রথমে নিম্নোক্ত উপায়ে ন্যাস বা চিত্তচাঞ্চল্য দূরীকরণ আবশ্যক।

"ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে॥
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষিকেশন্তু কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ॥

ফল কথা যাঁহার যেরূপ সুবিধা হইবে উপাসনার পূর্ব্বে বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিবেন।

প্রাণায়াম বিহিত সপ্রণব সসপ্তব্যাহৃতি সশিরস্কগায়ত্রী।

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্ব ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধীয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোম্।

পূজা ও উপাসনারম্ভে পবিত্রকরণ মন্ত্র।

"শঙ্খ-চক্র-ধরং বিষ্ণুং দ্বিভুজং পীতবাসসম।
প্রারম্ভে কর্ম্মণঃ বিপ্র পুণ্ডরীকং স্মরেৎ হরিম॥
অপবিত্র পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরশুচিঃ॥"

হে বিপ্র অর্থাৎ বেদবিৎ পণ্ডিত! পূজা ও উপাসনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে শঙ্খচক্রধারী পীতবসন পরিধারী দ্বিহস্ত বিশিষ্ট বিষ্ণুকে এবং শ্বেত পদ্মনিভ হরিকে স্মরণ করিবে। অপবিত্রই হউক আর পবিত্রই হউক যে কোন অবস্থায় থাকুন না, যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে স্মরণ করিবেন, তাঁহার বাহির ও অভ্যন্তর পবিত্র হইয়া যাইবে। ইহার প্রকৃত অর্থ—শঙ্খ অর্থে চন্দ্রকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; কারণ শঙ্খ যেমন সমুদ্রজাত পদার্থ, চন্দ্রও সেইরূপ ক্ষীরোদ সমুদ্রজাত। চক্র অর্থে আকাশস্থ রাশিচক্র যাহা বিশ্বচক্র, কালচক্র এবং সুদর্শন চক্র নামে বিদিত। চক্রধর, চক্রপাণি এবং চক্রভৃৎ বলিলে বিষ্ণুকে বুঝায় এবং চক্রবন্ধু অর্থে সূর্য্য। সূর্য্যই বিষ্ণু। কারণ সগ্রহ রাশিচক্র সূর্য্যাকর্ষণে সংধৃত। তাঁহার পীতবর্ণ জ্যোতিঃই তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র; প্রকৃতি ও পুরুষ রূপ তাঁহার দুই হস্ত যদ্দারা তিনি জাগতিক সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। বিষ্ণুর একটী নাম পুণ্ডরীকাক্ষ, হরি অর্থেও সূর্য্য। সূর্য্যই সমস্ত জগতের একমাত্র পাবন অর্থাৎ পবিত্রকারক। অন্তরীক্ষ বাসী শঙ্খচক্রধারী বিষ্ণুরূপ সূর্য্য-

দেবকে ভক্তি পূর্ব্বক মনোমধ্যে স্মরণ ও চিন্তা করিলে অন্তর ও বাহির সমস্ত পবিত্রময় হইয়া যাইবে। (কেবল মন্ত্র আওড়াইলে নহে), তখন পূজা উপাসনায় মন নির্ব্বিঘ্নে নিবিষ্ট হইবে। বিষ্ণু যে সর্ব্বব্যাপক এই জ্ঞান মনে উদয় হইলে, অপবিত্র ভাব মন হইতে চলিয়া যাইবে। সেই জন্য বলা হইয়াছে, বিষ্ণু স্মরণে সমস্ত শুচি হইয়া যাইবে। ইহার দ্বারা সূচিত হইতেছে যে আবশ্যক মতে সকল অবস্থাতেই বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া উপাসনাদি কার্য্য চলিতে পারে। মনে করুন পীড়িতাবস্থায় অপরিষ্কার ভাবে এক ব্যক্তি শায়িত আছেন, তখন তিনি মনে মনে বিষ্ণুর পবিত্র নাম স্মরণ করিলেই, তিনি পবিত্র হইয়া উপাসনা কার্য্য করিতে পারেন। অন্ধক-রিপুর অনুগ্রহে তাঁহার অজ্ঞানতারূপ আবর্জ্জনা বিদূরিত হইবে।

আচমন—(আ পূর্ব্বক ভ্বাদিগণীয় চম্ ধাতু ভাববাচ্যে অনট্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ), চম্ ধাতুর অর্থ ভক্ষণ, আ পূর্ব্বক চম্ ধাতুর অর্থ প্রক্ষালন বা আঁচান। আহারান্তে যে রূপ মুখ প্রক্ষালন করা আবশ্যক, সেইরূপ পূজা উপাসনার পূর্ব্বে আচমনের বিধি আছে। উদ্দেশ্য বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক পবিত্রতা আনয়ন। আচমন মন্ত্র, -

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ।

ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ

দিবীব চক্ষুরাততম।

অন্বয়ঃ। তৎ বিষ্ণোঃ পরমং (শ্রেষ্ঠং) পদং (স্থানং) সদা সূরয়ঃ (পণ্ডিতাঃ) দিবি (আকাশে) আততং (বিস্তৃতং) চক্ষুঃ (নেত্রম্) ইব (তুল্যং) পশ্যন্তি।

পণ্ডিতগণ সেই বেদবিদিত বিষ্ণুর স্বরূপ বা পরম পদ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট স্থান অনন্ত আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ অনন্ত অসীম আকাশ মধ্যে বিষ্ণু অবস্থিত, জ্ঞানিগণ ইহা দর্শন করেন।

বিষ্ণু সর্ব্বত্র বিরাজমান কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ স্থান বিমানস্থ বিরাট সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে, সূর্য্যমণ্ডলই তাঁহার বিস্ফারিত নেত্র। ইহাই শ্লোকের স্পষ্টার্থ।

সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি।—আচমন মন্ত্র গ্রহণান্তর।

(১) প্রণব চিন্তা ও প্রণবাবাহন ৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) ব্যাহৃতি চিন্তা ও ব্যাহৃতি পাঠ।—৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) মহাব্যাহৃতি জপ - ৫৩ ও ৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) সন্ধ্যা বন্দনা ও চিন্তা—১০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৫) ব্রহ্মগায়ত্রী-আবাহন মন্ত্র পাঠ—৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৬) ঐ মন্ত্র জপ ৬৮ " "

(৭) গায়ত্রী-শিরমন্ত্র— ৯৪ " "

(৮) গায়ত্রী-বিসর্জ্জন মন্ত্র— ৯৬ " "

ঐ সকল বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া কণ্ঠস্থ রাখিতে হইবে। ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীতে, আহুতি সময়ে ও প্রাণায়াম পূর্ব্বে ইহা ব্যবহার্য্য।

অধুনা সাংসারিক ও সামাজিক কার্য্য যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকের যথাবিহিত সমস্ত পূর্ণাঙ্গ উপাসনা কার্য্য সুবিধা জনক হয় না। তাঁহাদের জন্য নিম্নোক্ত উপদেশ প্রদত্ত হইল।

প্রভাতে শয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক প্রাতকৃত্য মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ প্রাত গায়ত্রী ধ্যান, চিন্তা এবং সপ্রণব সব্যাহৃতি সশিরস্ক গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করিবে। তদনন্তর পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া মৃত্তিকাতে পাদস্পর্শ করিবে। তদনন্তর পূর্ব্বাকাশে উদয়োন্মুখ সূর্য্যদেব দর্শন, সূর্য্যকে প্রণাম করিয়া প্রাতকৃত্যাদি সমাপন করিবে। স্নানান্তে (আবশ্যক মত স্নান না করিয়া শুচি হইয়া) ঐরূপে গায়ত্র্যাদি পাঠ পূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে অর্ঘ প্রদান করিবে। প্রদোষে সন্ধ্যাগায়ত্রী-পাঠ, পশ্চিম গগনস্থ অস্তোন্মুখ সূর্য্যদেব দর্শন ও প্রণাম। ইহাতেও অসুবিধা হইলে মনে মনে ওঁকার মন্ত্র জপ করিবে। ইহা সকল সময় সকল অবস্থাতে চলিবে।

"আয়ুরারোগ্য কর্ত্তারঃ ওঙ্কারাদ্যাশ্চ নাকদাঃ।
ওঙ্কারঃ পরমো মন্ত্রস্তং জপ্ত্বা চামরো ভবেৎ॥
গায়ত্রী পরমো মন্ত্রস্তং জপ্ত্বা ভুক্তিমুক্তিভাক্।" অঃ পুঃ।

ওঁকারাদি মন্ত্র আয়ুষ্কর, আরোগ্যকর ও স্বর্গপ্রদ। পরম মন্ত্র ওঁকার জপ করিয়া মানবগণ অমর হইতে পারেন। পরম মন্ত্র গায়ত্রী জপে ভোগ ও মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।

দেহের অসুস্থতা হেতু বা অন্য কোন কারণে সকল সময় যথানিয়মে জপাদি কার্য্য অসুবিধা হইলে কেবলমাত্র ওঁকার মন্ত্র মনে মনে জপ করিতে অসুবিধা হইবে না। যথা,—"ওঁ তৎ সৎ" বা "ওঁ সৎ গুরু" নিরত জপ করা যাইতে পারে।

পরমপুরুষের রূপ বর্ণনা।

নাভির দশ অঙ্গুল উর্দ্ধে অর্থাৎ হৃদপদ্মে যে ধ্যানগম্য পুরুষ অবস্থিত তাহার রূপ বর্ণনা হইতেছে। যথা,—

"সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতস্পৃত্বা তু অতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥"

সেই পুরুষ কিরূপ? সহস্র শীর্ষ অর্থাৎ সহস্র মস্তক বিশিষ্ট, সহস্র অর্থে অসংখ্য; সহস্রাক্ষ—সহস্র চক্ষু বিশিষ্ট, অক্ষ শব্দের অন্যতম অর্থ ইন্দ্রিয়, এস্থলে বুদ্ধীন্দ্রিয়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে, কারণ ধীমান ব্যক্তিগণ বুদ্ধি দ্বারা সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল দর্শন করেন। সহস্রপাৎ—সহস্রপদ, সহস্রপাদ পদ ও পাদ শব্দের অন্যতম অর্থ কিরণ, রশ্মি, ঐরূপ অর্থ ধরিলে—তিনি সহস্ররশ্মি বা পূর্ণজ্যোতিঃ বিশিষ্ট। এস্থলে পাদ শব্দে কর্ম্মেন্দ্রিয়কে উপলক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বোধগম্য হইতেছে যে ত্রিলোক মধ্যে যত প্রাণি আছে, তাহাদের যত মস্তক, যত বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়

তৎ সমস্তই তাঁহার। এই জন্যই তিনি সহস্রশির, সহস্রাক্ষ এবং সহস্রপাদ। কিরূপ ভাবে তিনি অবস্থিত? ভূমি সর্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া অবস্থিত। ভূমি শব্দের অর্থ পৃথিবী, ক্ষেত্র, আধার, আকর, স্থান ও বাসস্থান। (পরস্মৈপদী ভূ ধাতুর অর্থ সত্তা—ভূ ধাতু অধিকরণ বাচ্যে মিক প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন, ততঃ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ) এস্থলে জীবদেহ লক্ষ্য করা হইয়াছে। ত্রৈলোক্য মধ্যবর্ত্তী সমস্ত জীবদেহ ব্যাপিয়া পরম পুরুষ পরমাত্মা অবস্থিত। নাভির দশ অঙ্গুল ঊর্দ্ধে হৃদয়দেশে জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মা পরম পুরুষকে ধ্যান করিবে।

অষ্টাঙ্গ যোগ

যোগ। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। সমাধি পাদ, পাতঞ্জলি দর্শন।

সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে। যোগশাস্ত্র।

যোগমার্গে গমন করিতে হইলে অষ্টবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয় নচেৎ যোগ সিদ্ধি হয় না। যথা—১। যম, ২। নিয়ম, ৩। আসন, ৪। প্রাণায়াম, ৫। প্রত্যাহার, ৬। ধারণা, ৭। ধ্যান, ৮। সমাধি।

১। যম—অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, আস্তেয় (চৌর্য্য পরিত্যাগ) ব্রহ্মচর্য্য (১) ও অপরিগ্রহ (ভোগ সাধনে আসক্তি ত্যাগ)।

২। নিয়ম—শৌচ (অন্তর ও বাহ্য), সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (বেদাদি ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করা ও করান) এবং ঈশ্বরে প্রণিধান।

১) "মৈথুনস্য পরিত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং তদষ্টধা। স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্॥ সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানির্ব্বৃত্তিরেব চ। এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥" অঃ, পুঃ।

এই বিধি যোগীগণের জন্য। সাংসারিক ব্যক্তিগণ স্বীয় স্ত্রীতে শাস্ত্রানুমোদিত নিয়মে উপগত হইয়াও ব্রহ্মচর্য্য পালন হয়।

৩। আসন—শাস্ত্রে চৌরাশি প্রকার অসনের উল্লেখ আছে। তবে সাধক যে ভাবে বসিলে তাঁহার নির্বিঘ্নে উপাসনা চলিবে, তাহাই তাঁহার আসন। ৪। প্রণায়াম—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

৫। প্রত্যাহার—প্রত্যাহরণ, প্রত্যাবর্ত্তন—ফিরিয়া আনা। বহির্মুখী প্রবৃত্তি সকলকে অন্তর্মুখী করা। বিষয় সমুদ্রে প্রবিষ্ট ও প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণেকে আহরণ করিয়া নিগ্রহ করাকে প্রত্যাহার কহে।

"সমুদ্ধর মনোরাম মাতঙ্গমিব কর্দ্দমাৎ।" যোঃ বাঃ।

৬। ধারণা—ধ্যেয় বস্তুতে মনের সংস্থিতিকে ধারণা কহে। ধারণা দুই প্রকার মর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। দ্বাদশ আয়ামে ধারণা, দ্বাদশ ধারণায় ধ্যান এবং দ্বাদশ ধ্যানে সমাধি হয়।

৭। ধ্যান। ধ্যান শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (ধৈ। ধাতু ভাবে অনট্ ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী ধ্যৈ ধাতুর অর্থ চিন্তা। একবিষয়ক জ্ঞান প্রবাহ।

ধ্যান বিধি।

"করণান্যবহিষ্কৃত্য স্থাণুর্ব্বন্নিশ্চলাত্মকঃ।
আত্মানাং হৃদয়ে ধ্যায়েন্নাসাগ্রন্যস্তলোচনঃ॥"

ইন্দ্রিয় সকলকে অন্তর্মুখী করিয়া স্তম্ভের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান এবং নাসিকাগ্রে দৃষ্টি ন্যস্ত করতঃ আত্মারূপ ব্রহ্মকে ধ্যান করিতে হয়।

ধ্যেয় বস্তু ও ধ্যান ফল।

১। এবং ধ্যানসমাযুক্তঃ স্বদেহং যঃ পরিত্যজেৎ।
কুলং স্বজনমিত্রাণি সমুদ্ধৃত্য হরির্ভবেৎ॥

২। এবং মুহূর্ত্তমর্দ্ধং বা ধ্যায়েদ্ যঃ শ্রদ্ধয়া হরিম্।
সোঽপি যাং গতিমাপ্নোতি ন তাং সর্ব্বৈর্মহামখৈঃ॥

৩। ধ্যাতা ধ্যানং তথা ধ্যেয়ং যচ্চ ধ্যান প্রয়োজনম্।
এতচ্চতুষ্টয়ং জ্ঞাত্বা যোগং যুঞ্জীত তত্ত্ববিৎ ॥

৪। যোগাভ্যাসাদ্ভবেন্মুক্তিরৈশ্বর্য্যঞ্চাষ্টধা মহৎ।
জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্নঃ শ্রদ্দধানঃ ক্ষমান্বিতঃ ॥

৫। বিষ্ণুভক্তঃ সদোৎসাহী ধ্যাত্বেত্থং পুরুষঃ স্মৃতঃ।
মূর্ত্তামূর্ত্তং পরং ব্রহ্ম হরের্ধ্যানং হি চিন্তনম্ ॥

৬। সকলো নিস্কলো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমো হরিঃ।
অণিমাদিগুণৈশ্বর্য্যং মুক্তির্ধ্যানপ্রয়োজনম্ ॥

৭। ফলেন যোজকো বিষ্ণুরতো ধ্যায়েৎ পরমেশ্বরম।
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ জাগ্রন্নুন্মিষণ নিমিষন্নপি ॥

৮। শুচির্বাপ্যশুচির্বাপি ধ্যায়েৎ সততমীশ্বরম্।
স্বদেহায়তনস্থান্তে মনসি স্থাপ্য কেশবম্ ॥

৯। হৃৎপদ্ম-পীঠিকা মধ্যে ধ্যানযোগেন পূজয়েৎ।
ধ্যান-যজ্ঞঃ পরঃ শুদ্ধঃ সর্ব্ব-দোষ-বিবর্জ্জিতঃ ॥

১০। তেনেষ্ট্বা মুক্তিমাপ্নোতি বাহ্যশুদ্ধিশ্চ নাধ্বরৈঃ।
হিংসা-দোষ বিমুক্তিত্বাদ্বিশুদ্ধিশ্চিত্তসাধনঃ।

১১। ধ্যান-যজ্ঞঃ পরস্তস্মাদপবর্গফলপ্রদঃ।
তস্মাদশুদ্ধং সন্ত্যজ্য হ্যনিত্যং বাহ্যসাধনম্ ॥

১২। অঙ্গুষ্ঠমাত্রমমলং ধ্যায়েদোঙ্কারমীশ্বরম্।
কদম্বগোলকাকারং তারং রূপমিব স্থিতম্ ॥

১৩। ধ্যায়েজ্জপেচ্চ সততমোঙ্কারং পরমক্ষরম্।
মনঃস্থিত্যর্থমিচ্ছন্তি স্থূলধ্যানমনুক্রমাৎ ॥

১৪। ধ্যানাচ্ছ্রান্তো জপেন্মন্ত্রং জপাচ্ছ্রান্তশ্চ চিন্তয়েৎ।
জপধ্যানাদি মুক্তস্থ বিষ্ণুঃ শীঘ্রং প্রসীদতি ॥
১৫। জপিনং নোপসর্পন্তি ব্যাধয়শ্চাধয়ো গ্রহাঃ।
ভুক্তি-মুক্তি-মৃ‍র্তুজয়ো জপেন প্রাপ্নুয়াৎ ফলম্॥ অঃ পুঃ।

যে ব্যক্তি উক্ত প্রকার ধ্যান সমাযুক্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন, তিনি নিজবংশ, স্বজন ও মিত্রগণকে উদ্ধার করতঃ স্বয়ং হরির স্বরূপ হয়েন। ভক্তি সহকারে অর্দ্ধমুহূর্ত্তকাল যে ব্যক্তি হরিকে ধ্যান করিয়া যে গতি প্রাপ্ত হয়েন, সমস্ত মহাযজ্ঞের দ্বারা সে গতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যানের বিষয় বা ধ্যেয় বস্তু এবং ধ্যানের প্রয়োজন এই চারিটী বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়া তত্বজ্ঞ ব্যক্তি যোগে নিযুক্ত হইবেন। যোগাভ্যাস হেতু মুক্তি ও অণিমাদি অষ্টবিধ মহৎ ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। বৈরাগ্যযুক্ত, শ্রদ্ধাবান্, ক্ষমাশীল সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্মে উৎসাহান্বিত ও বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি এই রূপ ধ্যান দ্বারা বিষ্ণুত্ব লাভ করেন। হরির ধ্যান ও চিন্তাই মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত পরব্রহ্মের চিন্তা। মূর্ত্ত অর্থে সাকার বা মূর্ত্তিমান্, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ এই ভূতচতুষ্টয়ই পরব্রহ্মের মূর্ত্তদেহ। অমূর্ত্ত অর্থে নিরাকার মনোবাণীর অতীত। পরমেশ্বরের দুইটী ভাব- সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, বিশ্বাতিগ ও বিশ্বানুগ। সর্ব্বজ্ঞ পরম হরিকে "স-কল" অর্থাৎ অংশরূপী এবং "নিষ্কল" "অর্থাৎ তিনি পূর্ণ তাঁহার অংশ নাই, তাঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই এইরূপ জানিবে। অণিমাদি গুণ, ঐশ্বর্য্য ও মুক্তির জন্য ধ্যানের প্রয়োজন। ধ্যানরূপ ফলের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ হইয়া থাকে। বিষ্ণুব্রত ব্যক্তি চলিতে চলিতে অবস্থিতি কালে, নিদ্রাকালে, চক্ষুর উন্মেষণ বা নিমেষণ কালে, শুচি বা অশুচি অবস্থায়, সকল সময়েই ঈশ্বর চিন্তা করিবেন। স্বীয় দেহমধ্যে মানসে হৃৎপদ্মাসনে কেশবকে সংস্থাপন পূর্ব্বক ধ্যান যোগে পূজা করিবে। যে ব্যক্তি ধ্যান-যজ্ঞ পরায়ণ তিনি শুদ্ধান্তকরণ এবং

সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত। ধ্যানযজ্ঞের দ্বারা বাহ্যশুদ্ধি ও পরমা মুক্তি লাভ হয়। অন্য অধ্বর বা যজ্ঞের দ্বারা তাহা হয় না। তজ্জন্য বাহ্যিক আড়ম্বর দ্বারা যজ্ঞ সাধন পরিত্যাগ করতঃ নিত্য হিংসাদি দোষশূন্য বিশুদ্ধ চিত্তে অপবর্গ বা মুক্তিফলপ্রদ ধ্যানযজ্ঞ পরায়ণ হও।

অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ, বিমল ও স্বচ্ছ, কদম্বসদৃশ গোলাকার হারমধ্য-উজ্জ্বল মণি সদৃশ রূপবিশিষ্ঠ ওঙ্কাররূপ ঈশ্বরকে হৃদ্‌পদ্মে অবস্থিত ও দীপ্তিমান এই ভাবে ধ্যান করিবে। ওঙ্কার রূপ পরম অক্ষর ব্রহ্মকে নিত্য স্থূল হইতে সূক্ষ্মাণুক্রমে ধ্যান ও জপ করিবে। ধ্যানান্তে শ্রান্ত হইলে মন্ত্র জপ করিবে। জপ করিয়া শ্রান্ত হইলে ভগবদ্ চিন্তা করিবে এইরূপ জপ ধ্যানাদি নিরত হইলে অচিরে বিষ্ণু প্রসন্ন হয়েন।

আধি ব্যাধি ও গ্রহগণ জপকারীর নিকটেও গমন করিতে পারে না জপকারী ব্যক্তি ভুক্তি মুক্তি ও মৃত্যুজয়রূপ সুফল লাভ করেন।

৮। সমাধি—পরমাত্মাতে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সমস্ত ন্যস্ত করিয়া ধ্যান নিমগ্ন হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া লোপ হইলে, যোগী সমাধিস্থ হয়েন। তাঁহাতে জীবিতের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

"ধ্যায়ন মনঃ সন্নিবেশ্য যস্তিষ্ঠেদচলস্থিরঃ।
নির্ব্বাতানলবৎ যোগী সমাধিস্থ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ন শৃণোতি ন চাঘ্রাতি ন পশ্যতি ন বম্যতি।
ন চ স্পর্শং বিজানাতি ন সঙ্কল্পয়তে মনঃ॥
ন চাভিমন্যতে কিঞ্চিন্ন চ বুধ্যতি কাষ্ঠবৎ।
এবমীশ্বর-সংলীনঃ সমাধিস্থ স গীয়তে॥' অঃ পুঃ।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ। ওঁ।

সমাপ্ত।

পরি-শিষ্ট।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেবী চণ্ডিই সূর্য্য-জ্যোতি বা সাবিত্রী।

"চণ্ডী" হিন্দুর একখানি পবিত্র ধর্ম্ম গ্রন্থ, ঐ পবিত্র গ্রন্থমধ্যে যে কনক রত্ন খনি নিহিত তাহা অল্প লোকেই অবগত। দেবী চণ্ডী যে সূর্য্য-প্রভা ও সূর্য্য-শক্তি তাহা উক্ত গ্রন্থ পাঠে এবং চণ্ডির ধ্যান হইতে বুঝা যায়।

কি সুন্দর রচনা কৌশল! কি গভীর জ্ঞানব্যঞ্জক ভাব! কি মনোহর ছন্দোবন্দ; সকল শ্রেণীর লোকেই ইহা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহার রহস্য সধারণ্যে অবিদিত। ইহার প্রকৃত তত্ত্ব যবনিকার অন্তরালেই রহিয়াছে। ইঙ্গিতে যিনি যতটা বুঝিতে পারেন বুঝিবেন। গায়ত্রী তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই সমস্ত আবরণ উন্মুক্ত হইবে।

দেবী-মাহাত্ম্যে মধ্যম চরিত্রে যে মহিষাসুর ব্যাপার প্রকটিত হইয়াছে তাহা বিজ্ঞগণ নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে জ্ঞাত হইতে পারেন যে, আলোক ও অন্ধকারের এবং জ্ঞান ও অজ্ঞানের পরস্পর সংগ্রাম। মহিষ অন্ধকারের সহচর এবং সাঙ্কেতিক চিহ্ন। সর্পও অন্ধকারের চিহ্ন।

সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত বিশ্ব গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। অন্ধকার নিয়ত সর্ব্বত্র বিদ্যমান। সূর্য্য-প্রভা দেবী সূর্য্যা অন্ধকার বিনাশে নিয়ত উদ্যত। আলোক ও অন্ধকারের সংগ্রাম বিশ্বমধ্যে সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এ সংগ্রামের আদি ও অন্ত কেহ বিদিত নহে। অন্ধকাররূপ মহিষাসুরকে দেবী সংগ্রামে পরাজয় করিতেছেন বটে, কিন্তু একেবারে বিনাশ করিতে সমর্থ হন নাই। এই জন্য তিনি মহিষমর্দ্দিনী। চণ্ডিতে উক্ত হইয়াছে—

"দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।" ২ শ্লোক; মধ্যমচরিত্র।

দেবাসুরে একশত বর্ষকাল ব্যাপী অবিচ্ছেদ যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যে একশত বর্ষের উল্লেখ হইয়াছে ইহা ব্রহ্মবর্ষ। ২ কল্পে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র; ৭২০ কল্পে এক ব্রহ্ম বৎসর। অনন্ত গরুড় রহস্য ২৩ পৃষ্ঠা ব্রহ্মপরমায়ু দ্রষ্টব্য। এইরূপ একশত বর্ষ ব্যাপী যুদ্ধের পর দেবী রণজয়ী হইয়া ত্রিলোক প্রকাশিত ও জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন।

মহিষাসুর কর্ত্তৃক দেবগণ পরাজিত হইয়া নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণের স্মরণাপন্ন হইলে নারায়ণের, শঙ্করের ও ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রচুর তেজঃ বহির্গত হইল; ইন্দ্রাদি দেবগণের দেহ হইতেও প্রচুর তেজঃ বিনিসৃত হইল। সেই সমস্ত তেজরাশি একত্রীভূত হইয়া জলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় হইল। সর্ব্ব দেব-দেহজাত একত্রীভূত তেজঃপুঞ্জ নারীরূপে পরিণত হইল। ঐ তেজঃপুঞ্জই সূর্য্য এবং তাঁহার জ্যোতিঃই দেবী দুর্গা ও চণ্ডী।

সমস্ত দেবগণের তেজঃসমষ্টি হইতে সমুদ্ভূতা দেবী চণ্ডি রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে বিশ্ব-রণক্ষেত্রে অভির্ভূতা হইলেন। যে ব্যক্তি দেবীর ঐ রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি বিশ্বমধ্যে অথবা মনোমধ্যে সন্দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই ধন্য এবং তাহার মানব জন্ম সার্থক।

"চণ্ডি" অতি আদরের জিনিষ, হিন্দু মাত্রেই ইহা স্বীকার করিবেন। বিপদকালে লোক চণ্ডিপাঠ করাইয়া থাকেন। কিন্তু "চণ্ডির" মধ্যে যে কি অমূল্য রত্ন আছে, তাহা অল্প লোকেই অবগত। চণ্ডির মধ্যে যে কি অমৃতধারা প্রবাহিত তাহা জানিতে পারিলে মুমুর্ষের ও বিপন্নের সমস্ত দুঃখ দূর হইয়া যায়। পাঠক এবং শ্রোতা উভয়েরই সদ্গতি হইয়া থাকে।

দেবী দুর্গাই চণ্ডি, সতী, সাবিত্রী, পার্ব্বতী ইত্যাদি; তাঁহার অসংখ্য নাম আছে। তিনি পুরুষ, তিনি প্রকৃতি। তিনি পিতা, তিনি মাতা। ব্যাকরণের শব্দের দ্বারা আমরা পিতৃ-মাতৃত্বের প্রভেদ অনুভব করি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেবী দুর্গা ও সূর্য্য-জ্যোতি বা সাবিত্রী।

দেবীপুরাণোক্ত দেবী-মাহাত্ম্য বর্ণনা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। (দেবীপুরাণ ৪৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তথায় উক্ত হইয়াছে সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপ ভগবান্ ভাস্কর কোটিচক্র ও যুগ-যুক্ত সুবিস্তীর্ণ রথে আরোহণ পূর্ব্বক দেবগণবৃত হইয়া প্রতিদিন পৃথিবী-পদ্মকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন।

হিমালয় পার্ব্বতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে জগজ্জননি! মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ দেহবন্ধন হইতে নিস্তার পাইবার জন্ম তোমার কোন্ রূপ ধ্যান করিয়া থাকেন, তাহা আমাকে সবিস্তার বল। তদুত্তরে পার্ব্বতী কহিলেন,—

রূপং মে নিষ্কলং সূক্ষ্মং বাচাতীতং সুনির্ম্মলম্।
নির্গুণং পরমং জ্যোতিঃ সর্ব্বব্যাপককারণম্॥
তপস্বিনাং তপশ্চাস্মি তেজশ্চাস্মি বিভাবসোঃ।
ছন্দসামপি গায়ত্রী বীজানাং প্রণবোস্ম্যাহম্॥ শ্রীভগবতীগীতা।

সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী যে ভর্গ স্বরূপ পরব্রহ্মাত্মক জ্যোতিঃ, যাহা সাধক ও যোগিগণের ধ্যেয় বস্তু, যাহা প্রণব ও গায়ত্রীর সার, সেই পরম জ্যোতিঃই দেবী দুর্গা; যাঁহার জ্যোতিরূপ তেজঃ চরাচর নিখিল বিশ্ব মধ্যে পরিব্যাপ্ত। অনন্ত আকাশ মধ্যে যে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য আমরা দেখিতে পাই, সেইটী দেবীর সাকার মূর্ত্তি, মধ্যমাধিকারীর আরাধনার বস্তু। নিম্নাধিকারীর জন্য পাষাণ, মৃণ্ময় ও কাষ্ঠাদির কল্পিত মূর্ত্তি গঠিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিদ্যাময়ী প্রভাদেবী বেদে কুমারী সূর্য্যা নামে গীত ও পূজিত হইয়াছেন। প্রাতে ঋগ্বেদ দুর্গামাতা রূপে, মধ্যাহ্নে যজুর্ব্বেদ কালীমাতা রূপে এবং সায়াহ্নে সামবেদ সরস্বতী মাতা রূপে সূর্য্যদেবকে ধ্যান করিবার বিধি শাস্ত্রে আছে। প্রাতে সূর্য্যের মূর্ত্তি গৌরবর্ণা, মধ্যাহ্নে কৃষ্ণবর্ণা ও সায়াহ্নে শ্বেতবর্ণা প্রতীয়মান হয়।

দুর্গামাহাত্ম্য।

ওঁ "প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমো সূর্য্যোদয়ে যথা ॥"

ইহার সাধারণ অর্থ এই যে, নিত্য প্রভাতকালে "দুর্গাদুর্গা" অক্ষরদ্বয়কে স্মরণ করিলে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার নাশের ন্যায়, সমস্ত আপদ বিনষ্ট হয়।

পাঠকগণের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, শ্লোকে "স্মরেৎ" এই ধাতু বা ক্রিয়া পদ ব্যবহৃত হইয়াছে; "পঠেৎ বা উচ্চরেৎ" এরূপ ধাতু ব্যবহৃত হয় না। স্মৃ ধাতুর অর্থ স্মরণ করা ও চিন্তা করা। সুতরা উচ্চারণ বা পাঠ করিলে হইবে না, চিন্তা করিতে হইবে। কি চিন্ত করিবে? "দুর্গাদুর্গা" এই দুইটা অক্ষর চিন্তা করিবে; এই দুইটী অক্ষর চিন্তা করিতে সকলে অক্ষমহেতু দুর্গাদেবীর বর্ত্তমান মৃণ্ময় প্রতিমা।

"দুর্গা" এই অক্ষর দুইটী স্মরণ বা চিন্তা করিবার বিধান দেওয় হইয়াছে। চিন্তা শক্তি সকলের সমান নহে, এজন্য বিষয়ীভূতবস্তু এক হইলেও অনেক সময় চিন্তা-স্রোত বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

উক্ত অক্ষর দুইটার চিন্তার ফল নিম্নে প্রকটিত হইল।

চিন্তা করিতে গেলে শব্দের ও বাক্যের এবং বর্ণের অর্থবোধ আবশ্যক সেই দেবীকে প্রভাতে প্রত্যহ পূর্ব্বাকাশে প্রসন্ন-চিত্তে চিন্তা, ধ্যান ও দেবীর জ্যোতিঃ গ্রহণ করিতে পারিলে, মানবের মনের সমস্ত অন্ধকারবিনিঃ হইয়া যায়, এবং হৃদয়াকাশে মানস-মন্দিরে বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে তাঁহাকে অনুভব করিতে পারা যায়। আকাশ-মন্দিরে যখন দেবী বিরাজিত, তখন দশ দিক্-পালই তাঁহার দশ হস্ত এবং হৃদয়াভ্যন্তর মন্দিরে তাঁহাকে ধারণা করিলে, দশ ইন্দ্রিয়ই তাঁহার দশহস্ত।

বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে (macrocosm) যে রূপ তিনি সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে (microcosm) তদ্রূপ সমস্ত কার্য

বিচালনা করিতেছেন। মা আমার অসুরনাশিনী, তিনি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে অসুরনাশে ব্যাপৃতা,'এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও অসুরনাশে ব্যাপৃতা। অসুরের স্ত হইতে তাঁহার ভক্তগণকে, তাঁহার প্রিয় সন্তানগণকে রক্ষা করাই তাহার প্রধান কার্য্য, তাই তিনি রণরঙ্গিণীবেশে আবির্ভূতা।

প্রভাতের অরুণরঞ্জিত পূর্ব্বাকাশের ছবি দর্শন করিলেই শারদী প্রতিমার বাহ্য দৃশ্য মনে উদয় হয়।

অতএব সূর্য্যদেব বা সূর্য্য প্রভাই দেবী দুর্গারূপে প্রকাশিত আবির্ভূতা। তিনিই সূর্য্যান্তবর্ত্তী ভর্গ, এই জন্য ইহাকে বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলা হয়। "অধুনা" তিনি হিমালয়কন্যা।

"বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী যা দেবী দুর্গে দুর্গতিনাশিনী।
অধুনা যা হিমগিরেঃ কন্যা নাম্না চ পার্ব্বতি॥"
"বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী যা দেবী সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী।
সর্ব্বজ্ঞানাত্মিকা সর্ব্বা সা দুর্গা দুর্গনাশিনী॥"

অর্থবোধ না হইলে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

যদি দুইটী বর্ণের বা অক্ষরের অর্থ চিন্তা করি তাহা হইলে শ্লোক কর্ত্তার উদ্দেশ্য সাধন হয় না, কারণ দুর্গ অর্থে অসুর এবং তাহারই স্ত্রীলিঙ্গে দুর্গা—অসুরী। অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি দেবীকে তাই মনে করিয়াই মেষ মহিষ ছাগাদি বলিদান দিয়া দেবীর প্রীতিভাজন হইবার চেষ্টা করে তিনি যে অসুরনাশিনী। অসুরপ্রিয়া কিরূপে হইবেন? আমরা চিন্তা করিয়া দেখি যে "দুর্গা" শব্দের মধ্যে পাঁচ অক্ষর বা বর্ণ আছে যথা—

দ, উ, র্, গ্, আ। দ অর্থে পর্ব্বত, উ অর্থে শিব, সুতরাং দু অর্থে পর্ব্বতাকার শিব, এই জন্য শিবের ধ্যানে "রজতগিরিনিভং" প্রয়োগ হইয়াছে। ইহাদ্বারা সূর্য্যদেবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। র অর্থে অগ্নি বা জ্যোতিঃ, গ অর্থে গগন ও স্বর্গ, এবং আ অর্থে ব্রহ্মা, ও বিষ্ণু

কারণ "আ" র মধ্যে "অ" ও "আ" আছে। অতএব বহিরাকাশে এই জগতের কেন্দ্রস্থানে রৌপ্য পর্ব্বতাকার সূর্য্যদেব বিরাজিত, যাঁহার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব অবস্থিত, এবং যাঁহার মধ্য হইতে জ্যোতিঃ উদ্গীর্ণ হইয়া ত্রিজগৎ উদ্ভাসিত ও অনুরঞ্জিত হইয়াছে, সেই জ্যোতিঃই দুর্গাদেবী। সেই জ্যোতিঃই আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতি, সারাৎসারা পরাৎপরা।

চারিটী দিক চারিটী বিদিক্, উর্দ্ধ অধঃ ও এই দশটী দেবীর দশ হস্ত।

অথবা দেবীকে বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনে করিলে দশ ইন্দ্রিয়ই দেবীর দশ হস্ত। দেবীর দশ হস্তস্থিত অস্ত্র সম্বন্ধে শাস্ত্রবচন।

খড়্গিণী শূলিণী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণ ভুশুণ্ডী পরিঘায়ুধা॥ দেবীমাহাত্ম্য।

খড়্গ, শূল, ছিন্নমস্তক, গদা, চক্র, শঙ্খ, চাপ, বাণ, ভুশুণ্ডী এবং পরিঘ নামক অস্ত্র দেবীর হস্তে বিরাজিত। গ্রহ নক্ষত্রই দেবীর অস্ত্র সকল।

দেবীপুরাণোক্ত দেবীর স্বরূপ বর্ণনা। (৪৬ অঃ)

দেবাগুণত্রয়াবিষ্টমণ্ডপং কোটিবিস্তরম্।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তমুৎপন্নং সচরাচরম্॥
অন্তে হিরণ্যগর্ভস্য যৎ তত্ত্বং গর্ভসংশ্রিতম্।
তত্রোৎপন্নমিদং ব্যোমরূপাণি দ্যৌর্মহী ভবেৎ॥
অধোর্দ্ধং কাঞ্চনময়শ্চতুরস্রোচ্ছ্রিতো মহান্।
উৎপন্নঃ স চতুঃশৃঙ্গো মেরুদৈবত সংশ্রয়ঃ॥
পৃথিবী পদ্মং দিশঃ পত্রং মেরুস্তস্য তু কর্ণিকা।
যুগাক্ষ কোটি বিন্যস্তং তত্র কৃত্বা রথং রবিঃ॥
দেবীঞ্চ সংবৃতো দেবৈর্যাতি তস্য প্রদক্ষিণম্।
তস্মিন্ মেরৌ ত্রয়স্ত্রিংশৎ বসন্তে যাজ্ঞিকাঃ সুরাঃ॥

সেই ত্রিগুণময়ী দেবীর গুণত্রয় হইতে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সচরাচর কোটি কোটি মণ্ডপ' সমুৎপন্ন হইয়াছে। প্রথমে এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সেই প্রকৃতি হইতে যে সগর্ভ মহতত্ত্ব উৎপন্ন হয়, পরে ঐ মহতত্ত্ব হইতে ক্রমে এই আকাশরূপ স্বর্গ ও পৃথিবী প্রাদুর্ভূত হইলে, ঐ পৃথিবী হইতে অধঃ ও উর্দ্ধে কাঞ্চনময়, চতুরস্র, অত্যুন্নত, বৃহৎ শৃঙ্গচতুষ্টয়-শোভিত, দেবগণের বাসভূমি সুমেরু পর্ব্বত প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ পৃথিবীরূপ পদ্মের দিক্ সকল পত্র স্বরূপ ও সুমেরু কর্ণিকা স্বরূপ। সাক্ষাৎ দেবী স্বরূপ ভগবান্ ভাস্কর কোটি চক্র ও যুগযুক্ত সুবিস্তীর্ণ রথে আরোহণ পূর্ব্বক দেবগণবৃত হইয়া, প্রতিদিন সেই পৃথিবী পদ্মকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত সুমেরু গিরির উপরে যজ্ঞভাক্ একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু ও অশ্বিনী কুমারদ্বয়, এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবতা অবস্থিত আছেন। দেবী দেবগণবৃত হইয়া পৃথিবী পদ্মকে পরিভ্রমণ করিতেছেন। "দেবগণবৃত" শব্দ দ্বারা গ্রহগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

দুর্গোৎসবই প্রকারান্তরে নবগ্রহ পূজা।

দেবীর প্রতিমা বিবরণ।

লোহিত-পীতবর্ণাভা দেবী দশভূজা শ্বেতসিংহারূঢ়া হইয়া এক শস্য-শ্যামলবর্ণ দস্যুর সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। দেবীর দক্ষিণ দিকে কনকসন্নিভ লক্ষ্মীদেবী, ও লোহিতাঙ্গ গণেশ দেব। বামদিকে শ্বেতকায়া সরস্বতী দেবী ও হরিদ্রা বর্ণের কার্ত্তিক। হস্তে নীলবর্ণযুক্ত এক সর্প। দেবীর মস্তকোপরি অসংখ্য দেববৃন্দ। দেবী ঐ দস্যুকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দস্যুর বক্ষে একটি তীর বিদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজিত করিয়াছেন। এই যুদ্ধের বিশেষ বৃত্তান্ত দেবী-পুরাণে দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে বিংশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। ঘোর নামক দৈত্যের সহিত

দেবীর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে দেবী মৃগারূঢ়া হইয়া যমান্তক, রৌদ্র, বিভু, প্রহ্লাদ ও দুন্দু এই কয় প্রধান অনুচরের সহিত শত্রু মর্দ্দন করিতে আসেন (দেবী পুরাণ ১৪ অঃ)। দেবীর হস্তস্থিত সর্প ও পার্শ্বস্থিত দেবগণই পুরাণোক্ত অনুচরগণ। ঘোর দৈত্যই ঘোরান্ধকার।

প্রতিমাস্থ দেবদেবীগণের পরিচয়।

দেবী-প্রতিমায় দেবদেবীগণের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ দেখা যায়। যথা,—দুর্গাদেবীর বর্ণ প্রভাত-সূর্য্য কিরণ সদৃশ লোহিত-পীত, লক্ষ্মী দেবীর কনকবর্ণ। সরস্বতী দেবীর শ্বেতবর্ণ। গণেশ দেবের লোহিত বর্ণ। কার্ত্তিক দেবের প্রিয়ঙ্গুকলিকা সদৃশ শ্যাম বর্ণ। সিংহের দিব্যশঙ্খ তুষার বর্ণ। সর্পের নীলবর্ণ। অসুর বা চোরার সবুজ বর্ণ।

নবগ্রহ স্তোত্রে গ্রহদিগের বর্ণানুসারে প্রতিমার মূর্ত্তি সকলের বর্ণ হইয়াছে। দুর্গাদেবী দেবীপুরাণানুসারে সূর্য্যদেবের রূপান্তর বিশেষ।

রাহু ও কেতু প্রকৃত গ্রহ নয়, চন্দ্রের গমনীয় পাত বা ছায়া-গ্রহ মাত্র। এইহেতু ইহাদের পৃথক মূর্ত্তি দেবী প্রতিমাতে নাই। সিংহের মস্তকের কেশর রাহু ও পুচ্ছ কেতু। পৃথিবীর বর্ণ শস্য-শ্যামল সেই জন্য পৃথিবীকে সবুজ বর্ণের জ্ঞানান্ধ চোরা বা অসুরমূর্ত্তি করা হইয়াছে। এই অসুরের জন্য (অর্থাৎ তাহার অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য দুর্গা পূজার আয়োজন), অর্থাৎ অজ্ঞান, হীন-বুদ্ধি ব্যক্তিগণের জন্যই এই প্রতিমা পূজার আয়োজন। চালচিত্র ধরিলে কোন দেবদেবীই এই পূজায় বাদ পড়েন নাই।

> "প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধিনাং সর্ব্বত্র সমদর্শিনাম্।" উঃ গীতা।
>
> "এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ
> কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্।" শতাতপ।

প্রতিমা পূজার উপর অনেকের বিদ্বেশ ভাব দেখা যায়। কিন্তু শাস্ত্রে

ইহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে, যে স্বল্প মেধাসম্পন্ন অথচ ভক্তি পরায়ণ ব্যক্তিগণের জন্যই মূর্ত্তি পূজার ব্যবস্থা। বিদ্যালাভ সম্বন্ধে যেমন চারিটী বিভাগ আছে, যথা—পাঠশালা, মধ্যশ্রেণী বিদ্যালয়, উচ্চশ্রেণী বিদ্যালয় এবং কলেজ। সেইরূপ প্রতিমা পূজা, স্তব স্তুতি আরাধনা ভগবচ্চিন্তা, ধ্যান ভাব এবং ব্রহ্ম সংভাব, উপাসনা-মার্গের এই চারিটী বিভাগ। কোনটীই নিন্দার্হ নহে; অধিকারও অধিকারী ভেদে উপাসনা সোপানে অধিরোহণ করিতে হইবে; পাঠশালায় এমন অনেক ছেলে দেখা গিয়াছে বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাহার তাল পত্র শিক্ষা শেষ হয় নাই। উপাসনা-মার্গেও সেইরূপ বহুলোক দেখা যায়, যাহাদের জীবনের শেষ ভাগেও প্রথম স্তর সমাপ্তি হয় না।

দেবীর দুই পার্শ্বে লক্ষ্মীদেবী (বৃহস্পতি) ও স্বরস্বতী দেবী (শুক্র) ইহাঁরা দেবকুলের ও দৈত্যকুলের গুরু, সেইজন্য দেবগুরু লক্ষ্মীদেবী দক্ষিণ পার্শ্বে ও দৈত্যগুরু সরস্বতী দেবী, বাম পার্শ্বে আছেন। বৃহস্পতি ধন-সম্পদদাতা এবং জ্ঞান দাতা। সংসারে ধন-ধান্যই সুখ শান্তির মূল। এজন্য প্রতিমাসে বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে। বৃহস্পতি বারকে লক্ষ্মীবার ও গুরুবার বলা হয়। কারণ বৃহস্পতির শক্তি বা লক্ষ্মীদেবী ধন-ধান্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। শুক্র "সর্ব্বশাস্ত্র প্রবক্তারং" এইজন্য তাহাকে বিদ্যাদেবী কল্পনা করিয়া সরস্বতীদেবী করা হইয়াছে। দেবীপুরাণে নবম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, যে শিবের নিকট পদমালা বিদ্যা প্রার্থনা করতঃ শুক্রদেব তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু শুক্রদেব দেবগণের বিঘ্ন কর্ত্তা বলিয়া তিনি সে বিদ্যা তাঁহাকে দেন নাই। ভার্গব এই বিদ্যা পাইবার জন্য শিবের উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ভার্গব শাপগ্রস্ত হইয়া দিব্য পরিমাণে শত বৎসর তথায় বিচরণ করেন। তারপর পার্ব্বতী দয়া বশতঃ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেবকে বলেন—"হে ভব! আপনার লিঙ্গপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভার্গব "শুক্র" নামে খ্যাত হউক। হে দেবেশ!

শুক্র আপনার পুত্র হইল। সর্ব্ববিদ্যায় পরিদর্শিতা এবং শ্রেষ্ঠতা শুক্রের হইবে। সেই জন্য শুক্রদেব বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী হইয়াছেন। দুর্গাদেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে, লক্ষ্মী দেবীর নিম্নে বা দক্ষিণ পার্শ্বে গণেশ দেব ও দুর্গার বাম পার্শ্বে সরস্বতীর নিম্নে কার্ত্তিক দেব অবস্থান করিতেছেন। নবগ্রহ স্তোত্রে মঙ্গল তেজস্বী (শক্তিহস্ত); গণেশ সিদ্ধিদাতা, শক্তিই সিদ্ধির মূল। বুধ সৌম্য ভাবাপন্ন বলিয়া কথিত আছে, সেই কারণ মঙ্গল (গণেশ দেব) দক্ষিণ দিকে ও বুধ (কার্ত্তিক দেব) বাম দিকে অবস্থান করিতেছেন। শনি মহাগ্রহ বলিয়া নবগ্রহ স্তোত্রে কথিত আছে। শনি সর্পাকৃতি এবং সূর্য্যপুত্র বলিয়া উক্ত। শনির অন্যতম নাম যম ও কাল। সেই জন্য শনি নাগবাণ রূপে দেবী-হস্তে বিরাজিত। অনুচর বর্গের দ্বারা পরিবৃত দেবী দুর্গা অসুর নাশে ব্যাপৃতা। গ্রহ-নক্ষত্র গণই তাঁহার অনুচর স্বরূপ। এই জন্য সানুচর দেবীকে পূজা করা হয়। বৈদিক যুগে মহাবিষুব ও জলবিষুব সংক্রান্তির সময়ে যজ্ঞ আরম্ভ হইত। তাহারই অনুকরণে চৈত্র ও আশ্বিন মাসে পূজা হয়। প্রত্যহ প্রভাতে সানুচর দেবীকে প্রণাম করিতে হয়। প্রণাম মন্ত্র যথা,—

ওঁ "ব্রহ্মামুরারিস্ত্রিপুরান্তকারির্ভানুশশী ভূমিসুত বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি রাহুকেতু কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥"

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে মানব একটী নব জীবন লাভ করে। তজ্জন্য নিদ্রা ভঙ্গের পর অমনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় বা ব্রহ্মা বিষ্ণু-শিবরূপী ভগবানকে ও তাঁহার পারিষদ্ ও প্রতিনিধিরূপ গ্রহগণকে জ্ঞানিগণ ভজনা করিয়া থাকেন। রাজা স্বয়ং রাজ্যের সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করেন না; তাঁহার কর্ম্মচারী, প্রতিনিধি ও পারিষদগণের উপর তাঁহার ক্ষমতা দেওয়া থাকে, সেই প্রতিনিধিগণই সমস্ত কার্য্য করেন। এই জন্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবরূপী ভগবান্ ও প্রতিনিধি গ্রহগণের আরাধনা। প্রার্থনা

কি? সকলে আমার সুপ্রভাত করুন। সুপ্রভাত কি? অন্ধকার দি৹ যেন আমি আমার সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আনন্দে দিন অ৹ বাহিত করিতে পারি। ''কর্ত্তব্য কার্য্যের'' মধ্যেই সমস্ত রহিল।

গ্রহগণের পূজার কারণ।

গ্রহগণের যেমন সাকার মূর্ত্তি আছে, তদ্রূপ নিরাকার মূর্ত্তি আছে। গ্রহগণ আকাশরূপ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যেরূপ অবস্থিত, সেইরূপ জীবের দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও অবস্থিত। গ্রহদিগের নামের ব্যুৎপত্তি গত অর্থ হইতে তাঁহাদের শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১। সূর্য্য।—"সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।" যজুঃ।

জগতঃ অর্থাৎ প্রাণী, চেতন এবং চলনশীল পদার্থের এবং তস্থুষ অর্থাৎ অপ্রাণী বা পৃথিবী আদি স্থাবর জড় পদার্থের আত্মা স্বরূপ হওয়াতে এবং স্বপ্রকাশ স্বরূপ হইয়া সকলের প্রকাশ কারক হওয়াতে ঐ পরমেশ্বরের নাম "সূর্য্য" হইয়াছে। প্রাণী ও অপ্রাণী সমস্ত ভূতের ইনি চালক এবং প্রকাশক। ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদী সৃ ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে ক্যপ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। সৃ ধাতুর অর্থ গতি। সূর্য্যান্তবর্ত্তী জ্যোতিঃ ও তেজঃ সর্ব্বত্র গমনশীল। গতির তিনটী অর্থ জ্ঞান, গমন ও প্রাপ্তি।

২। চন্দ্র (চন্দ)। "চদি আহ্লাদনে" এই ধাতু হইতে চন্দ্র (চন্দ) শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। (চন্দ ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে অন্, রক) চন্দ ধাতুর অর্থ দীপ্তি, আহ্লাদ। "যশ্চন্দতি চন্দয়তি বা স চন্দ্র।" যিনি আনন্দ স্বরূপ এবং সকলকে আনন্দিত করেন, সেই ঈশ্বরের নাম চন্দ্র। চন্দ্রই মানবের মন; আনন্দের অনুভব ও সঙ্কল্প-বিকল্প মনেই হইয়া থাকে।

৩। মঙ্গল।—মগি গত্যর্থকঃ (মন্‌গ ধাতু কর্ম্মণি অল) এই ধাতু হইতে "মঙ্গেরলচ্" সূত্র দ্বারা "মঙ্গল" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যো মঙ্গতি মঙ্গয়তি বা স মঙ্গলঃ।" যিনি স্বয়ং মঙ্গল স্বরূপ এবং সমগ্র জীবের মঙ্গলের

কারণ, সেই পরমেশ্বরের নাম "মঙ্গল"। মঙ্গলই জীবের বক্তস্বরূপ সুতরাং শক্তিও তেজঃস্বরূপ।

৪। বুধ।—(বুধ্ ধাতু কর্তৃবাচ্য ক) "বুধ অবগমনে" এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। "যো বুধ্যতে বোধয়তি বা স বুধঃ।" যিনি স্বয়ং বোধ স্বরূপ এবং সমগ্র জীবের বোধের কারণ, সেই পরমেশ্বরের নাম "বুধ"।

৫। বৃহস্পতি।—"বৃহৎ" শব্দ পূর্ব্বক (পা রক্ষণে) এই ধাতু হইতে ডতি প্রত্যয় করতঃ বৃহৎ শব্দের তকারের লোপ সুভাগম হওয়াতে বৃহস্পতি শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যো বৃহতাং আকাশাদীনাং পতিঃ পালয়িতা স বৃহস্পতি" যিনি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ এবং বৃহদাকাশাদি ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী তাদৃশ পরমেশ্বরের নাম "বৃহস্পতি"।

৬। শুক্র।—শুচ ধাতু কর্তৃবাচ্যে রক প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। (ঈ শুচিরপূতৌ ভাবে) এই ধাতু হইতে শুক্র শব্দ সিদ্ধ। "যঃ শুচ্যতি শোচয়তি বা স শুক্রঃ"। যিনি স্বয়ং অত্যন্ত পবিত্র এবং যাঁহার সংসর্গ বশতঃ জীবও পবিত্র হইয়া যায় সেই ঈশ্বরের নাম "শুক্র"।

৭। শনৈশ্চর।—(চরগতিভক্ষণয়োঃ) এই ধাতু হইতে "শনৈস্" এই অব্যয় যুক্ত হইয়া শনৈশ্চর শব্দ সিদ্ধি ; "শনৈস্+চর+ঘে+অন্' যঃ শনৈশ্চরাতি স শনৈশ্চরঃ" যিনি সকলকে সহজে প্রাপ্ত হইয়া ধৈর্য্যবান্ হইয়া আছেন, সেই ঈশ্বরের নাম "শনৈশ্চর"।

৮। রাহু।—(রহ ধাতু কর্তৃবাচ্যে উণ্ প্রত্যয়): রহ ত্যাগে এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। "যো রহতি পরিত্যজতি দুষ্টান্ রাহয়তি পরিত্যজয়তি বা স রাহুরীশ্বরঃ"। যিনি একান্তস্বরূপ হওয়াতে যাঁহার স্বরূপে অন্য কোন পদার্থ সংযুক্ত নহে এবং যিনি দুষ্টকে স্বয়ং পরিত্যাগ করেন এবং অন্যকে পরিত্যাগ করান, সেই পরমেশ্বরের নাম "রাহু"।

৯। কেতু।—(কিত নিবাসে রোগাপনয়নে চ) এই ধাতু হইতে সিদ্ধ। যশ্চিকিৎসয়তি চিকিৎসতি বা স কেতুরীশ্বরঃ। ঈশ্বর

সমস্ত জগতের নিবাস স্থান এবং সমস্ত রোগ রহিত এবং মুমুক্ষুদিগকে মুক্তি সময়ে সমস্ত রোগ হইতে নির্মুক্ত করেন বলিয়া তাহার নাম "কেতু"।

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে গ্রহগণও ঈশ্বরের অঙ্গ স্বরূপ তাঁহারই জাগতিক কার্য্যে ব্রতী। তজ্জন্যই গ্রহগণের উপাসনা শাস্ত্রে উক্ত।

এই পৃথিবীতে যেমন রাজা মহারাজা সম্রাট, বাদশাহ, প্রভৃতি আছেন সেইরূপ বিরাট ভগবানের অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য শাসনকর্ত্তা, পালন কর্ত্তা প্রভৃতি আছেন। গ্রহ নক্ষত্রগণই ভগবানের প্রতিনিধি স্বরূপ শাসন কর্ত্তাগণ। গ্রহগণই জীবগণের পালনকর্ত্তাও শাসনকর্ত্তা। গ্রহগণের দ্বারাই এই জগতের সমস্ত বস্তুর, বিষয়ের এবং সমস্ত ব্যাপারের উৎপত্তি, বৃদ্ধি এবং লয় হইতেছে। বিরাট ভগবান তাঁহার সমস্ত গু অসীম শক্তি গ্রহগণের উপর অর্পণ করিয়া স্বয়ং সাক্ষস্বরূপ অবস্থিত রাশি, নক্ষত্র ও গ্রহের দ্বারা জাগতিক সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে

জগতে চারি প্রকার কার্য্য সমস্ত বস্তুতে দেখিতে পাওয়া যায়। (১) উৎপত্তি, (২) বৃদ্ধি, (৩) হ্রাস (৪) ক্ষয় বা লয়। অগ্নি রাশিতে উৎপত্তি, পৃথ্বী রাশিতে বৃদ্ধি, বায়ু রাশিতে হ্রাস এবং জল রাশিতে লয়। এইগুলি রাশির গুণ। সেইরূপ নক্ষত্র ও গ্রহের শক্তি বা গুণ আছে। যদ্দ্বারা জগতের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। জ্যোতিঃশাস্ত্রে এই সকল বিষয় সম্যক্ আলোচিত হইয়াছে। রাশি ও নক্ষত্র সকল উপাদান এবং গ্রহগণ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মার কমণ্ডলু।

প্রভাতে ব্রহ্মার ধ্যান-মন্ত্র হইতে এই বিষয়টীব সংক্ষেপে আলোচন করা যাইতেছে। ৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা; সৃষ্টি আদিতে, এইজন্য প্রাতে ব্রহ্মার ধ্যান কনকবর্ণ উদয়গিরি চূড়াশ্রিত মার্ত্তণ্ড মধ্যে

করিতে হয়। ব্রহ্মাকে নাভিদেশে অর্থাৎ সৌর জগতের কেন্দ্রে অথবা সাধকের স্বীয় নাভিদেশে ধ্যান করিবে। ব্রহ্মা কিরূপ তাহা পাঁচটী বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা ও তৎপরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ১ম রক্তবর্ণং, ২য় চতুর্ম্মুখং, ৩য় দ্বিভুজং, ৪র্থ অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং ও ৫ম হংসাসনসমারূঢ়ং।

রক্তবর্ণং—প্রভাতকালীন সূর্য্যের যেরূপ বর্ণ তদ্রূপ।

ব্রহ্মার বর্ণ—প্রভাতকালীন সূর্য্যই ব্রহ্মারূপে আরাধিত হয়েন, এই জন্য ব্রহ্মার রূপ রক্তবর্ণ। সূর্য্যের রূপ বা বর্ণ সকল সময় রক্তবর্ণ নহে। সূর্য্যের প্রণাম মন্ত্রে যে "জবাকুসমসঙ্কাশং" বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাও প্রভাতকালীন সূর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া।

চতুর্ম্মুখং—চতুর্দ্দিকই চতুর্ম্মুখ। চতুর্দ্দিকেই তাঁহার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। চন্দ্র বা অন্যান্য গ্রহের জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয় না। সূর্য্যের জ্যোতিঃ দ্বারা আকাশস্থ অন্যান্য জ্যোতিষ্কগণ জ্যোতিষ্মান হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের অপরার্দ্ধ অন্ধকারময় থাকে। অথবা চতুর্ব্বেদই ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ, যাহা হইতে সত্যজ্ঞান নিয়ত প্রস্রবিত হইতেছে।

দ্বিভুজং—ভুজদ্বারা জগতের কার্য্য সকল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই বিশাল জগতের সমস্ত কার্য্য সম্পাদনার্থে তাঁহার দুইটী হস্ত আছে। সেই দুইটী হস্ত প্রকৃতি ও পুরুষ বা বিদ্যা ও অবিদ্যা।

অক্ষসূত্র-কমণ্ডলুকরং—অক্ষ শব্দের অর্থ,—আত্মা, রথ, চক্র, চক্রের মধ্য-মণ্ডল, ভূবেষ্টন বৃত্ত, ইন্দ্রিয় এবং রুদ্রাক্ষবীজ। সূত্র শব্দের অর্থ সূতা, ব্যবস্থা ও নিয়ম। কমণ্ডলু শব্দের অর্থ সন্ন্যাসীর জলপাত্র বিশেষ এবং অশ্বত্থ বৃক্ষ। (ক + মণ্ড ধাতু কর্ম্মনি বাচ্যে ডু প্রত্যয়, মণ্ড ধাতুর অর্থ বেষ্টন) ক (পু) আত্মা, (ক্লী) মস্তক, জল, এই বিষয়টী ধারণা করিতে হইলে একটু জ্যোতিষের জ্ঞানের আবশ্যক। সৌর জগতের কেন্দ্রে সূর্য্য অবস্থিত, গ্রহগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন। পৃথিবী ও একটী গ্রহ। চন্দ্র পৃথিবীকে অবিরত পরিভ্রমণ

করিতেছেন। অন্যান্য গ্রহের ও চন্দ্র আছেন। সেই সকল চন্দ্র তত্তৎ গ্রহকে প্রদক্ষিণ এবং সচন্দ্র গ্রহগণ সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ইহার অনুকরণে তীর্থাদি স্থানের দেবমন্দির প্রদক্ষিণ ব্যবস্থা।

অক্ষ বা বৃত্তাকার গ্রহ-প্রদক্ষিণ পথরূপ সূত্রের দ্বারা প্রভাতকালীন রক্তবর্ণ সূর্য্যরূপ ব্রহ্মা গ্রহগণকে ধারণ করিয়া বিদ্যমান। যেমন কোন সন্ন্যাসী রুদ্রাক্ষ জপমালা জপার্থে হস্তে ধারণ করিয়া থাকেন।

সৌরজগৎ বা ব্রহ্মাণ্ডকে অনেকস্থলে একটি মহাবৃক্ষ কল্পনা করা হইয়াছে। কমণ্ডলু অর্থে অশ্বত্থ বৃক্ষ ধরিলে সূর্য্যদেব এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ মহা বৃক্ষটীকে ধারণ করিয়া আছেন। ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য।

কমণ্ডলু অর্থে জলপাত্র ধরিলে চন্দ্রকে লক্ষ্য করা হয়। চন্দ্রই ব্রহ্মার কমণ্ডলু। কারণ—জলময় গ্রহ চন্দ্র। সৃষ্টির প্রধান উপাদান জল। বহ্মা সৃষ্টি কর্ত্তা। ব্রহ্মার সম্বল একমাত্র কমণ্ডলু। সেই কমণ্ডলু মধ্যে সৃষ্টির বীজ সকল নিহিত। চন্দ্র ওষধীশ, ঔষধি হইতে জীবের জন্ম। সূর্য্যলোক হইতে বীজাণু সকল চন্দ্রলোক হইয়া পৃথিবীতে নীহারাকারে পতিত হয়। এই জন্য চন্দ্রই ব্রহ্মার কমণ্ডলু। এবং অক্ষসূত্রের দ্বারা সেই কমণ্ডলুকে ধারণ করিয়া আছেন। শুক্লপক্ষের তৃতীয়া, চতুর্থী ও পঞ্চমীর চন্দ্র প্রভাত কালে পূর্ব্বাকাশে ক্ষিতিজরেখার নিম্নে অবস্থিত থাকেন। সেই সময় ঋষিগণ ও সাধকগণ কল্পনার চক্ষে সূর্য্যরূপ ব্রহ্মার হস্তে চন্দ্ররূপ কমণ্ডলুটী দেখিতে পান।

প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে যাহারা ভক্তি সহকারে প্রকৃতির রূপ সন্দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নয়ন সমক্ষে এইরূপ মূর্ত্তি বাস্তবিক প্রতিফলিত হইয়া থাকে। কমণ্ডলু শব্দে মস্তক ধরিলে এই চরাচর বিশ্বের জীব সকলের মস্তক জ্যোতিঃ সূত্রে গাঁথিয়া নিজ হস্তে ধারণ করিয়া আছেন। মস্তিস্ক দ্বারাই সমস্ত কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। যে মস্তিস্ক দ্বারা জগতের কার্য্য সকল পরিচালনা হইতেছে, সেই মস্তকরূপ কমণ্ড-

নাভিদেশস্থ ব্রহ্মা জ্যোতিঃ-সূত্রে বা সূক্ষ্ম শিরা দ্বারা ধারণ করিয়া আছেন।

সূর্য্য মধ্যে ব্রহ্মা বা ব্রহ্মার সৃষ্টিকারিণী শক্তি নিহিত, সেই জন্য ব্রহ্মা সূর্য্যরূপ হংসের উপর আরোহণ করিয়া আছেন। হংস অর্থে পরমব্রহ্ম ধরিলে সূর্য্য পরমব্রহ্মের উপর অবস্থিত। এইরূপ ব্রহ্মাকে নাভিদেশে অর্থাৎ সৌর জগতের কেন্দ্র স্থানে বা স্বদেহস্থ নাভিদেশে ধ্যান করিবে।

নাভিদেশ অর্থে সাধকের বা জীবের দেহস্থ নাভিমণ্ডল ধরিলে এইরূপ অর্থ হইতে পারে। নাভিমধ্যস্থ অগ্নি দ্বারা আহার্য্য সকল পরিপাক হইয়া তাহার সার রক্ত হৃদয়দেশ হইয়া সমস্ত দেহে সঞ্চালিত হয়। হৃদয়দেশস্থ রক্তাধারই কমণ্ডলু, অজপা মন্ত্রই নাভি-দেশস্থ ব্রহ্মার হংস স্বরূপ আসন, শিরাসকল অক্ষসূত্র, চতুর্দ্দিকে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় বিকীর্ণ। দেহাভ্যন্তরস্থ নাভিটি রক্তবর্ণ।

অক্ষ অর্থে ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিলে, ব্রহ্মা মনুষ্যের ইন্দ্রিয় সকলকে সূত্র বা শিরা দ্বারা গাঁথিয়া পরিচালনা করিতেছেন। বাস্তবিক নাভিদেশস্থিত শিরা দ্বারাই ইন্দ্রিয় সকল পরিচালিত হয়। হংসের একটী প্রধান গুণ বা ক্ষমতা এই যে নীর মিশ্রিত ক্ষীর হইতে ক্ষীর গ্রহণে ও নীর ত্যাগে দক্ষ। সেইরূপ দেহ মধ্যস্থ নাভিদেশস্থ হংস আহার্য্য বস্তুর অসার ভাগ ত্যাগ করিয়া সারভাগ গ্রহণে দক্ষ। হংস অর্থে বিবেকী পুরুষ ধরিলে জগৎকে বা জাগতিক ব্যাপারকে অসার জ্ঞানে ত্যাগ করিয়া পরমাত্মারূপ অমৃত পান করিতে দক্ষ। সকল দেহেই ব্রহ্মার অবস্থান থাকিলেও বিবেকী পুরুষরূপী হংসের উপর ব্রহ্মার আরোহণ প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। উক্ত প্রকারে ভক্তি সহকারে ব্রহ্মার ধ্যান ও ধারণা করিতে অভ্যাস্ করিলে ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমানন্দ লাভ হয়।

সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবী এই তিনটি বস্তু লইয়া প্রকৃতির লীলা-খেলা চলিতেছে। সুতরাং সূর্য্যদেব ব্রহ্মা, চন্দ্র বীজাধারকমণ্ডলু এবং বসুন্ধরা ক্ষেত্র। জীব-দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ধরিলে নাভিদেশে ব্রহ্মার, হৃদয়ে বিষ্ণুর

এবং ললাটে শিবের অবস্থান কল্পনীয়। যাঁহারা ভগবৎ কৃপায় দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে সমর্থ।

ব্রহ্মার কমণ্ডলুরূপ চন্দ্রলোক হইতে বীজ বা জীবাণু পৃথিবীতে আগমন করে, কর্ম্মফল ভোগান্তে পুনরায় মৃত্যুর পর তাহা চন্দ্রলোকেই গমন করে; এইজন্য চন্দ্রলোককে পিতৃলোক কহে। কর্ম্মফলানুসারে পুনরায় জীবের বিধি ব্যবস্থা হয়।

ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি সৃষ্টিক্রিয়া ছাড়িয়া দিলেই তাঁহার কার্য্য শেষ হইল। রক্ষা করিবেন বিষ্ণু এবং নাশ করিবেন শিব। ভারতে শেষোক্ত দেবদ্বয়েরই বিশেষ পূজাদির আড়ম্বর দেখা যায়। ব্রহ্মার সেরূপ নাই কেন?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যনারায়ণ-শিব-বিষ্ণু ধ্যানে সূর্য্য মহিমাই গীত ও বিবৃত।

সূর্য্য-নারায়ণ ও সত্য-নারায়ণ একই দেবতা।

সত্য-নারায়ণের ধ্যানাদি হইতে কি উপলব্ধি হয়, দেখা যাউক।

"ওঁ ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয়সমন্বিতম্।
লোকনাথং ত্রিলোকেশং পীতাম্বরধরং হরিম্॥
ইন্দীবরদলশ্যামং শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্।
নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শ্রীবৎসপদভূষিতম্॥
গোবিন্দং গোকুলানন্দং জগতঃ পিতরং গুরুম্।
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরুং ব্রহ্মাদিনা প্রপূজিতম্॥"

সত্যনারায়ণ কিরূপ তাহা কয়েকটী বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। যথা—তিনি গুণাতীতং = নিরাকার পরব্রহ্ম; গুণত্রয়সমন্বিতং = সাকার ব্রহ্ম সূর্য্য-নারায়ণ; লোকনাথং = সমস্ত লোকের অর্থাৎ জগতের ঈশ্বর ত্রিলোকেশং = পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং স্বর্লোক এই তিন লোকের প্রভু

পীতাম্বরধরং=পীতবর্ণের রশ্মিই তাঁহার বস্ত্রস্বরূপ ; হরিং=সূর্য্যের অন্যতম নাম হরি ; ইন্দীবরদলশ্যামং=নীলপদ্ম সদৃশ শ্যামবর্ণবিশিষ্ট ; মধ্যাহ্ন তপনের বর্ণের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, (শ্রীকৃষ্ণেরও এই বর্ণ); শঙ্খ-চক্র-গদাধরং=শঙ্খ অর্থাৎ চন্দ্র, চক্র অর্থাৎ রাশিচক্র, এবং গদা,—বিষ্ণুহস্তস্থ গদার নাম কৌমোদকী (কু অর্থে পৃথিবী, মোদক অর্থে আনন্দদায়ক, পৃথিবীর যে আনন্দদায়ক অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহ,) কারণ মঙ্গলই ধরাপুত্র ; এবং সর্ব্বসিদ্ধি দাতা। শক্তি (Energy) না থাকিলে জগতে কোন কার্য্যই হয় না ; মঙ্গলের একটী নাম "শক্তি-হস্ত", সমস্ত শক্তি ও তেজঃ (Energy and force) তাঁহার আয়ত্তাধীন। মঙ্গল ধরণী-গর্ভ-সম্ভূত, এই জন্যই মঙ্গলের নাম কুজ, অবনীজ, ধরাসুনু ইত্যাদি। চন্দ্রের স্তোত্রে উক্ত "দিব্য-শঙ্খতুষারাভং" এই হেতু চন্দ্রকে শঙ্খ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। চক্র অর্থে বিষ্ণু হস্তস্থ সুদর্শন-চক্র। এই সুদর্শন-চক্রই রাশি-চক্র, দিব্য-চক্র এবং কাল-চক্র। বিষ্ণুহস্তস্থিত এই চক্র দ্বারা সমস্ত চরাচর বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহার হইতেছে। এই চক্রের বিষয় অবগত হইতে পারিলে সমস্ত অবগত হওয়া যায়। ইহার জ্ঞান অত্যাশ্চর্য্য ও অতি অদ্ভুত।

বিশ্বচক্রং কালচক্রং দিব্যচক্রং সুদর্শনম্।
বিষ্ণোঃ করাম্বুজবাসমীড়ে তজ্জ্ঞানমদ্ভুতম্॥ বৃঃ পাঃ।

চতুর্ব্বাহুং=দিক্‌চতুষ্টয়ই তাঁহার হস্তচতুষ্টয়, শ্রীবৎসপদভূষিতং=শ্রী—অর্থে লক্ষ্মী, সরস্বতী, বুদ্ধি, বিভূতি ও সিদ্ধি। "বৎস" অর্থে বক্ষঃস্থল, "পদ" অর্থে স্থান। যে বক্ষঃস্থলরূপস্থান বা যন্মধ্যে লক্ষ্মী সরস্বতী রূপ বুদ্ধি, বিভূতি ও সিদ্ধি বিরাজ করিতেছেন। বিষ্ণুর অন্যতম নাম শ্রীবৎস। শ্রীবৎসপদ বা ভর্গ স্বরূপ জ্যোতিঃ দ্বারা বিভূষিত। গোবিন্দং=গো অর্থে ইন্দ্রিয়, বিন্দ ধাতুর অর্থ বিভাগ করা।

যিনি হৃদয় মধ্যে অবস্থান করতঃ ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন

কার্য্য করাইতেছেন। গোকুলানন্দং=ইন্দ্রিয় সমূহের আনন্দ স্বরূপ ; তিনিই সমস্ত জগতের পিতা, গুরু এবং ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ও ব্রহ্মাদি দেবতাদিগেরও পূজিত। এরূপ সত্যনারায়ণের ধ্যান করা উচিত। সত্যনারায়ণ সাকার ভাবে সূর্য্য-নারায়ণ ও নিরাকারভাবে পরমাত্মা। সত্যনারায়ণের ব্রতোপাখ্যানে যে সাধুর উল্লেখ আছে তাহা সাধু মহাত্মা ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া সাধারণ জনগণের তুষ্টির জন্য "সাধু বণিক্ নাম" প্রদানে উপাখ্যান রচিত। সাধু মহাত্মা ব্যক্তির যে যোগ-বিভূতি, তাহাই সাধুবণিকের ধন বস্তু ভাণ্ডার। যোগমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সংসারমার্গ গমনই নৌকাডুবি।

সত্যনারায়ণের পূজার জন্য যে চারিটী তীরকাটি পুঁতিয়া তাহাতে সূত্র বেষ্টন করা হয়, তাহার উদ্দেশ্য—, জ্যোতিঃসূত্রে সূর্য্যদেব যেরূপ সৌর-জগতের গ্রহনক্ষত্র সকল ধরিয়া আছেন, ইহা তাহারই অনুকরণ মাত্র। পীঠিকোপরি পঞ্চ মোকাম পঞ্চতত্ত্বের পরিচায়ক।

শিবের ধ্যান।

"ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভম্।
চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নকল্পোজ্জ্বলাঙ্গম্॥
পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈঃ॥
ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজম্।
নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥"

এই ধ্যানে সূর্য্যদেবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সূর্য্যরূপী শিব। সায়াহ্নে শিবের ধ্যান সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে করিতে হয়। (৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। নিত্য শিবরূপী মহেশ্বরকে ধ্যান করিবে। কিরূপ শিব, তাহা কয়েকটী বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। রজতগিরিনিভং=রূপারপর্ব্বত সদৃশ ; চারুচন্দ্রাবতংসং=সুন্দর চন্দ্র যাহার ললাটভূষণ স্বরূপ ; রত্নকল্পোজ্জ্বলাঙ্গ=রত্নসদৃশ জ্যোতিষ্মান অঙ্গবিশিষ্ট ; পরশুমৃগবরাভীতি-

হস্তং—পরশু-মৃগ-বর-অভয় হস্তযুক্ত; প্রসন্নং—আনন্দময়; পদ্মাসীনং—পৃথিবীরূপ পদ্মের উপর উপবিষ্ট; সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈঃ—চারিদিক হইতে গ্রহনক্ষত্ররূপ দেবগণের দ্বারা স্তুত; ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং—ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধানকারী (নানাবর্ণের মেঘ সকলকে লক্ষ্য করা হইয়াছে); বিশ্বাদ্যং—বিশ্বের আদি; বিশ্ববীজং—বিশ্বের বীজ স্বরূপ; নিখিলভয়হরং—সমস্ত ভয়নাশক; পঞ্চবক্ত্রং—পঞ্চমুখবিশিষ্ট অর্থাৎ ক্ষিত্যপতেজো-মরুৎব্যোমাত্মক পঞ্চমুখবিশিষ্ট; ত্রিনেত্রং—সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণাত্মক নয়নত্রয়বিশিষ্ট। এই সমস্ত গুণই সূর্য্যদেবের আছে। অতএব সূর্য্যদেবই শিব, মঙ্গলময় বিধাতা এবং প্রত্যক্ষ দেবতা। এই প্রত্যক্ষ দেবতা পরিত্যাগ করিয়া স্বল্পবুদ্ধিলোকে মৃণ্ময় ও প্রস্তরময় শিবের আরাধনা করিয়া থাকেন। প্রদোষ-পশ্চিম-গগন ভালস্থ স্তিমিত তেজঃ সহস্ররশ্মির ধ্যান করতঃ ও তৎপ্রতি কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া, তাঁহার জ্যোতিঃ ধারণ করিলে জ্ঞান বৃদ্ধি ও তেজঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কয়েকটী জ্ঞাতব্য শব্দের ব্যাখ্যা।

ধর্ম্ম—ধৃ ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে ম প্রত্যয়ে সিদ্ধ। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ। ধর্ম্ম শব্দের নানা অর্থ আছে; যথা—সৎকর্ম্ম, পুণ্য, যজ্ঞ, গুণ, রীতি, অহিংসা, শাস্ত্রানুমোদিত আচার, সূর্য্যপুত্র যমরাজ ইত্যাদি। যদ্দ্বারা ধৃত হয়, তাহাই ধর্ম্ম। সূর্য্যের দ্বারা এই চরাচর বিশ্ব সংধৃত, সুতরাং সমষ্টি ভাবে সূর্য্যই একমাত্র প্রত্যক্ষ ধর্ম্মস্বরূপ। যে ধর্ম্মানুসারে রাজ্য রক্ষা হয়, তাহাকে রাজধর্ম্ম কহে। তদ্রূপ সমাজ-ধর্ম্ম,-সংসার-ধর্ম্ম প্রভৃতি নানা ধর্ম্ম আছে। সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলে যাহা পালন ও রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম। সূর্য্যপুত্র যমের হস্তে এই ভার ন্যস্ত হেতু তাঁহার ধর্ম্মরাজ আখ্যা।

গুরু ও আচার্য্য।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের উপদেশ।

কো বা গুরুঃ? যো হি হিতোপদেষ্টা।

গুরু কে? যিনি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া হিতোপদেশ দান করেন, তিনিই গুরু।

শিষ্যস্তু কঃ ? যো গুরুভক্ত এব।

শিষ্য কে ? যিনি হিতোপদেষ্টা ও হিতাকাঙ্ক্ষী গুরুর প্রতি ভক্তিমান্।

গুরু শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ।

"গৃ শব্দে" এই ধাতু হইতে গুরু শব্দ নিষ্পন্ন। "যো ধর্ম্মান্ শব্দান্ গৃণাতি উপদিশতি স গুরুঃ।" গৃণাতি শব্দং করোতি ইতি গৃ ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে কু প্রত্যয়, তুদাদিগণীয় পরস্মৈপদী গৃ ধাতুর অর্থ নিগরণ ও ভক্ষণ। ক্র্যাদিগণীয় পরস্মৈপদী গৃ ধাতুর অর্থ শব্দ। চুরাদিগণীয় আত্মনেপদী গৃ ধাতুর অর্থ বিজ্ঞাপন। এইরূপ এক একটী ধাতুর বহু অর্থ হইয়া থাকে। গুরু শব্দের অর্থ আচার্য্য, অধ্যাপক, (কিন্তু গুরুমহাশয় বলিলেই অর্থটী ক্ষুদ্রতম হইয়া বোধগম্য হয়) ধর্ম্মোপদেষ্টা, মন্ত্রোপদেষ্টা, পিতা, মাতা, পূজ্যব্যক্তি, উৎকৃষ্ট, মহৎ, দুর্ব্বহ, ভারী, কঠিন, দুস্তর, এবং প্রয়োজনীয়। বৃহস্পতি গ্রহের নামও গুরু, কারণ তিনি দেবতা দিগের গুরু; এখানে গুরু অর্থে উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ। এবং দেবতা অর্থে গ্রহ নক্ষত্র। গুরুতা তিন প্রকারে উপলব্ধি হইয়া থাকে,—আকারে, গুণে ও শক্তিতে। হস্তি অশ্বের গুরু, ব্যাঘ্র কুকুরের গুরু, গৃধ্র বায়সের গুরু। এস্থলে শক্তি ও আকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ উক্ত হইল। "ব্রাহ্মণ বর্ণত্রয়ের গুরু" বলিলে গুণের প্রতি লক্ষ্য করা হয়।

ত্রিজগৎ মধ্যে আকারে গুণে ও শক্তিতে গুরু কে ?

জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শাস্ত্র বলিতেছেন, সূর্য্যদেবই এই ত্রিজগতের গুরু।

গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।

অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥ গুরু গীঃ।

"গু" শব্দের অর্থ অন্ধকার এবং "রু" শব্দের অর্থ তাহার নিবারক। সুতরাং যিনি অন্ধকার নাশ করেন, তিনিই গুরু পদবাচ্য। বহিরাকাশে একমাত্র সূর্য্যদেবই জগতের অন্ধকার নাশ করিতেছেন। চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের যে জ্যোতিঃ তাহা

সূর্য্যদেবেরই। কারণ সূর্য্য-জ্যোতিঃতেই তাঁহারা জ্যোতিষ্মান্। মানবের হৃদয়াকাশেও পরমাত্মারূপী সূর্য্য অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট করেন। প্রত্যক্ষ ব্রহ্মের স্বরূপ সূর্য্যদেবই সকলের "গুরু"। কিন্তু ব্যবহারিক কার্য্যে অল্পজ্ঞান ও বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে অধিক জ্ঞান ও বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি গুরু।

সৎগুরু কে ?

স এব সদ্‌গুরুর্যঃ স্যাৎ সদসদ্ ব্রহ্মবিত্তমঃ।
তস্য স্থানানি বর্ণানি পত্রাণি চ ন সংশয়ঃ॥ গুরু গীঃ।

সগুণ ও নির্গুণ উভয়রূপ ব্রহ্মের স্বরূপ যিনি সম্পূর্ণরূপ অবগত তিনিই শ্রেষ্ঠ গুরু। হৃদয় প্রভৃতি চক্র, বর্ণ, ও পত্র সকল তাঁহার অধিষ্ঠান স্থল সন্দেহ নাই। স্বদেহস্থ পরমাত্মাই সৎগুরু।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ গুরু গীঃ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিবই গুরু এবং পরব্রহ্মই গুরু। সেই গুরুকে নমস্কার।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবরূপী সূর্য্যই জগৎ-গুরু এবং তন্মধ্যবর্ত্তী পরব্রহ্মাত্মক তেজঃ বা ভর্গই সমষ্টিরূপে গুরু। ঐ গুরুর জ্ঞান যদ্দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তিনিও ব্যষ্টিরূপে গুরু-কল্প বা ব্যবহারিক গুরু।

যিনি অজ্ঞান নাশ করিয়া জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরকে দেখাইয়া দেন তিনি পূজ্য, তিনি পূজার্হ, তিনি গুরু, তিনি দেবতা। তাঁহার নিকট সর্ব্বদা অবনত ও তাঁহার আজ্ঞা পালনে যত্নবান থাকিবে।

কে পরম গুরু ?

"নরা যে জ্ঞানদাতারো জননী জনকাদয়ঃ।
বহবো গুরবঃ সন্তি জগদীশো গুরোর্গুরুঃ॥"

যতদিন না ভগবান দর্শন লাভ হয়, ততদিন জ্ঞানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গুরুর নিকট জ্ঞানান্বেষণ করিবে। শাস্ত্র বলিতেছেন ;—

"মধুলব্ধো যথা ভৃঙ্গী পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানং লব্ধা তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্বন্তরং ব্রজেৎ॥"

গুরুনির্ব্বাচন। গুরুতত্ত্বপ্রসঙ্গে মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিতেছেন;-

"বহবঃ গুরবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভঃ সৎগুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥"

শিষ্যের নিকট "বার্ষিক" ও বিত্তাদি হরণকারী গুরু অনেক আছে, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপহারক গুরুই দুর্লভ। যিনি সৎগুরু লাভ করিতে পারেন তিনি ভাগ্যবান্।

পরিত্যজ্য গুরু কে?

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥ স্মৃতি।

যে গুরু অত্যন্ত গর্ব্বিত, কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানবিহীন, এবং কুপথগামী সেই গুরুকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অজ্ঞান লোকের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে, যে গুরু যেরূপই হউক না, গুরুত্যাগ কিছুতেই করিতে নাই। এই ধারণাবশে জগতের অনেক অমঙ্গল সাধিত হইতেছে।

গুরুপদবাচ্য কে?

প্রথম গুরু মাতাপিতা; ২য় বিদ্যাগুরু; ৩য় অন্নদাতা গুরু; ৪র্থ জ্ঞান দাতা ও মন্ত্রোপদেষ্টা গুরু, যিনি ধর্ম্মের ও মুক্তির পথ দেখাইয়া দেন। ১ম ও ৪র্থ অধিক মান্যার্হ; কারণ মাতাপিতাই জ্ঞান-বিদ্যা-অন্নদাতা। ৫ম গুরু জ্যোতিঃ স্বরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম। ইনিই জগৎগুরু। ইঁহার কৃপা ভিন্ন মুক্তি স্বরূপ আনন্দ লাভের উপায় নাই।

ঐরূপ গুরুগণের প্রতি যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন তাহার পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। কারণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

গোঘ্নে চৈব সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।
নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ রামায়ণ।

গোহত্যা, সুরাপান, চৌরবৃত্তি ও ভগ্নব্রতের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু কৃতঘ্নের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

আচার্য্য। (চর গতিভক্ষণয়োঃ) আ+চর ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে ঘ্যণ। "য আচারং গ্রাহয়তি সর্ব্বা বিদ্যা বা বোধয়তি স আচার্য্য ঈশ্বরঃ।" যিনি বেদাদি ধর্ম্ম বিষয়ক বিদ্যা অপরকে গ্রহণ করান্ এবং বিদ্যা প্রাপ্তির হেতু হয়েন এবং নানা স্থানে ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা দেন, তিনিই আচার্য্য নামে অভিহিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতেছে, যেমন শ্রীমৎ কুলদা প্রসাদ ভাগবতরত্ন, শ্রীমৎ প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ সতিশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ ইত্যাদি। পূর্ব্বে আচার্য্যগণ নানা স্থানে গমন করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, এই জন্য "আচার্য্য" শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে।

মাতা—মাতৃ শব্দ ত্রিলিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। মাতৃ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—মা ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে তৃন্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ। মা ধাতুর অর্থ পরিমাণ। প্রমাণ ও পরিমাণ কর্ত্তা। পুংলিঙ্গ অর্থে জীব ও গগন। স্ত্রীলিঙ্গ অর্থে জননী, গর্ভধারিণী।

"যো মিমীতে মানয়তি সর্ব্বান্ জীবান স মাতা।"

যেরূপ স্নেহময়ী জননী নিজ সন্তানগণের সুখ ও উন্নতির বাসনা করেন, তদ্রূপ পরমেশ্বর সমগ্র জীবের উন্নতি ও বৃদ্ধি ইচ্ছা করেন। তজ্জন্য পরমেশ্বরের নাম "মাতা"।

পিতা—(পা রক্ষণে) পা ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে তৃচ্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন। পিতা শব্দ দ্বিবচনে মাতা ও পিতা উভয়কে বুঝায়। বহুবচনে অগ্নিষাত্ত, বর্হিষদ্, সুভাস্বর, আজ্যপ উপহূত, ক্রব্যাদ্ ও সুকালিন এই সপ্ত পিতৃলোককে বুঝায়।

যেমন ব্যষ্টিরূপে মাতা হইতে তাঁহার সন্তানগণের কল্যাণ সাধন হয়, তদ্রূপ সমষ্টিরূপে জগন্মাতা ও জগৎপিতা দ্বারা সমগ্র জীবের কল্যাণ সাধন হয়। মাতা পিতা উত্তম হইলে সন্তানের মঙ্গল হয়; এই জন্য শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে।

"মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ ॥"

মাতৃমান্—"প্রশস্তা ধার্ম্মিকী মাতা বিদ্যতে যস্য স মাতৃমান্।" "প্রশস্ত ধার্ম্মিকঃ পিতা বিদ্যতে যস্য স পিতৃমান্" ঐরূপ মাতা পিতা ও শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু যাঁহার আছে বা ভাগ্যক্রমে লাভ হয়, তিনি পণ্ডিত, তিনি জ্ঞানী, তিনি ধন্য এবং তিনি ভাগ্যবান্।

ঋষি কাহাকে বলে?

ঋষয়ঃ মন্ত্রদ্রষ্টারঃ।—ঋষিগণ বেদমন্ত্রের দর্শন ও আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞান নেত্রের উন্মেষ হইয়াছে; তাঁহারা সমস্ত তত্ত্ব দর্শনে. সমর্থ, সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে। এই যে জ্ঞান, ইহা যোগসিদ্ধ ও যোগলব্ধ জ্ঞান। যোগবলে ভগবৎ কৃপায় তাঁহাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টির উন্মেষ হইয়া বিশ্ব রহস্যের সমস্ত আবরণ তাঁহাদের নিকট উন্মুক্ত। ঋষিকে আপ্তপুরুষ এবং ঋষি বাক্যকে আপ্তবাক্য কহে। (আপ্৯ ব্যাপ্তৌ) আপ্ ধাতু কর্ম্মণি বাচ্যে ক্ত প্রত্যয়ে আপ্ত শব্দ নিষ্পন্ন। আপ্ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি ও প্রাপ্তি। "যঃ সর্ব্বান্ ধর্ম্মাত্মন আপ্নোতি বা সর্ব্বৈ ধর্ম্মাত্মভিরাপ্যতে ছলাদিরহিতঃ স আপ্তঃ" যিনি সত্য উপদেষ্টা সর্ব্ব বিদ্যাযুক্ত ধর্ম্মাত্মাদিগের প্রাপ্তিযোগ্য ও ছলকপটাদি রহিত, সেই পরমাত্মার নাম "আপ্ত"। আপ্ত অর্থে ভ্রম-প্রমাদ শূন্য তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ। পুরাকালে অর্থাৎ বৈদিক যুগে ঋষিগণ অরণ্যে বাস করিয়া ঈশ্বর চিন্তা ও ঈশ্বরারাধনা করিতেন। ঋষিগণের আহার ছিল ফল মূল ও বায়ু। যথা—"ঋষয়ঃ সংযতাত্মনঃ ফলমূলানিলাশনাঃ।" মনুঃ। সাত্ত্বিক আহার না করিলে কখনই সূক্ষ্মতত্ত্বের বিকাশ হইতে পারে না এবং সূক্ষ্ম তত্ত্ব ধারণাও করিতে কেহ সমর্থ হন না। কঠোর তপস্যা ভিন্ন ঋষিত্ব প্রাপ্তি হয় না। তবে অধুনা যাত্রার দলের সাজা ঋষির মত ঋষি সহজেই হওয়া যাইতে পারে। পুরাকালে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্য হইতে ঋষিগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। যথা—দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, বৈশ্য-ঋষি, শূদ্র-ঋষি

এবং রমণী-ঋষি। বেদাদি গ্রন্থে উক্ত ঋষি সকলের উল্লেখ দেখা যায়। সংসারে থাকিয়াও অনেকে ঋষি হইয়াছিলেন। যেমন রাজর্ষি জনক। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য একজন বিখ্যাত ব্রহ্মর্ষি ছিলেন; কিন্তু তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল। মৈত্রী ও কাত্যায়নী।

ঋগ্বেদে অনেক রমণী ঋষির নাম দেখা যায়, যথা সার্প-রাজ্ঞী, ইন্দ্রানী, শচী, গোধা, লোপামুদ্রা, শ্রদ্ধা ইত্যাদি। ইহার বিশেষ বিবরণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী মহোদয় কৃত "ভারতের শিক্ষিত মহিলা" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

এখনও ভারতের নগরে ও অরণ্যে অল্প বিস্তর ঋষি ও ঋষিকল্প ব্যক্তি আছেন।

যোগী ও সন্ন্যাসী।

প্রকৃত সন্ন্যাসী কে?—ইহার উত্তরে শাস্ত্র বলিতেছেন;—

"দেহন্যাসো হি সন্ন্যাসো ন হি কাসায় বাসসা।
নাহং দেহোঽহমাত্মেতি নিশ্চয়ো ন্যাসলক্ষণম্॥"

গেরুয়া বসনাদি পরিধান করিয়া থাকিলে সন্ন্যাসী হয় না; দেহের ন্যাস অর্থাৎ দেহটা কিছু নয়, নশ্বর ভৌতিক দেহমাত্র, আমি এই দেহ নহি—"আমি" আত্মা এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মিলে সন্ন্যাসী হওয়া যায়।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥ গীতা। ৬। ১

বাঞ্ছিত কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া যে ব্যক্তি অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে বিহিত কার্য্য করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী; অগ্নিসাধ্য ইষ্টাদি ও অনগ্নিসাধ্য পূর্ত্তাদি কর্ম্মত্যাগী যোগী ও সন্ন্যাসী নহেন।

মুনি।—মুনি কাহাকে বলা যাইতে পারে?

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ গীতা। ২।৫৬

যিনি দুঃখে কাতর ও উদ্বিগ্ন হন না, এবং সুখে উৎফুল্ল হন না, যিনি স্পৃহা শূন্য, যিনি অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ শূন্য এবং স্থিরচিত্ত তিনিই যথার্থ মুনিপদবাচ্য।

বৃদ্ধ।—প্রকৃত বৃদ্ধ কে ?

ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্যপলিতং শিরঃ।
যো যুবাপ্যধীয়ান তং দেবা স্থবিরা বিদুঃ॥ গারুড়ে।

যাহার মস্তকের চুল পাকিয়াছে, যাহার বদনমণ্ডলের মাংস গলিত ও দন্ত স্খলিত, তিনি বৃদ্ধ নহেন। যিনি যুবা হইয়াও বেদাদি শাস্ত্র নিপুণ, ধার্ম্মিক, জ্ঞানি ও অধ্যয়নশীল এইরূপ ব্যক্তিকে সুধিগণ বৃদ্ধ বলিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণ।—ব্রাহ্মণ কে ? ব্রাহ্মণ কি বস্তু ? ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি ? এ সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলিতেছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"য ব্রহ্মং জানাতি স ব্রাহ্মণঃ"।

ব্রহ্ম কি বস্তু যিনি সম্যক্‌রূপে অবগত এবং সমস্ত জীবে ও সকল বস্তুতে ব্রহ্মের সত্বা অনুভব করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। সর্ব্বসৎগুণসম্পন্ন, সৎকর্ম্মনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে ভূদেব ও সচল দেবতা বলা হয়।

"শূদ্র ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥ "মনু ১০। ৬৫।

ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার জাগতিক কার্য্য সম্পাদনার্থে চারি বর্ণের মানব সৃজন করিতেছেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।", ভগবানের সেই চারি বর্ণ সর্ব্বদেশে, সর্ব্ব ভূখণ্ডে বিরাজমান। কিন্তু মনুষ্যগণ সেই চারি বর্ণকে বহুবর্ণে পরিণত করিয়াছেন। মানব জাতির এই যে বহু বিভাগ ইহা ভগবানের নহে, ইহা বেদাদি শাস্ত্র সম্মত নহে, কারণ স্মৃতি বলিতেছেন,—শূদ্রকুলে জন্মিয়াও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের তুল্য গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাব যুক্ত হইলে সেই শূদ্র কুলোদ্ভব ব্যক্তি গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইয়া থাকে। তদ্রূপ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় সম্ভূত ব্যক্তি গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের অন্যতম একটী বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (তবে সামাজিক ব্রাহ্মণ-কুলজাত জাতি-ব্রাহ্মণের সমাজে প্রাধান্য থাকে।)

ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও গুণ।

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥" মনু ১।৮৮।

"ক্ষমা দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥" ভঃ গীতা।

ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করা, অন্যকে করান, যজ্ঞ করা ও অন্যকে করান, দান করা ও দান গ্রহণ করা এবং তাঁহার গুণ মনঃসংযম, নিবৃত্তি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, তপস্যা, সর্ব্ববিষয়ে পবিত্রভাব, ক্ষমা সরলতা, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চ্চা, এবং আস্তিক্য বুদ্ধি। এইরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। এইগুলি ব্রাহ্মণের স্বভাবজ গুণ।

বেদ এব সদাভ্যস্যো বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনম্।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিধ্যতি। যাজ্ঞ বঃ।

ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিবেন; কারণ বেদই সনাতন চক্ষুর স্বরূপ; তদ্দ্বারা ভূত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যায়।

ব্রাহ্মণস্য তু দেহোঽয়ং ন কামার্থায় জায়তে।
ইহ ক্লেশায় তপসে প্রেত্য ত্বনুপমং সুখম্॥
ব্রাহ্মণ্যং বহুভিরবাপ্যতে তপোভিঃ
তল্লব্ধা ন রতিপরেণ হেলিতব্যম্।
স্বাধ্যায়ে তপসি দমেন নিত্যযুক্তঃ
ক্ষেমার্থী কুশলপরঃ সদা যতস্ব॥

মহাভারত—শুকানুশাসন পর্ব্ব।

ব্রাহ্মণের দেহ কামবিলাস ভোগের জন্য নহে, ইহা ক্লেশের জন্য,

তপস্যার জন্য। তাঁহা দ্বারা ব্রাহ্মণ অনুপম ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ও ব্রহ্মসাজুয্যরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। তপস্যা দ্বারা অনেকেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা প্রাপ্তে বিলাসপরায়ণ হইয়া অবহেলা করিবেন না। ব্রাহ্মণ নিত্য স্বাধ্যায়, তপস্যা, দম, ক্ষমাপরায়ণ এবং জগতের ও মানব জাতির হিতকর কার্য্যে রত থাকিবেন।

ব্রাহ্মণ চারি প্রকার, যথা—কর্ম্ম-ব্রাহ্মণ, গুণ-ব্রাহ্মণ, গুণ-কর্ম্ম-ব্রাহ্মণ এবং জাতি-ব্রাহ্মণ।

ন শূদ্রো বৃষলো নাম বেদো হি বৃষ উচ্যতে।
যস্য বিপ্রস্য তস্যালং স বৈ বৃষল উচ্যতে ॥
তস্মাদ্ বৃষলভীতেন ব্রাহ্মণেন প্রযত্নতঃ।
একদেশোঽপ্যধ্যেতব্য যদি সর্ব্বো ন শক্যতে ॥ যমঃ।

বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম্ম ও বেদ, বৃষল শব্দের অর্থ শূদ্র। বেদবিহীন ব্রাহ্মণই বৃষল অর্থাৎ শূদ্রপদবাচ্য। যিনি বৃষল পদবাচ্য হইতে ভয় করেন, তিনি যত্নসহকারে বেদের একটী অঙ্গও অধ্যয়ন করিবেন।

পণ্ডিত—পণ্ডিত কাহাকে বলা যায়? যাহার বুদ্ধি অর্থাৎ তত্ত্বানুগা বুদ্ধি আছে, তিনিই পণ্ডিত। যিনি শাস্ত্রজ্ঞ তিনিই পণ্ডিত, তিনিই সুধী, তিনিই সূরি, তিনিই বুধ, তিনিই প্রাজ্ঞ। এইরূপ বহু পদবীর দ্বারা তিনি ভূষিত হয়েন। কিন্তু ঐরূপ শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও যদি তিনি ব্যসনযুক্ত হয়েন অর্থাৎ কামকোপাদি রিপুজনিত দোষ যদি তাঁহাতে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে তিনি পণ্ডিতপদবাচ্য না হইয়া মূর্খপদবাচ্য হইবেন। শাস্ত্র বলিতেছেন ;—

"পঠকাঃ পাঠকাশ্চৈব যে চান্যে শাস্ত্রচিন্তকাঃ।
সর্ব্বে ব্যসনিনো মূর্খাঃ যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ ॥"

মহাভারত—বনপর্ব্ব।

যাঁহারা শাস্ত্র পড়ান, যাঁহারা শাস্ত্র পড়েন, যাঁহারা শাস্ত্র আলোচনা করেন, তাঁহারা যদি কাম ক্রোধাদি রিপুর বশবর্ত্তী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারা মূর্খপদবাচ্য। যিনি শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করেন তিনিই পণ্ডিত।

নিম্নোক্ত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই যথার্থ পণ্ডিত পদবাচ্য।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ গীতা ৫। ১৮

বিদ্বান ব্যক্তিকে, ব্রাহ্মণকে, গরুকে, হাতিকে, কুকুরকে ও চণ্ডালকে পণ্ডিতগণ সমান দৃষ্টিতে দেখেন। অর্থাৎ সকলের মধ্যেই পরমাত্মার সত্বা বিরাজমান দেখেন, তজ্জন্য কাহাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখেন না।

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥ চাণক্য।

আর পণ্ডিত বলে কাহাকে? যিনি ছেলেদের বাঙ্গালা বা সংস্কৃত পড়ান। পড়ানা ত্যাগ করিলেও তাঁহার পণ্ডিত পদবী প্রায় থাকিয়া যায়। আর যাহাদের বাটীতে ধর্ম্মঠাকুর আছেন বা কোন সময় ছিলেন, তাহাদের গোষ্ঠী শুদ্ধ পুরুষানুক্রমে পণ্ডিত।

মূর্খ কে?—পণ্ডিতের কথা বলিলেই আপনাপনি মূর্খের কথা মনে হয়।

মূর্খোঽস্তি কঃ? যস্তু বিবেকহীনঃ।

মূর্খ কে? যাহার বিবেক অর্থাৎ হিতাহিত জ্ঞান নাই।

"শাস্ত্রং জ্ঞানপ্রদং কিঞ্চিৎ ন বিজানাতি যো নরঃ।
স মূর্খঃ কথ্যতে ধীরৈর্গায়ত্রীরহিতোঽথবা॥"

যে ব্যক্তি জ্ঞানপ্রদ শাস্ত্র অন্ততঃ কিছু না জানে, অথবা যে ব্যক্তি গায়ত্রী-রহিত অর্থাৎ গায়ত্রী অবগত নহে এবং জপহীন, সেই ব্যক্তিই মূর্খপদবাচ্য।

অবতার।

অব+তৄ ধাতু ভাববাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ। তৄ ধাতুর অর্থ তরণ, অভিভব। প্লবন। "অব" অর্থে নিম্নতা এবং ন্যূনতা। অবতরণ অর্থে নিচের দিকে নামিয়া

আসা ; অবতীর্ণ হওয়া। নামিয়া আসা বলিলে—কোন ঊর্দ্ধদিক হইতে বোধগম্য হয়। সূর্য্য ও চন্দ্র লোক হইতে পৃথিবীতে আগমন হেতু "অবতীর্ণ ও অবতার" শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে। অবতার অর্থে উৎপত্তি, প্রাদুর্ভাব ও অবতরণ বুঝায়। সাধারণতঃ যে সকল মনুষ্য পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা সকলেই অবতার। প্রচুর ধন না থাকিলে যেমন কাহাকেও ধনাঢ্য বলা হয় না, সেইরূপ পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ মঙ্গল-জনক কার্য্য না করিলে, অবতার পদবাচ্য কেহ হইতে পারেন না। মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজের ও জগতের কোন মঙ্গলজনক কার্য্য করিতে না পারিলে, সে জন্মই বৃথা। গৌরাঙ্গদেব প্রেমভক্তির অবতার, শিবনারায়ণ স্বামী পূর্ণজ্ঞানরূপ সূর্য্যের অবতার। সময়ে কত শত অবতার জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

আর্য্য ও অনার্য্য।

অর্য্য + ক = আর্য্য। অর্য্য = ঋ ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে মান প্রত্যয়ে সিদ্ধ। ঋ ধাতুর অর্থ গতি, প্রাপ্তি, বধ, চাষ। অর্য্য অর্থে বৈশ্য, যাহারা বৈশ্যসম্ভূত তাহারা আর্য্য। ঋগ্বেদের পূর্ব্বসময়ে ও তৎকালে মানবগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। আর্য্য ও অনার্য্য। ঐ সময়ে যে সকল ব্যক্তি পৃথিবী হইতে শস্যাদি উৎপন্ন দ্বারা এবং গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মাচরণ দ্বারা সরলভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহারা আর্য্য নামে কথিত হইয়াছিলেন। এবং যাহারা অরণ্যাদিতে বাস ও পশুহানি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহারা অনার্য্য নামে কথিত হইত। কালক্রমে উভয়শ্রেণীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া আর্য্যগণ অনার্য্যদের আদর্শ ও মান্য স্থানীয় হয়েন। যাহারা আদর্শ অনুসারে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিতেন, তাঁহারাই আর্য্যত্ব প্রাপ্ত হইতেন। কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিই আর্য্য। যথা,—

> কর্ত্তব্যমাচরণ্ কামমকর্ত্তব্যমনাচরণ্।
> তিষ্ঠতি প্রাকৃতাচারো যঃ স আর্য্য ইতি স্মৃতঃ। বশিষ্ট।

যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন, অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন না, প্রকৃত নিয়ম পালন করেন তিনিই আর্য্য পদবাচ্য। আর্য্য শব্দ একণে গৌরবসূচক শব্দ হইয়াছে। আর্য্য অর্থে গুরু, শ্রেষ্ঠ, স্বামী ও সজ্জন। সুতরাং ইহার বিপরীত অনার্য্য, অর্থাৎ দুষ্ট, কদাচারি ও অকর্ত্তব্যপরায়ণ।

বেদপরিচয় ও বেদাধিকার।

অনেকে বলেন, বা অনেকের ধারণা বেদ অপৌরুষেয়। এইটী ভ্রান্ত ধারণা। কারণ "পুরুষ" যে কি পদার্থ তাহা তাঁহারা জানেন না। আত্মা-বিষ্ণু-পরমেশ্বরের নাম "পুরুষ"। (পৃ পালনপূরণয়োঃ) এই ধাতু হইতে পুরুষ শব্দ সিদ্ধ। "যঃ স্বব্যাপ্ত্যা চরাচরং জগৎ পৃণাতি পূরয়তি স পুরুষঃ"। সমগ্র চরাচর বিশ্বে পূর্ণ হইয়া থাকায় বিষ্ণু-পরমেশ্বরের নাম "পুরুষ"। তিনি ভিন্ন আর কাহাকেও "পুরুষ" বলা যাইতে পারে না। জীবসকল তাঁহারই ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। মানব সকল জীবের শ্রেষ্ঠ; এই জন্য মানবকে নর ও পুরুষ বলা হয়। সকল জীবের মধ্যে তাঁহার সত্তা আছে, মানবের মধ্যে তাঁহার বিকাশ অধিকতর এবং মহর্ষি ও মহাত্মা যোগিগণের মধ্যে তাঁহার পূর্ণবিকাশ। পণ্ডিতগণ তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। সাধারণ মনুষ্যগণের মধ্য দিয়া তাঁহার বিকাশ হয় না। তিনি যদি অপুরুষ তবে পুরুষ কে? বেদ "অপৌরুষেয়" না বলিয়া "পরম পৌরুষেয়" বলিলে ভাল হয়।

হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তি বেদের উপর স্থাপিত। বেদ হিন্দুর অতি প্রাচীন গ্রন্থ। বেদের জন্য হিন্দুগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র গৌরবান্বিত। হিন্দুগণের বিশ্বাস বেদ পবিত্র, বেদ সত্য, বেদ নিত্য এবং বেদ ব্রহ্মবাক্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তত্তৎদেশীয় বেদ বা ধর্ম্ম-শাস্ত্র আছে; কিন্তু হিন্দুর বেদের ন্যায় এরূপ প্রাচীন ও এরূপ উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ কুত্রাপি নাই। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! দশসহস্র হিন্দুর মধ্যে একজনও বেদনিহিত বস্তু অবগত কি না, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে সাহস হয় না। অপিচ বেদ-বিহিত নিয়মানুসারে অল্প কার্য্যই সংসাধিত হইয়া থাকে। ভারতের কেন? পৃথিবীর আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদ। বেদ অনাদি ও অনন্ত; প্রলয়ের সঙ্গে বিলুপ্ত ও সৃষ্টির সঙ্গে বিকসিত [illegible]। পা[illegible]না প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের

দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে প্রায় সার্দ্ধসপ্তসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদ সঙ্কলন হইয়াছে। তদনন্তর যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ (পূর্ব্বোক্ত বেদত্রয়ের সার সংগ্রহ মাত্র) ক্রমান্বয়ে সঙ্কলিত হইয়াছে। মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদ সকল বিভাগ করিয়া অর্থাৎ ইহার কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ডাদি বিষয় সকল বিভাগ করিয়া বেদব্যাস উপাধি লাভ করেন।

বেদের দ্বিতীয় স্তর বা ব্রাহ্মণ রচনাকাল।

গদ্যে রচিত ব্রাহ্মণ গ্রন্থে যজ্ঞের বিবৃতি ও ব্যাখ্যা আছে। ঋগ্বেদের দুইখানি ব্রাহ্মণ—(১) ঐতরেয় (আতারিয়া), (২) কৌশিতকী। যজুর্ব্বেদের দুইখানি—(শুক্লযজুর) (১) শতাতপ এবং (কৃষ্ণযজুর) (২) তৈত্তিরীয়। সামবেদের দুইখানি ব্রাহ্মণ—(১) ছান্দোগ্য, (২) তাণ্ড্য। অথর্ব্ববেদের একখানি—গোপথ ব্রাহ্মণ।

বেদের তৃতীয় স্তর। আরণ্যক ও উপনিষদ্ রচনাকাল।

যেমন বেদের উপসংহার স্বরূপ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ গ্রন্থের উপসংহার স্বরূপ আরণ্যক ও উপনিষদ্। আরণ্যকে পরমাত্মা, আত্মা, জগৎ-সৃষ্টি ও মূল তত্ত্ব সকল আলোচিত হইয়াছে। ঐতরেয় আরণ্যক ও বৃহৎ আরণ্যক দুইখানি উৎকৃষ্ট। উপনিষদ্ বহু। ঋগ্বেদের ২১খানি, যজুর ১০৯, সামের ১০০০ এক সহস্র ও অথর্ব্ববেদের ৫০ খানি। সামবেদীয় ছান্দোগ্য সর্ব্ব পরবর্ত্তী।

চতুর্থ স্তর বা দর্শন যুগ। ষড় দর্শন।

১ম। সাংখ্য-দর্শন—কপিল প্রণীত। ২। পাতঞ্জল-দর্শন বা যোগ-দর্শন—পতঞ্জলি প্রণীত। ৩। ন্যায়-দর্শন—গৌতম প্রণীত। ৪। বৈশেষিক-দর্শন—কণাদ প্রণীত। ৫। মিমাংশা-দর্শন (পূর্ব্বভাগ) ৬। ঐ উত্তরভাগ বা বেদান্ত—জৈমিনি প্রণীত। তদনন্তর রামায়ণ, মহাভারত ও ভগবদ্গীতা। **বৌদ্ধ যুগ**—নানা বৌদ্ধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। **পৌরাণিক যুগ**—অষ্টাদশ

মহাপুরাণ। লিঙ্গ ও বিষ্ণু পুরাণ, পুরাণের মধ্যে অতি প্রাচীন। তৎপরে বহু উপপুরাণ রচিত হয়। **তান্ত্রিক যুগ**—এই সময়ে নানা তান্ত্রিক গ্রন্থ রচিত ও দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজার আরম্ভ হয়। তদনন্তর পাঁচালী ও তরজারূপ খেচরান্ন।

মানবগণের কোন্ সময়ে কিরূপ রুচির বিকাশ হইয়াছিল, তাহা তত্তৎ সময়ের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কালসহকারে বৃক্ষের ফলের যেরূপ অবস্থা ও আকৃতির পার্থক্য ঘটে; জ্ঞান-বৃক্ষ-ফলের তাহাই ঘটিয়াছে।

বেদে অধিকার।

প্রথমে "অধিকার" শব্দের অর্থটী ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। যাঁহার যে বিষয়ে ধীশক্তি, বুদ্ধিমত্তা আছে, তাঁহারই সে বিষয়ে অধিকার আছে। যাঁহার যে বিষয় বুঝিবার ক্ষমতা নাই, তাঁহার সে বিষয়ে অধিকার নাই। গোপালের অঙ্কশাস্ত্রে বেশ অধিকার আছে, অর্থাৎ গোপাল অঙ্ক শাস্ত্র বুঝিতে ও কসিতে সমর্থ। বেদে অধিকার সম্বন্ধে বেদই বলিতেছেন।

যথেমাং বাচং কল্যাণী মাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়॥

যজুঃ অঃ ২৬। ২

শ্রীভগবানের উক্তি:—যেমন আমি মনুষ্য সকলের জন্য এই কল্যান কারিণী ঋগ্বেদাদি চারি বেদের বাণী উপদেশ দিতেছি, তদ্রূপ তুমিও করিবে। আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিজ ভৃত্য, স্ত্রীলোক এবং অতি শূদ্রদিগের জন্যও বেদের প্রকাশ করিয়াছি। সকল মনুষ্য বেদপাঠ ও শ্রবণ করতঃ সদসৎবিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিবে। পরমেশ্বর কি শূদ্র-কুলজাত ব্যক্তিগণের মঙ্গলকামনা করেন না? তিনি কি পক্ষপাতী? তবে অনেক স্থলে যে এরূপ নিষেধের উক্তি দেখা যায়, তাহার উদ্দেশ্য যে ব্যক্তি মূর্খ, পশুতুল্য, বুদ্ধিমত্তা আদৌ নাই, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই ঐরূপ উক্ত হইয়াছে। প্রণবে অধিকার সম্বন্ধে ১২৮ পৃঃ "অমৃতসাগর" দ্রষ্টব্য।

ভারতের ভাবী উপাসনা-মন্দির।

কলিকাতা সহরের সন্নিকটে গঙ্গানদী তীরে দুই মাইল দীর্ঘ, এক মাইল প্রস্থ স্থান ব্যাপিয়া মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইবে। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ও উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত; একদিকে তিনটী ও অপর তিনদিকে দুইটী করিয়া ছয়টী গেট থাকিবে। তৎপরে ত্রিশ হাত দূরে আর একটী প্রাকার থাকিবে। এই উভয় প্রাকারের মধ্যস্থলে প্রশস্ত পথ, দুই পার্শ্বে বাসস্থান ও বিপনি আদির জন্য গৃহ। দ্বিতীয় প্রাকারের অষ্টদ্বার থাকিবে। দ্বিতীয় প্রাকারের ভিতর মধ্যস্থলে একটী দীর্ঘাকার (রাইটার্স্‌বিল্‌ডিং সদৃশ) দ্বিতল হল থাকিবে, তাহার দুই পার্শ্বেই বারাণ্ডা থাকিবে; দ্বিতলে ধর্ম্মপুস্তকাগার এবং নিম্নে ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতার স্থান। দ্বিতলের উপরে পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে গ্যালারি থাকিবে।

পূর্ব্বদিকের গ্যালারিতে প্রাতে ও পশ্চিমদিকের গ্যালারিতে সায়াহ্নে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত কালে উপাসনাদি হইবে। স্ত্রী ও পুরুষদিগের জন্য ইহা পৃথকভাবে বিভক্ত করা হইবে। উক্ত হলের পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে দুইটী বাঁধান ও গজগিরি করা যজ্ঞকুণ্ড থাকিবে। এবং উত্তর দক্ষিণদিকে দুইটী সরোবর বাঁধান ও গজগিরি করা থাকিবে। সরোবরের চারিদিকে চারিটী বাঁধা ঘাট ও ঘাটের দুইপার্শ্বে দুই দেবমন্দির এবং মধ্যে নাট মন্দির। সরোবরের চতুর্দ্দিকে ও অন্যান্য স্থানে পুষ্প ও অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষ থাকিবে। স্থানে স্থানে যোগসাধনার স্থান থাকিবে। একস্থানে আচার্য্য ও কর্ম্মচারিগণের আবাস স্থান নির্ম্মিত হইবে। এইমত যেখানে যেরূপ আবশ্যক তদ্দ্বারা ইহা সজ্জীকৃত করিতে হইবে। উত্তর ও দক্ষিণদিকে দুইটী ধর্ম্মশালা বিদেশীগণের জন্য থাকিবে। একটী গৃহস্থ ও একটী সন্ন্যাসীদিগের জন্য। ওয়ালটেয়ারের টার্ণারস্ ছত্রমের অনুকরণে গৃহস্থ ধর্ম্মশালাটী হইবে। প্রত্যেক প্রদেশে ও প্রত্যেক জেলায় জেলায় ইহার অনুকরণে উপাসনা মন্দির নির্ম্মিত হইবে। অবশ্য আকার অপেক্ষাকৃত ছোট হইবে।

কেহ বিস্মিত হইবেন না। সময় আসিতেছে। এক্ষণে সত্য যুগের প্রত্যন্তর দশা পড়িয়াছে, সত্যের বিকাশের জন্য অনেকের মন ব্যাকুলিত। ধর্ম্মই বল, সাধনাই বল, সেই সাধনার জন্য সমবেত হইবার চেষ্টা করুন। কিছুই আশ্চর্য্য মনে করিবেন না। কারণ যাঁহারা মান্দ্রাজ প্রদেশের ত্রিশিরাবল্লী, চিদাম্বরম্, তাঞ্জোর, মাদুরা ও রামেশ্বর প্রভৃতির সুবৃহৎ মন্দির সকল দেখিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই মনে করিতে পারিবেন, যে ইহা অসাধ্য নহে। আমাদের দেশের ধনকুবেরগণ মনে করিলেই এই সুমহৎ ব্যাপার সহজেই সংসাধিত হইতে পারে। দ্বারবঙ্গ বিদ্যামন্দির তাহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। সময় আসিতেছে, গুরুর আদেশে ভারতবাসী ও বঙ্গবাসীগণকে সংক্ষেপে জানাইয়া রাখিলাম।

পরিশিষ্ট সমাপ্ত।

জে, এন, রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী।

১। জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান (সাত শত পৃষ্ঠা)

২য় সংস্করণ **কল্পলতিকা।** মূল্য ৫৲ টাকা

বিনা গুরূপদেশে জ্যোতিষ শিক্ষার, এবং নিজ নিজ ও আত্মীয়গণে ভাগ্য জানিবার একমাত্র অদ্বিতীয় গ্রন্থ। জ্যোতিষিগণেরও ইহা দ্বারা বিশে সাহায্য হইবে। ইহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষিকগণনার তালিকা আছে। ভারতের নানা স্থানের লগ্ন ও দশম সারিণী আছে। এই গ্রন্থ পাঠে জ্যোতিষী হওয়া যায়। ইহা সর্ব্বত্র প্রশংসিত। এই গ্রন্থদ্বারা নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে জ্যোতিষ শিক্ষার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। জ্যোতিষ গ্র ক্রয়েচ্ছুক ব্যক্তি যেন এই গ্রন্থখানি দেখিয়া তৎপরে পুস্তক ক্রয় করেন।

২। নারীজাতক ও লক্ষণ। স্ত্রীজাতি সংক্রান্ত বহু জ্ঞাতব বিষয় আছে— মূল্য ১৷৹ টাকা।

৩। জন্মপত্রিকা পুস্তক। মূল্য ১৲ ও ২৲ টাক

উত্তম শ্রেণীর বৃহদাকারের কোষ্ঠীতে যে সকল বিষয় গণিত ও সন্নিবিষ্ট হয়, তাহাই ধারাবাহিক ক্রমে অঙ্কিত ও মুদ্রিত। গণিত বিষয় লিখিবার স্থান ফাঁক আছে। সূচিপত্র, পাঁচ পুরুষের নাম গোত্রাদি ও পরিশিষ্টে মন্তব্য লিখিবার কয়েক পৃষ্ঠা আছে। ইহা জীবনের ঘটনাবলির এবং স্ব স্ব বংশের একখানি ইতিহাসের কার্য্য করিবে।

৪। জন্মপত্রিকা ফরম (মুদ্রিত) ১ম ও ২য় অংশ মূল্য প্রত্যেক ।/৹ হিঃ। ৫। ঠিকুজি ফরম মূল্য ⁄১৹

৬। উৎকলের পঞ্চতীর্থ (সচিত্র) মূল্য ১৲ টাক

৭। মণিরত্ন বিজ্ঞান মূল্য ১৲ ও ৸৹

হীরকাদি যাবতীয় রত্নও উপরত্নের সমস্ত বিবরণ ইহাতে আছে

৮। অনন্তগরুড় রহস্য - মূল্য ।⁄

ইহা পাঠে অনন্ত নাগ ও গরুড় পক্ষী এবং ঐরাবৎ হাতী সচক্ষে দেখা যায়

প্রধান প্রধান পুস্তকালয় ও নিম্নে প্রাপ্তব্য।

৩৹ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা — শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ম্যানেজার, সংস্কৃতপ্রেস ডিপোজিটরি।